মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন দোযখকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে, এর সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে ; তারা দোযখকে হেঁচড়িয়ে আনতে থাকবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের ফেরেশতাদের বিরাটকায় দেহের কথা বর্ণনা করেছেন, কুরআন পাকে যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

غِلَاظٌ شِدَادٌ

"পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব।" (তাহ্‌রীম ঃ ৬)

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দোযখের এক একজন ফেরেশতা এরূপ বিরাট বিশাল দেহবিশিষ্ট হবে যে, কাঁধের এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত এক বৎসরের দূরত্ব হবে। এক একজনের শরীরে এই পরিমাণ শক্তি হবে যে, হাতুড়ীর এক আঘাতেই বৃহৎ একটি পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সত্তর হাজার দোযখীকে এক আঘাতে দোযখের গভীর তলদেশে পৌঁছিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

"দোযখের উপর ঊনিশ নিয়োজিত রয়েছেন।" (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩০)

এতদ্বারা যাবানিয়া তথা কঠোর শাস্তির ফেরেশতাদের সর্দারদেরকে বুঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণভাবে দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

কুরআনে ইরশাদে হয়েছে ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

"আপনার রব্বের সৈন্যদেরকে একমাত্র তিনিই জানেন।"

(মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩১)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—দোযখের প্রশস্ততা কতটুকু? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার তা জানা নাই। তবে এই রেওয়ায়াত আমার নিকট পৌঁছেছে যে, দোযখস্থিত প্রত্যেক আযাবের ফেরেশতার কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সত্তর বছরের দূরত্ব এবং এর মধ্যে পঁচা ও দুর্গন্ধময় রক্ত-পূঁজের উপত্যকাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, দোযখের এক একটি দেওয়ালের স্থূলতা চল্লিশ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্ব রাখে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ نَارَكُمْ هٰذِهٖ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

"তোমাদের দুনিয়ার এ আগুন দোযখের প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনের তুলনায় সত্তর ভাগের এক ভাগ উষ্ণতা রাখে।"

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার আগুনের প্রচণ্ডতাই তো যথেষ্ট ছিল। হুযূর বললেন, আরও ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতি গুণে দুনিয়ার অগ্নির সমপরিমাণ প্রচণ্ডতা রয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ দোযখবাসীদের মধ্য হতে একজন দোযখীও যদি তার একটি হাত জগতবাসীর উপর বের করে, তবে এর প্রচণ্ড উত্তাপে সমগ্র দুনিয়া প্রজ্জ্বলিত হয়ে যাবে। দোযখের একজন দারোগাও যদি ইহজগতে বের হয়ে আসে, তবে জগতবাসীরা তার মধ্যে আল্লাহ্‌র রোষ ও আযাব-গজবের লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করে মরে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে দোযখবাসীর উপর ফেরেশতা যে কি পরিমাণ ক্রোধান্বিত, তা দেখে দুনিয়াবাসীরা সহ্য করতে পারবে না।)

মুসলিম শরীফ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। তিনি বললেন, জান তোমরা এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক

পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর, যা সত্তর হাজার আগে জাহান্নামের আগুনের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল ; এতদিন পর্যন্ত তা জাহান্নামের গভীরতার দিকে যাচ্ছিল—আর এখন এইমাত্র জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলো।

হযরত উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাযিঃ) বলতেন, তোমরা দোযখের কথা খুব বেশী বেশী স্মরণ কর ; ধ্যান কর। কারণ দোযখাগ্নির উত্তাপ খুবই প্রচণ্ড, এর গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত, এর বেড়ী লোহার।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলতেন, দোযখের অগ্নি দোযখবাসীদেরকে এমনভাবে গিলে ফেলবে, যেমন পাখী দানা গিলে ফেলে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কুরআনের আয়াত ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ○

"যখন দোযখে তাদেরকে দূর থেকে দেখবে, তখন তারা (দোযখবাসীরা) এর তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে।" (ফুরকান ঃ ১২)

উক্ত আয়াতে 'দোযখের দেখা'র কথা উল্লেখিত হয়েছে ; তাহলে কি দোযখের চক্ষু আছে? হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বললেন, তোমরা কি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস শোন নাই— তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন দোযখের দুই চোখের মাঝখানে স্বীয় ঠিকানা করে নেয়। আরজ করা হয়েছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), দোযখেরও কি চোখ আছে? তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমান শোন নাই? তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

"দোযখ যখন তাদেরকে দূর থেকে দেখবে।"

এ হাদীসের সমর্থনে আরও হাদীস রয়েছে— যেমন বর্ণিত আছে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর থেকে একটি গর্দান বের হবে ; এর দু'টো

চোখ থাকবে যা দিয়ে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে কথা বলবে। সে বলবে ঃ আমাকে ওদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছে। পাখী যেমন ক্ষুদ্র একটি তিল্‌কেও স্পষ্ট দেখতে পায় ; উক্ত গর্দান পাপাচারীকে তদপেক্ষা অধিক স্পষ্ট লক্ষ্য করবে এবং তাকে গিলে ফেলবে।

মীযান-পাল্লা

হাদীস শরীফে আছে, নেকীর পাল্লা হবে নূরের আর বদীর পাল্লা হবে অন্ধকারের।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতকে আরশের ডান দিকে, জাহান্নামকে আরশের বাম দিকে এবং নেকীসমূহ আরশের ডান দিকে আর বদীসমূহ আরশের বাম দিকে রাখা হবে। এভাবে নেকীসমূহ জান্নাতের (মোকাবিলায়) কাছাকাছি এবং বদীসমূহ জাহান্নামের (মোকাবেলায়) কাছাকাছি হবে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নেকী-বদী পরিমাপের মীযান দুই পাল্লাবিশিষ্ট হবে এবং এর মুঠি হবে একটি। তিনি আরও বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাহর আমলসমূহ পরিমাপের ইচ্ছা করবেন, তখন এগুলোকে আকৃতি দান করবেন।

অধ্যায় ঃ ৬৬

অহংকার ও আত্মগর্বের কুৎসা ও অনিষ্টকারিতা

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে, তোমাকে এবং জগতের সকলকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নসীব করুন। এ কথা স্মরণ রেখো যে, অহংকার (অর্থাৎ সৎগুণাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা—একে 'তাকাব্বুর'ও বলা হয়) ও আত্ম-গর্ব (অর্থাৎ অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে নিজকে মহতি গুণের অধিকারী বলে ধারণা করা—একে 'উজ্ব'ও বলা হয়) এমন দুই নিকৃষ্ট স্বভাব যে, এরা যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। উপরন্তু বহু অসৎ স্বভাবেরও উৎপত্তি ঘটায়। বস্তুতঃ মানবের দুর্ভাগ্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কল্যাণকর বিষয়াবলী ও সদুপদেশমূলক কথাবার্তার প্রতি কর্ণপাত না করে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে দেয়।

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ বলেছেন, লজ্জা ও অহংকারের মাঝখানে ইল্ম বরবাদ হয়ে যায়। উঁচু প্রাসাদের সাথে যেমন বন্যা-স্রোতের সংঘর্ষ হয়, তেমনি অহংকারের সাথে ইল্মেরও হয়ে থাকে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অহংকার ও দম্ভভরে পরিহিত পোষাক টেনে চলবে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি করবেন না।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, দম্ভ-অহংকারের সাথে রাজত্বও টিকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অহংকার ও ধ্বংস-অনাচারকে একত্র উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط

"এই আখেরাতে আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য ও অনাচার চায় না।" (কাসাস ঃ ৮৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখবো, যারা পৃথিবীতে অহংকার করে।" (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আমি অহংকারীদেরকে দেখেছি, তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই বিগড়ে গেছে। অর্থাৎ যে নেআমতের উপর দম্ভ করতো, তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

জাহেয্ বলেছেন, কুরাইশীদের মধ্যে মাখযুম গোত্র, উমাইয়াহ্ গোত্র আরও অন্যান্য কতক আরবীয় লোক অর্থাৎ জাফর ইব্নে কেলাব এবং যুরারাহ্ ইব্নে আদী' গোত্রের লোকেরা অহংকারী। আর পারস্যের রাজারা তো অন্যদেরকে গোলাম এবং নিজেদেরকে মালিক মনে করে।

আব্দুদ্দার গোত্রের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি খলীফার কাছে যাও না? সে উত্তর করেছে, আমি মনে করি—তথাকার গমনপথে যে পুলটি রয়েছে, সেটি আমার মর্যাদার বোঝ বহন করতে পারবে না।

হাজ্জাজ ইব্নে আরতাতকে কেউ বলেছিল—তুমি জামাআতে শরীক হও না? সে বলেছে, সবজি বিক্রেতাদের (নিম্নপর্যায়ের) সাথে আমাকে দাঁড়াতে হবে।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওয়ায়েল ইব্নে হুজ্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলে তিনি তাকে এক খণ্ড জমি দান করলেন এবং মুআবিয়া (রাযিঃ)-কে তা পৃথক করে লিখে দেওয়ার জন্য বললেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে

তার সাথে রওনা হলেন এবং তার উস্ট্রীর পিছনে পায়ে হেঁটে চললেন। সূর্যের তাপ শরীরের চামড়া পুড়ে ফেলার মত অত্যধিক ছিল। তিনি ইব্নে হুজ্‌রকে বললেন, আমাকে তোমার উস্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়ে নাও। সে বললো, তুমি বাদশাহ্‌দের সাথে বসার উপযুক্ত নও। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, তাহলে তোমার জুতা-জোড়া আমাকে দাও। পরিধান করে রৌদ্রের তাপ থেকে কিছুটা রক্ষা পাই। সে বললো, হে আবূ সুফিয়ানের পুত্র! আমি কার্পণ্যের কারণে অস্বীকার করছি না বরং আমি অপছন্দ করি যে, তুমি যদি আমার জুতা পরিধান কর, তাহলে তুমি ইয়ামানের বাদশাহ্‌দের পর্যায়ে পৌঁছলে। কাজেই তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, তুমি আমার উস্ট্রীর ছায়া ঘেসে চল। কথিত আছে, পরবর্তীতে এমন এক সময় এসেছে যখন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) খেলাফতে অধিষ্ঠিত। এই লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি তাকে স্বীয় পালংকের উপর নিজের সাথে বসিয়ে কথা বলেছেন ; সমাদর করেছেন। মাসরূর ইব্নে হিন্দ একজনকে বলেছিল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন? সে বললো, না। মাসরূর বললো, আমি মাসরূর ইব্নে হিন্দ। লোকটি বললো, আমি আপনাকে চিনি না। মাসরূর বললো, ধ্বংস সেই ব্যক্তির যে চন্দ্রকে চিনে না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী কবির উপদেশ হচ্ছে, "দম্ভ-অহঙ্কার কেবল আহ্‌মক যারা তারাই করতে পারে.। তুমি যদি জানতে অহংকারের মধ্যে কি ধ্বংসাত্মক বিষ লুক্কায়িত রয়েছে, তবে তুমি কখনও অহংকার করতে না। বস্তুতঃ অহংকার যেমন মানুষের দ্বীন-ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়, তেমনি বুদ্ধি-বিবেক ও ইয্‌যত-সম্মানকেও বিনাশ করে দেয়।"

বস্তুতঃ দম্ভ-অহমিকা নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের লোকই করে থাকে। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্র স্বভাব তারাই অবলম্বন করে থাকে যারা অভিজাত ও উচ্চ পর্যায়ের।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

"তিনটি ব্যাধি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়—অদম্য লোভ-লালসা, বেপরোয়া প্রবৃত্তি ও আত্ম-প্রশংসা।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হযরত নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্রকে উপস্থিত করে বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি, আর দু'টি বিষয়ে নিষেধ করছি—নিষেধ করছি এই যে, তোমরা শির্‌ক এবং অহংকারে লিপ্ত হয়ো না। আর হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর ছিফাত ও আদর্শের উপর থেকে তা পাঠ কর। কেননা, এই কালেমাকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে রাখা হয়, তবে অবশ্যই এই কালেমার পাল্লা ভারী হবে। অনুরূপ, যদি সাত আসমান, যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-কে সেই বৃত্তে রাখা হয়, তবে এই কালেমার ভারে বৃত্তটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে আরও হুকুম করছি, তোমরা 'সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী' পড়। কেননা, এই কালেমা প্রতিটি বস্তুর সালাত (নামায ও দো'আ)। এরই ওসীলায় সকলেই রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, (বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি) যাকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর দম্ভ-অহংকারমুক্ত জীবন-যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাকে সুসংবাদ, মুবারকবাদ!

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) একদা বাজারে গমন করেন, তখন তার মাথায় লাকড়ির একটি বোঝা ছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আপনি কেন এই কষ্ট করছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ

أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ عَنْ نَفْسِي۔

"আমি আমার নফ্‌সের মধ্য হতে অহংকার দূর করার চেষ্টা করছি।"

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

"তারা যেন নিজেদের পা সজোরে না ফেলে।" (নূর ঃ ৩১)

তফসীরে কুরতুবী কিতাবে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, দম্ভ-অহংকারভরে পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হারাম। এমনিভাবে যে সকল পুরুষ জুতা পায়ে মাটির উপর সশব্দে (আঘাত হানার ন্যায়) চলে, বস্তুতঃ এরূপ চলাও হারাম। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটা অহংকার ও আত্মাভিমানেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তা মস্ত বড় গুনাহ্।

অধ্যায় ঃ ৬৭

এতীমের প্রতি দয়া এবং তাদের প্রতি অন্যায়-উৎপীড়ন না করা

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি এবং এতীমের অভিভাবক বেহেশ্তে এভাবে থাকবো— অতঃপর শহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন এবং দুইয়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক রেখেছেন।"

মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, "নিজ আত্মীয় হোক বা না হোক, যদি কেউ এতীম-অনাথের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে, তবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে থাকবো— অতঃপর শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।"

"বায্যার' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি এতীমের অভিভাবক হবে- সে এতীম তার আত্মীয় হোক বা না হোক— সে এবং আমি জান্নাতে এই রকম একসঙ্গে থাকবো—অতঃপর দুটি অঙ্গুলি একত্র করে দেখিয়েছেন। অনুরূপ, যে ব্যক্তি তিন কন্যার লালন-পালনের জন্য পরিশ্রম করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় এমন জিহাদকারী ব্যক্তির সওয়াব রয়েছে, যে জিহাদরত অবস্থায় রোযাদার ও গোটা রাত নামায আদায়কারী ছিল।"

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তিনজন এতীমের লালন-পালন করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াব পাবে, যে গোটা রাত নামায আদায়কারী, দিনে রোযাদার এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পথে তলোয়ার উত্তোলন করে জিহাদরত ছিল। আমি এবং সে ব্যক্তি জান্নাতে ভাই-ভাই থাকবো, যেমন এ দুই অঙ্গুলি,—এ কথা বলে শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় একত্র করে দেখিয়েছেন।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্য হতে

তিনজন এতীমের পানাহারের দায়িত্ব নিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখেল করবেন ; যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ্ না করে (যেমন শির্ক, কুফ্র ইত্যাদি)। অপর এক রেওয়ায়াতে "এ এতীমগণ যতদিন অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে" অংশটুকু রয়েছে।

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ ....الخ

"মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট ঘর সেটি, যে ঘরে এতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় । পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর সেটি যে ঘরে এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"

আবূ ইয়ালা' হাসান সনদে রেওয়ায়াত করেছেন যে, "আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে বেহেশ্তের দরজা খুলবে। কিন্তু আমি দেখবো—একজন মহিলা আমার আগেই অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করবো, তুমি কে? সে বলবে, আমি এতীমদের লালন-পালনকারীনি একজন মহিলা।

ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ঐ সত্তার কসম, যিনি আমাকে হক ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে এতীমের প্রতি দয়া ও রহম করবে, কথা-বার্তায় তার সাথে সদয় আচরণ করবে, তার এতীমি ও অসহায়ত্বের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হবে এবং আপন প্রতিবেশীর সাথে নিজ প্রতিপত্তির কারণে অহংকার ও উৎপীড়ন করবে না।"

মুসনাদে আহমদ কিতাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন এতীমের মাথায় হাত বুলায়, সে তার স্পর্শ করা প্রতিটি কেশের জন্য একটা করে পুরস্কার লাভ করবে? আর যে লোক কোন এতীম বালক বা বালিকার উপকার করবে, সে এবং আমি পরস্পর একসঙ্গে হবো যেমন আমার হাতের দু'টো অঙ্গুলি।

মুহাদ্দেসীনের একটি জামাআত রেওয়ায়াত করেছেন এবং হাকেম রেওয়ায়াতটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত

ইয়াকূব (আঃ)-কে জানিয়েছেন যে, আপনার দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়া, পৃষ্ঠদেশ নুয়ে যাওয়া, ইউসূফ (আঃ)-এর সাথে তাঁর ভাইদের আচরণ এসবকিছুর কারণ হচ্ছে, আপনি পরিজনের জন্য একটি বকরি যবেহ্ করে নিজেরা খেয়েছিলেন, কিন্তু আগন্তুক একজন রোযাদার অভুক্ত মিসকীনকে তা থেকে খেতে দেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সতর্ক করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর সৃষ্ট জীবের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো, তারা এতীম-মিসকীনকে ভালবাসবে, তাদের প্রতি সদয় হবে। অতঃপর তাঁকে মিসকীনদের জন্য খানা তৈরী করে তাদেরকে খাওয়ানোর হুকুম করলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাই করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বিধবা ও দরিদ্রের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি সমস্ত দিনের রোযাদার এবং সমস্ত রাত্রির নামায আদায়কারীর সমতুল্য।"

ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَالَّذِيْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ۔

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্যকারী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায় এবং রাতভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযাদারের সমতুল্য।"

জনৈক বুযুর্গ নিজের পূর্বেকার অবস্থা ব্যক্ত করে বলেন যে, জীবনের শুরুভাগে আমি মদ্যপায়ী পাপাচারী ছিলাম। একদা একটি এতীম শিশুকে দেখে তার প্রতি আমি দয়ার্দ্র হয়ে আপন সন্তানের ন্যায় বরং তদপেক্ষা বেশী তাকে আদর-সোহাগ ও সাহায্য করলাম। অতঃপর একদা আমি স্বপ্নে দেখি—আযাবের ফেরেশতা আমাকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ; এমন সময় সেই এতীম শিশুটি উপস্থিত হয়ে ফেরেশতাকে বাধা

দিয়ে বললো, তাকে ছেড়ে দাও, আমি আল্লাহ্‌র সাথে তার বিষয়ে কথা বলে নিই। কিন্তু আযাবের ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলো। তৎক্ষণাৎ একটি আওয়ায আসলো—"একে ছেড়ে দাও ; সে এতীমের সাহায্য করেছে ; এ সাহায্যের বিনিময়ে আমি তাখে মুক্তি দিলাম।" অতঃপর আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলাম। বস্তুতঃ সেদিন থেকেই আমি এতীমের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া প্রদর্শনে খুবই মনোযোগী হয়ে গেলাম।

আলবী খান্দানের (হযরত ফাতেমার তরফে হযরত আলী (রাযিঃ)র বংশধর) একজন বিত্তশালী লোক কয়েকটি কন্যা-সন্তান রেখে মারা যান। এদের মা-ও ছিলেন আলবী খান্দানের। স্বামীর মৃত্যুতে এ ভদ্র মহিলা এতীম শিশু-সন্তানদের নিয়ে বিপাকে পড়ে গেলেন। অভাব ও দারিদ্রের তাড়নায় সন্তানদের নিয়ে তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। অনাবাদ এক মসজিদে সন্তানদেরকে রেখে রুজির অন্বেষায় শহরের একজন ধনী লোকের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে নিজের বৃত্তান্ত অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি ছিল মুসলমান। কিন্তু মহিলার কথায় সে বিশ্বাস না করে বললো, তোমার এসব দাবী-দাওয়ার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। মহিলা বললেন, আমি অত্র এলাকায় অপরিচিতা একজন মুসাফির স্ত্রীলোক ; আমার পক্ষে সাক্ষী পেশ করা সম্ভব নয়। ফলে লোকটি তাকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করলো না। অতঃপর সে ভদ্র মহিলা একজন মজূসীর (অগ্নিপূজক) নিকট গিয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা বললেন। মজূসী লোকটি তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতায় আগ্রহান্বিত হলেন এবং নিজের এক কন্যাকে পাঠিয়ে মসজিদে অপেক্ষমান শিশুদেরকে আনয়ন করলো। মা ও এতীম শিশুদেরকে সযত্নে আপন গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করে খুব সেবা-যত্ন করতে লাগলো। এদিকে সেই মুসলমান লোকটি অর্ধরাতে স্বপ্ন দেখে—কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন শির মোবারকে হামদ (প্রশংসা)-পতাকা বহন করছেন আর সম্মুখেই তাঁর বৃহৎ একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ। সে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ প্রাসাদটি করা জন্য? তিনি বললেন, একজন মুসলমানের জন্য। লোকটি বললো, আমিও তো একজন আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী মুসলমান। হুযূর বললেন, তুমি যে মুসলমান, এ কথার উপর সাক্ষী আনয়ন কর। লোকটি এ কথা শুনে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভদ্র মহিলার সাথে তার আচরণের কথা শুনালেন। ফলে, তার অন্তরে তীব্র আক্ষেপ ও অনুশোচনার উদ্রেক হলো। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই সে ভদ্র মহিলার তালাশে বের হয়ে গেল। বহু তালাশের পর খোঁজ পেল যে, মজূসী লোকটি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। সে মজূসী লোকটিকে বললো, ভদ্র মহিলাটিকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু সে অস্বীকার করে বললো, আমি কস্মিনকালেও তাঁকে আমার এখান থেকে অন্যত্র দিবো না। কারণ, তাঁর ওসীলায় আমার অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ নসীব হয়েছে। মুসলমান লোকটি বললো, এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। এতেও সে অস্বীকার করলো। অতঃপর তার উপর সে জোর প্রয়োগ করতে চাইলো। তখন মজূসী বলতে লাগলো, তুমি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে নিতে চাচ্ছো, আমি সেজন্যে তোমার অপেক্ষা আরও বেশী হকদার। তুমি স্বপ্নে যে প্রাসাদটি দেখেছো, সেটি আমারই জন্যে তৈরী করা হয়েছে। তুমি আমার উপর মুসলমান হওয়ার গর্ব প্রকাশ কর? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এবং আমার পরিজন সকলেই সেই রাত্রিতে ঘুমানোর পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আমিও সে স্বপ্ন দেখেছি, যা তুমি দেখেছো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আলবী খান্দানের মহিলাটি এবং তার সন্তানরা কি তোমার ঘরে আছে? আমি বলেছি—হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি বলেছেন, এ প্রাসাদটি তোমার এবং তোমার পরিজনের জন্য। অতঃপর সে মুসলমান নিরাশ হয়ে চলে গেল। তখন তোর মনে কি পরিমাণ দুঃখ ও আফসূস যে ছিল তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

অধ্যায় ঃ ৬৮

হারাম খাওয়া

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।" (নিসা ঃ ২৯)

আয়াতখানির বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূদ, জুয়া, ডাকাতি, চুরি, আত্মসাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাস ভঙ্গ, মিথ্যা কসম প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, কোন বিনিময় ছাড়া অর্জিত মালই এখানে উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আয়াতখানি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম কারও কিছু খেতে সংকোচ বোধ করতঃ তা থেকে বিরত থাকতে আরম্ভ করেন। এতে সূরা নূরের এ আয়াতখানি নাযিল হয় ঃ

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ....أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ....أَوْ صَدِيقِكُمْ

"স্বয়ং তোমাদের জন্যেও কোন দোষ নাই যে, তোমরা নিজেদের পিতৃগণের গৃহ হতে কিংবা তোমাদের ভ্রাতৃগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের ভগ্নিগণের গৃহ হতে, কিংবা তোমাদের চাচাদের গৃহ হতে...... অথবা তোমাদের বন্ধুগণের গৃহ হতে। (নূর ঃ ৬১)

এক উক্তি অনুযায়ী প্রথমোক্ত আয়াতখানি দ্বারা 'ভ্রান্ত ও বিকৃতভাবে অনুষ্ঠিত লেন-দেন'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ উক্তির স্বপক্ষে দলীল পেশ

করা হয়েছে যে, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন। আয়াতখানি 'মুহ্কাম' এবং অ-রহিত, অর্থাৎ এর বিধান বলবৎ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বস্তুতঃ এ বিষয়টিও বাতেল পন্থায় খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশ হচ্ছে ঃ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

"অন্যের অধিকারভুক্ত সে সম্পদ হারাম নয়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়।" নিসা ঃ ২৯)

বৈধ উপায়ে অনুষ্ঠিত তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় পক্ষে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময় থাকে। কাজেই তা বাতেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর করয এবং হেবার মধ্যে যদিও দু'দিকে বিনিময় বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তা বিধানগতভাবে তেজারতের ন্যায় বৈধ।

উপরোক্ত আয়াতে বিশেষভাবে 'খাওয়া'র বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে- এর অর্থ এই নয় যে, এ নিষিদ্ধতা শুধু 'খাওয়া'র বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। বরং সাধারণতঃ যেহেতু মানুষ খাওয়ার মাধ্যমেই উপকৃত হয়ে থাকে বেশী, তাই এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এর দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

"যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, অবশ্যই তারা আগুনের দ্বারা আপন উদর পূর্তি করছে।" (নিসা ঃ ১০)

বিভিন্ন হাদীসে হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে চলার জন্য সতর্ক এবং হালাল খাওয়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

"আল্লাহ্ তা'আলা নিজে পাক-পবিত্র এবং পাক-পবিত্র বস্তুই তিনি কবূল করেন।"

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে সে হুকুমই করেছেন, যা আম্বিয়ায়ে কেরামকে করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং নেক আমল কর।" (মুমিনূন ঃ ৫১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা খাও।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭২)

উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে দীর্ঘ সফর করে ক্লান্ত-শ্রান্ত, উস্ক-খুস্ক ও ধূলি-মলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে দো'আ করে— আয় আল্লাহ্! (ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে নিষ্ঠার সাথে খুব দো'আ করে,) কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, লেবাস হারাম; হারামের উপর তার জীবিকা ; এরূপ ব্যক্তির দো'আ আল্লাহ্র কাছে কিরূপে কবূল হতে পারে? অর্থাৎ এরূপ দো'আ কবূল হয় না।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হালাল রুজির অন্বেষা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ত্ববরানী ও বায়হাকী শরীফে আছে ঃ

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ ـ

"ফরয দায়িত্বসমূহের পরপরই হালাল রুজি অন্বেষা ফরয।"

তিরমিযী ও হাকেম রেওয়ায়াত করেন ঃ

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাদ্য খাবে, সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং তার দুরাচার থেকে লোকজন নিরাপদ থাকবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজকাল এরূপ লোক আপনার উম্মতের মধ্যে অনেক রয়েছে। হুযূর বললেন ঃ আমার পরবর্তী যুগসমূহেও থাকবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি কিতাবে 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خُلُقٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ ـ

"তোমার মধ্যে চারটি গুণ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে পার্থিব কোন সম্পদ লাভ না হলেও তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ঃ এক,—আমানতের হেফাজত। দুই,— সত্য বলা। তিন,— সদ্ব্যবহার। চার,— হালাল খাদ্য খাওয়া।"

ত্ববরানী শরীফে আছে, সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য, যার উপার্জন হালাল, যার গোপন ও অপ্রকাশ্য অবস্থাসমূহ সৎ, যার প্রকাশ্য অবস্থাসমূহ পছন্দনীয় এবং যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ। আরও সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আপন ইলম অনুযায়ী আমল করে এবং অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকে। ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হে সা'দ! হালাল খাদ্য খাও—তোমার দো'আ কবূল হবে। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার আয়ত্বাধীনে আমার প্রাণ—একটি লুকমাও যদি কেউ হারাম মাল থেকে পেটে নিক্ষেপ করে, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হয় না। যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে, তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

বাযযার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যার আমানত নাই, তার দ্বীন নাই। তার নামাযও নাই, যাকাতও নাই। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করলো

এবং তা দিয়ে কোর্তা (জামা) বানিয়ে পরিধান করলো, এ কোর্তা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর থেকে সে অপসারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে একদম বেপরোয়া যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তির নামায কবূল করবেন যে হারাম মালের কোর্তা পরিহিত অবস্থায় তা আদায় করেছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দশ দেরহাম দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করলো, এর মধ্যে যদি একটি দেরহামও হারাম থাকে এ পোষাক পরিহিত অবস্থায় তার নামায কবূল হবে না। অতঃপর তিনি দুই কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে বললেন, একথা যদি আমি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট না শুনে থাকি, তবে আমার এ কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে।

বায়হাকী শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল খরিদ করে, সে ক্ষতি এবং গুনাহের মধ্যে চোরের সঙ্গে শরীক হয়ে গেল।

মুসনাদে আহ্‌মদে বর্ণিত হয়েছে, কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন—তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দড়ি হাতে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কেটে পিঠে বোঝা বহন করে জীবিকা উপার্জন করে তা থেকে পানাহার করে, তবে এটা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ও হারাম খাদ্যে মুখ লাগানো থেকে অনেক উত্তম।

ইব্‌নে খুযাইমাহ ও ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি হারাম মাল সঞ্চয় করে তা থেকে সদকা ও দান-খয়রাত করে, তার জন্য কোন সওয়াব নাই, উপরন্তু এ জন্যে আরও (গুনাহের) বোঝা হবে।

ত্ববরানী শরীফে আছে, যে হারাম মাল উপার্জন করে তা দিয়ে (গোলাম খরিদ করে অথবা মুসলমন বন্দীকে) আযাদ করে, এসবকিছু তার জন্য (গুনাহের) বোঝা হবে।

মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে যেরূপ রুজি বন্টন করেছেন, তেমনি আখলাক-চরিত্রও বন্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন না আবার এমন ব্যক্তিকেও দেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। পক্ষান্তরে দ্বীন কেবল ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন, যাকে তিনি ভালবাসেন। আর যাকে

তিনি দ্বীন দান করলেন বুঝে নাও যে, তিনি তাকে পছন্দ করে নিয়েছেন। ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ—বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর ও জিহ্বা মুসলমান না হয়। এমনিভাবে বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ না হয়। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কষ্টদায়ক আচরণ কি? তিনি বললেন, ধোকা এবং জুলুম। যে বান্দা হারাম উপার্জন করে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, এ খরচ কোনদিন কবূল হয় না। আর এ উপার্জিত সম্পদ যে কাজেই ব্যয়িত হবে, তাতে কোন বরকত হয় না। আর হারাম সম্পদ উপার্জন করে যা রেখে যাবে, তা দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে মন্দের দ্বারা মিটান না, বরং মন্দকে মোচন করতে হলে সৎ কাজে ব্যাপৃত হতে হবে। নাপাকী দিয়ে নাপাকী দূর করা যায় না।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী দোযখে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন জিহ্বা ও গোপনাঙ্গ। আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন্ জিনিস মানুষকে বেশী জান্নাতে দাখেল করবে? তিনি বলেছেন, আল্লাহ্-ভীতি (তাকওয়া) এবং সদাচার।

তিরমিযী শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন বান্দাকে চারটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার কদম (জায়গা থেকে) নড়বে না ঃ এক—জীবন কি কাজে শেষ করেছ? দুই—যৌবন কিসে ব্যয় করেছ এবং কোথায় খরচ করেছ? চার-স্বীয় ইলমের উপর কতটুকু আমল করেছ?

বায়হাকী শরীফে আছে, দুনিয়া সজীব-সুন্দর ও অতীব আকর্ষণীয়। যে ব্যক্তি তা হালালভাবে উপার্জন করে হক ও সত্যের পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে সওয়াব দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় উপার্জন করে না-হক ও অন্যায় পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার স্থানে নিক্ষেপ করবেন। আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সম্পদে খেয়ানত করে, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝

"তা (আগুন) যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে, তখনই তাদের জন্য আরও সতেজ করে দিবো।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭)

সহীহ ইব্‌নে হাব্বানে বর্ণিত হয়েছে ঃ শরীরের যে অস্থি-রক্ত হারাম সম্পদে গড়েছে, তা জান্নাতে যাবে না, বরং তা দোযখেরই বেশী উপযুক্ত।

অধ্যায় ঃ ৬৯

সূদের নিষিদ্ধতা

সূদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীস শরীফেও সূদের ব্যাপারে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। বুখারী ও আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের চামড়া ক্ষত করে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী ; এ গর্হিত কাজের পেশাদার, সূদগ্রহীতা এবং সূদদাতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কুকুর ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীর প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইব্‌নে খুযাইমাহ্ ও ইব্‌নে হাব্বান (রহঃ) হযরত আব্দুলাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, সূদ গ্রহীতা, সূদ-দাতা, সূদের সাক্ষী, জ্ঞাতভাবে সূদের চুক্তিপত্রের লেখক, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শরীরের চামড়া ক্ষতকারী ; এ কর্মের পেশাজীবী, যাকাত দানে অবহেলাকারী এবং হিজরত করার পর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হযরত মুহাম্মাদুর্ রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে এরা সকলেই অভিশপ্ত।

হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন, চার প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট ; তাদেরকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না ঃ এক—মদ্যপানে অভ্যস্থ, দুই—সূদখোর, তিন—অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী, চার-পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের সনদ-শর্তে উত্তীর্ণ হাকেমের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে তিয়াত্তরটি পাপের দরজা উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি নিজ মা'কে বিবাহ করার সমতুল্য।

বায়যার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদের মাধ্যমে সত্তরটি পাপের দরজা

উন্মুক্ত হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপটি মার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।

ত্বব্রানী কবীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সূদের মাধ্যমে এক দেরহাম উপার্জন করা মুসলমান অবস্থায় তেত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্যতম।" হাদীসখানির সনদ-পরম্পরায় এন্কেতা' অর্থাৎ এক স্তরে রাভির শূন্যতা রয়েছে। আবার এ হাদীসখানিই ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বগভী প্রমুখ সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে সালামের উক্তি বলে রেওয়ায়াত করেছেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এরূপ বক্তব্যসম্বলিত রেওয়ায়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বক্তব্য হিসাবে পরিগণিত। কেননা সূদের একটি মাত্র দের্হাম উপার্জনের পাপ এতো অধিক সংখ্যক ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম হওয়ার বিষয়টি ওহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম (রাযিঃ) হাদীসখানি সরাসরি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেই রেওয়ায়াত করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৎ-অসৎ সকলকে দাঁড়ানোর অনুমতি দিবেন। কিন্তু সূদখোর লোক এমনভাবে দাঁড়াবে যেমন সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয়।

মুসনাদে আহ্মদ ও ত্বব্রানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "জেনে-শুনে সূদের এক দের্হাম পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে মারাত্মক ও জঘন্যতম।"

যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজে জালেমের সাহায্য করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আশ্রয় থেকে বের হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূদের এক দেরহাম পরিমাণও ভক্ষণ করলো ; সে তেত্রিশ জেনা অপেক্ষাও জঘন্যতম পাপ করলো। শরীরের যে গোশত্ হারাম খাদ্যের দ্বারা পয়দা হলো, তা দোযখে প্রবেশেরই অধিকতর যোগ্য।

ইব্নে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরাইরাহ্

(রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সূদের মধ্যে সত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নতম হচ্ছে, মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

হাকেম (রহঃ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপক্ক হওয়ার আগেই বৃক্ষের উপর রেখে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, যখন কোন জনপদে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

আবূ ইয়ালা হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) সূত্রে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا اِلَّا اَحَلُّوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللّٰهِ.

যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জেনা এবং সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আজাবের উপযুক্ত করে নিলো।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে—

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ وَالسَّنَةُ الْعَامُ الْمُقْحِطُ نَزَلَ فِيْهِ غَيْثٌ اَمْ لَا۔

"যে সম্প্রদায়ের মধ্যে সূদ ব্যাপক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর যাদের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তারা শত্রুর ভয়ে সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে এবং বৃষ্টি হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত থাকে।"

মুসনাদে আহমদ ও ইব্নে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমাকে মেরাজ করানো হয়েছে, আমি যখন সে রাতে সপ্তম আকাশে পৌছি, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি—কেবল বজ্রপাত, বিদুৎ আর ঘোর অন্ধকার। অতঃপর একদল লোকের নিকট গেলাম, তাদের পেট ছিল বিশাল ঘরের ন্যায়। বাহির থেকে এদের পেটের ভিতর সাপ, বিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল। আমি হযরত জিব্রাঈল

(আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সূদখোর। এ হাদীসখানি ইস্‌ফাহানীও রেওয়ায়াত করেছেন। আর মুসনাদে আহমদে বিস্তৃতভাবে এবং ইব্‌নে মাজাহ্ শরীফে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসফাহানী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে রেওয়ায়াত করেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আমি দুনিয়ার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ; এখানে এমন ধরনের লোক ছিল, যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের ন্যায়। এরা ফেরাউনী সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ-পথে থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় এদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হয়। আর তারা বলতে থাকে—আয় রব্ব তা'আলা! কেয়ামত যেন কোনদিন কায়েম না হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সূদখোর লোক। এরা এমনভাবে দাঁড়ায় যেমন শয়তানের স্পর্শে মস্তিষ্ক-বিকৃত লোক।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বে ব্যভিচার, সূদ ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত কাসেম ইব্‌নে ওয়াররাক বলেন ঃ একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে আওফা (রাযিঃ)-কে দেখেছি, তিনি পোদ্দারদের (মুদ্রা-পরীক্ষক) বাজারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বলছেন, হে পোদ্দারগণ! তোমরা সুসংবাদ শ্রবণ কর। তারা বললো, হে আবূ মুহাম্মদ! (হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আওফা'র উপনাম) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন ; আপনি আমাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পোদ্দারদের সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা দোযখের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ত্ববরানী শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা ঐ সকল গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চল, যেগুলো ক্ষমা করা হবে না। যেমন, খিয়ানত করা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তুর খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সেই বস্তু সহকারে তাকে উপস্থিত করা হবে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, সূদ খাওয়া। যে ব্যক্তি সূদ খেলো, সে কিয়ামতের দিন মস্তিষ্ক-বিকৃত উন্মাদের ন্যায়

উত্থিত হবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

"যারা সূদ গ্রহণ করে, তারা সেই অবস্থা ব্যতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায়, যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ্ ঃ ২৭৫)

ইসফাহানীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূদখোর কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় উঠবে এবং তার শরীরের একাংশ টেনে হেঁচড়ে চলবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

"তারা সেই অবস্থা বতীত দাঁড়াবে না যে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দিয়েছে। (বাকারাহ ঃ ২৭৫)

ইব্‌নে মাজাহ্ ও হাকেম (রহঃ) রেওয়ায়াত করেছেন ঃ

مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهٖ اِلٰى قِلَّةٍ

"অর্থের প্রাচুর্যের লক্ষ্যে যে কেউ সূদের লোন-দেন করবে, পরিণামে ঘাটতি ছাড়া কিছু হবে না।"

হাকেম (রহঃ) আরও রেওয়ায়াত করেন ঃ

اَلرِّبَا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُ اِلٰى قُلٍّ .

"সূদ যদিও প্রচুর পরিমাণের হয়, তবু তার শেষ ফল হ্রাসের দিকে।"

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্‌নে মাজাহ (রহঃ) হযরত হাসান (রাযিঃ) সূত্রে

এবং তিনি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .

"এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন সূদ থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারবে না। যদি সরাসরি নাও খায় তবু এর প্রভাব তাকে আক্রমণ করবে।"

'যাওয়ায়িদুল-মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আহমদ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত যে, ঐ সত্তার কসম যার কুদরতের হাতে আমার জীবন, আমার উম্মতের মধ্য হতে এক দল লোক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অবস্থায় দম্ভ-অহংকার ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রাত্র কাটাবে অতঃপর সকালেই তারা বানর ও শূকরের আকৃতি ধারণ করবে। কেননা, তারা হারামকে হালাম মনে করতো, গায়িকা নারীদেরকে আনয়ন করতো, মদ্যপান করতো, সূদ খেতো এবং রেশমী পোষাক পরিধান করতো।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়াত করেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক হবে, যারা পানাহার, খেলাধূলা ও আমোদ-উল্লাসে রাত কাটাবে, কিন্তু পরক্ষণেই সকালে বিকৃত হয়ে বানর ও শূকরের রূপ ধারণ করবে। কেউ কেউ মাটিতে ধ্বসে যাবে, কারও কারও উপর পাথর বর্ষিত হবে। সকালে অন্যান্য লোকেরা বলাবলি করবে—রাতে অমুক লোক মাটিতে পুতে গেছে এবং অমুক বাড়ীটি মাটিতে ধ্বসে গেছে। কোন কোন গোত্র এবং বাড়ীর উপর এমন প্রচণ্ডভাবে পাথর বর্ষিত হবে, যেমন কওমে লূতের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, তারা মদ্যপান করতো, রেশমের বস্ত্র পরিধান করতো, গায়িকা নারী রাখতো, সূদ খেতো এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতো। এখানে আরও একটি অসৎ স্বভাবের কথার উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী সেটা ভুলে গেছেন। হাদীসখানি ইমাম আহমদ (রহঃ)-ও স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৭০

বান্দার হকের বয়ান

বান্দার হকসমূহ কি কি? যখন সাক্ষাত হয় তখন তাকে সালাম করা, সে সালাম করলে তার জওয়াব দেওয়া, দাওয়াত দিলে তা কবূল করা, যখন সে হাঁচি দেয় আর বলে—আল-হামদুলিল্লাহ্ তখন জওয়াবে বলা-ইয়ারহামুকাল্লাহ্, যখন সে অসুস্থ হয় তখন তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, বান্দা কোন বিষয়ে কসম খেলে তাকে কসম পূরণে সহায়তা করা, যখন সে উপদেশ প্রার্থনা করে তখন তাকে উপদেশ প্রদান করা, অসাক্ষাতে তার হিত-কামনা করা (গীবত না করা), নিজের জন্য যা কামনা কর তার জন্যেও তা কামনা করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর তার জন্যেও তা অপছন্দ করা। এসবকিছু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُعِيْنَ مُحْسِنَهُمْ وَاَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمُذْنِبِهِمْ وَاَنْ تَدْعُوَ لِمُدْبِرِهِمْ وَتُحِبَّ تَائِبَهُمْ .

"তোমাদের উপর মুসলমানের প্রতি চারটি হক রয়েছে ঃ এক—সৎ লোকের সাহায্য করবে। দুই—পাপীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিন—বিদায়ীদের জন্য দো'আ করবে। চার—বিদায়ীর স্থলাভিষিক্তের প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (অর্থাৎ তারা পরস্পর পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, পুন্যবান মুসলমানেরা দুর্বলদের জন্য এবং দুর্বল মুসলমানেরা

পুন্যবানদের জন্য দো'আ ও কল্যাণ কামনা করবে। অর্থাৎ দুর্বলরা পুন্যবান-দেরকে দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি পুন্যের যে অংশ দিয়েছ, তাতে তুমি আরও বরকত ও বৃদ্ধি দান কর, এর উপর তাদের দৃঢ় করে দাও এবং আমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দাও। আর পুন্যবানরা দুর্বলদের দেখে দো'আ করবে—হে আল্লাহ্! তাদেরকে হিদায়াত দান কর, তাদের তওবা কবূল কর, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে একটি হক হচ্ছে, মুমিনদের জন্য সে বিষয়টিই পছন্দ করবে, যেটি নিজের জন্যে পছন্দ কর। হযরত নু'মান ইব্‌নে সাবেত (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَدُّدِهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالْحُمَّى وَ السَّهَرِ ـ

"পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে মুমিনদের উদাহরণ হলো, একটি দেহ। যখন দেহের একটি অঙ্গ বেদনাগ্রস্ত হয় তখন সর্বশরীর জ্বর ও রাত-জাগরণের মাধ্যমে পীড়িত হয়।"

হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

"মুমিন মুমিনের জন্য একটি ইমারত সদৃশ। যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করছে।"

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরেকটি হক হচ্ছে, কোন মুসলমানকে কথায় বা কাজে কষ্ট না দেওয়া। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

"প্রকৃত মুসলমান সে যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে আমলের ফাযায়েল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَدَعِ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

"তুমি যদি এসব কল্যাণে সমর্থ না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে মানুষের ক্ষতি করা থেকে নিজকে বাঁচাও। কেননা, এটাও একটা সদকা (পুন্যের কাজ) যা তুমি নিজের উপর করলে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমরা কি জান, সত্যিকার মুসলমান কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। তিনি বললেন, সত্যিকার মুসলমান সে, যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যিকার মুমিন কে? হুযূর বললেন, সত্যিকার মুমিন সে, যার অনিষ্ট থেকে মুমিনদের জান-মাল নিরাপদ থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরও জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিকার মুহাজির কে? তিনি বললেন, যে মন্দ কাজ পরিহার করে এবং তা বেছে চলে।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলাম কি? তিনি বলেছেন ঃ

أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ وَ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ

"তোমার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্‌র সোপর্দ করা এবং মুসলমানগণ তোমার কথা ও কাজের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকা।"

মুজাহিদ বলেন, দোযখীদেরকে খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত করা হবে। তারা এতো অধিক মাত্রায় চুলকাবে যে তাদের শরীরের চামড়া ও মাংস পৃথক হয়ে হাড্ডি ভেসে উঠবে। অতঃপর আওয়াজ আসবে ; এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—ওহে! তোমাদের কি কষ্ট হয়? তারা বল্‌বে ঃ হ্যাঁ। তখন বলা হবে, এ হচ্ছে তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল যে, তোমরা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে কষ্ট দিতে।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি দেখেছি— বেহেশতের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষের উপর দোলায়মান রয়েছে। বৃক্ষটির কারণে চলার পথে মুসলমানদের কষ্ট হতো। লোকটি তা কেটে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটা কিছু শিক্ষা দেন, যা দিয়ে আমি উপকৃত হতে পারি। হুযূর বল্‌লেন, মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা পাথর ইত্যাদি) সরিয়ে রাখ। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا يُؤْذِيْهِمْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ حَسَنَةً وَمَنْ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ حَسَنَةً اَوْجَبَ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ

"মুসলমানদেরকে চলার পথে কষ্ট দেয় এমন কোন জিনিস যে ব্যক্তি তাদের পথ থেকে সরিয়ে রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় নেকী লিখবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য নেকী লিখলেন, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُشِيْرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ.

"কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয় যে, সে অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন কোন ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে তার কষ্ট হয়।"

অপর এক হাদীসে বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

"কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে অপর মুসলমানকে ভয় দেখাবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ اَذَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না যে, কেউ মুমিনদেরকে কষ্ট দিবে।"

রবী' ইব্‌নে খায়সাম (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ দুই প্রকারে বিভক্ত ঃ মুমিন; তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আর মূর্খ-জাহেল ; তাদের সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করো না।

বান্দার হকসমূহের মধ্যে আরও একটি হক হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানের সাথে বিনয়-বিনম্র আচরণ করা ; কারও সাথে দম্ভ-অহমিকায় প্রবৃত্ত না হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক ও অহংকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনম্র স্বভাব অবলম্বন কর এবং সেজন্যে এতো অধিক মাত্রায় প্রচেষ্টা চালাও যে, একজনও যেন দম্ভ-অহংকার না করে। তারপরেও যদি কেউ দম্ভ-অহংকার করে, তবে এ অহংকারে তোমরা ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

"আপনি বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয়, তা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের থেকে একদিকে সরে থাকুন। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

হযরত আবূ আউফা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের সাথে নম্র ও অমায়িক ব্যবহার করতেন, বিধবা মহিলা কিংবা দরিদ্র-মিসকীনেরও কোন অভাব দূরীকরণ বা সমস্যা সমাধানের জন্য সাথে চলতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে কারও কথা না শুনা এবং একের কথা অপরের কাছে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) না পৌছানো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

খলীল ইব্‌নে আহমদ (রহঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার নিকট অন্যের চুগলী করলো ; জেনে রাখ—সে ব্যক্তি অন্যের কাছেও তোমার চুগলী করবে। তোমার কাছে অন্যের ক্ষতির কথা যে পৌছাতে পারলো, সে অন্যের কাছে তোমার ক্ষতির কথা পৌছাতে বিরত থাকবে না।"

বান্দার আরেকটি হক হচ্ছে, রাগান্বিত হয়ে পরিচিত কারও থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখো না।

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ـ

"কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তার অপর কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখবে ; সাক্ষাৎ হলেও এড়িয়ে চলবে। এ দু'জনের মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র কাছে শ্রেষ্ঠ যে বিচ্ছেদ-ভাব ভঙ্গ করে প্রথমে অপরকে সালাম করে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ اَقَالَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"যে ব্যক্তি মুসলমানের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।"

হযরত ইকরিমাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি, এর কারণ হচ্ছে, আপনি আপনার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهٖ قَطُّ اِلَّا اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ ـ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কোনদিন কারো থেকে প্রতিশোধ নেন নাই। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার বিধান লংঘন করা হলে, তিনি সেজন্যে শাস্তি দিয়েছেন।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন, "যদি কেউ কারও অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এই ক্ষমাকারীকে ক্ষমা করে দিবেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "দানে ধন কমে না, ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারীর সম্মান বৃদ্ধি করেন ; আল্লাহ্‌র জন্য যে নত (বা বিনম্র) হয় তিনি তাকে উন্নত করেন।

অধ্যায় ঃ ৭১

প্রবৃত্তির অনুসরণের জঘন্যতা ও যুহ্দের বয়ান

[যুহ্দ ঃ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও ঘৃণা]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ্ তাকে (সত্য উপলবিদ্ধ করার) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযি) বলেছেন ঃ উপরোক্ত আয়াতে কাফের ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা ও দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই নিজের জন্য একটি মনগড়া ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ডাকে, সেদিকেই সে সাড়া দেয়। আল্লাহ্র কুরআন ও হুকুম-আহ্কামের কোন পরোয়াই সে করে না। এক কথায়—সে নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব অবলম্বন করে নিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

"আপনি তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেন না।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৮)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

"আপনি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা, তা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।" (ছোয়াদ ঃ ২৬)

প্রবৃত্তির এহেন জঘন্যতার কারণেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে দো'আ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَوًى مُطَاعٍ وَشُحٍّ مُتَّبَعٍ

"হে আল্লাহ্! আমি রিপুর তাড়না, কার্পণ্য ও লোভ-লালসা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُطَاعٌ وَشُحٌّ مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

"তিনটি ব্যাধি ধ্বংসাত্মক— রিপুর তাড়না, লোভ-লালসা এবং খোদ-পছন্দী বা আত্মপ্রশংসা।"

বস্তুতঃ প্রতিটি গুনাহ্ই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর এ অনুসরণই মানুষকে দোযখের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাঁচার তওফীক দিন।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্টি সত্য ও সঠিক, তা যদি তুমি নির্ণয় করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হও, তবে দেখ—কোন্ বিষয়টি তোমার প্রবৃত্তির চাহিদার বেশী নিকটবর্তী। যে বিষয়টি বেশী নিকটবর্তী সেটি তুমি ছেড়ে দাও। কারণ এটিই ভুল ও পরিত্যাজ্য। এরূপ অর্থেই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا حَالَ أَمْرُكَ فِيْ مَعْنَيَيْنِ
وَلَمْ تَدْرِ حَيْثُ الْخَطَا وَالصَّوَابُ

"যখন দু'বিষয়ের যে কোন একটির সত্যাসত্যে তুমি দ্বিধায় পতিত হও এবং ভুল-সঠিক নির্ণয় করতে না পার,

فَخَالِفْ هَوَاكَ فَاِنَّ الْهَوٰى
يَقُوْدُ النُّفُوْسَ اِلٰى مَا يُعَابُ.

"তখন তুমি তোমার কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা কর, কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে মন্দ ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, "তুমি দু' বিষয়ের দ্বিধায় পতিত হলে, অধিক আকর্ষণীয়টি ছেড়ে দাও আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয়টি গ্রহণ করে নাও।" এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, সহজ বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হয় বেশী আর কঠিন ও কষ্টকর বিষয় থেকে প্রবৃত্তি দূরে সরে থাকতে চায়।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তোমরা এসব নফস ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। বস্তুতঃ এরাই বাতেল ও মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। হক ও সত্য বাহ্যতঃ ভারী হয়, বাতেল ও মন্দ কাজ বাহ্যতঃ সহজ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অসহনীয় মহা ক্ষতির কারণ হয়। গুনাহ পরিত্যাগ করা তওবা কবূল করানো অপেক্ষা সহজ। দু' একটা কামাতুর দৃষ্টি কিংবা মুহূর্তকালের মোহ-বিলাস কি স্বাদ-আস্বাদন দীর্ঘকালের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হয়।

হযরত লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে অতি মূল্যবান নসীহত করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমি তোমাকে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি থেকে ভয় দেখাচ্ছি এবং হুঁশিয়ার করছি যে, মানুষ মাত্রেরই নফস ও প্রবৃত্তি রয়েছে এবং তার প্রচুর খাহেশ ও চাহিদা রয়েছে। তুমি যদি তার চাহিদা মুতাবেক খোরাক দাও, তাহলে সে তোমার সাথে অবাধ্যতা শুরু করবে ; উপরন্তু সে তোমার কাছে আরও দাবী করবে। কেননা, মানুষের অন্তরাত্মায় নফস এমনভাবে লুক্কায়িত রয়েছে, যেমন পাথরের মধ্যে আগুন। পাথরের উপর আঘাত করলে তা জ্বলে উঠে ; আগুনের হলকা বের হয়। আর যদি আঘাত না করে এমনিতেই রাখা হয়, তবে আগুন সুপ্ত ও লুক্কায়িত থাকে। জনৈক আরবী কবি তাই বলেছেন ঃ

اِذَا مَا اَجَبْتَ النَّفْسَ فِىْ كُلِّ دَعْوَةٍ
دَعَتْكَ اِلَى الْاَمْرِ الْقَبِيْحِ الْمُحَرَّمِ

"তুমি নফসের প্রতিটি আহ্বানে যদি সাড়া দাও, তবে তোমাকে সে মারাত্মক হারাম এবং জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজের দিকে আহ্বান করবে।"

اِذَا اَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَوٰى قَادَكَ الْهَوٰى
اِلٰى كُلِّ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ

"মনের সাধ-অভিলাষ ও রিপুর বিরোধিতা যদি তুমি না কর, তবে এই রিপু তোমাকে এমন এমন অন্যায়-অশ্লীল কর্মের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যার ফলে তোমার উপর আপত্তি উঠবে।"

وَاعْلَمْ بِاَنَّكَ لَنْ تَسُوْدَ وَلَنْ تَرٰى
طُرُقَ الرَّشَادِ اِذَا اتَّبَعْتَ هَوَاكَ

"এ কথা মনের গহীনে গেঁথে নাও যে, প্রবৃত্তির অনুসরণে যদি তুমি মত্ত থাক, তাহলে কস্মিনকালেও নেতৃত্বের ধারে-কাছেও তুমি যেতে পারবে না এবং হেদায়াতের সুপথেও চলতে পারবে না।"

اِذَا شِئْتَ اِتْيَانَ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا
وَنَيْلَ الَّذِىْ تَرْجُوْهُ مِنْ رَحْمَةِ الرَّبِّ

"সৎ গুণাবলীর সমন্বয় তোমার মধ্যে হোক এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে তুমি ধন্য হও—এ যদি চাও,

فَخَالِفْ هَوَى النَّفْسِ الْمُسِيْئَةِ اِنَّهٗ

لأعدى وأردى من هوى الحب

"তাহলে এ বিভৎস নফসের বিরোধিতা অবশ্যই কর। কেননা এ নফস তোমার জন্যে ভালবাসা ও প্রেমের চাইতেও বেশী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক

هما سببا حتف الهوى غير ان في
هوى الحب مهما عف بعدا عن الذنب

"এ উভয়বিধ নফসের মৃত্যু হলো, এর বিরোধিতা। অবশ্য নফসের মৃত্যুর জন্য বিরোধিতার পর পাপাচার পরিহার ও সততারও প্রয়োজন রয়েছে।"

وجل المعاصى في هوى النفس فاعتمد
خلاف الذى تهواه ان كنت ذا لب

"প্রবৃত্তির অনুসরণ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করণের মধ্যে বড় বড় গুনাহ্ ও পাপাচার নিহিত রয়েছে। সুতরাং তুমি যদি বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হয়ে থাক, তবে গোড়াতেই তা পরিত্যাগ কর।"

انارة العقل مكسوف بطوع هوى
وعقل عاصى الهوى يزداد تنويرا

"প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই মানুষের আকল-বুদ্ধি নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। আর যারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে চলে, তাদের আকল হয় তীক্ষ্ণ ধারালো।"

لقد ترفع الايام من كان جاهلا
ويردى الهوى ذا الرأي وهو لبيب

"সমাজ ও পরিবেশ মূর্খ লোকদেরকেও সম্মান দিতে জানে, কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসারী বিদগ্ধ ও বুদ্ধিজীবীকে সে ধ্বংস করে দেয়।"

وقد تحمد الناس الفتى وهو مخطئ
ويعذل في الاحسان وهو مصيب

"এমনও হয় যে, কেউ ভ্রান্ত কাজ করেও লোকের প্রশংসা পায়, আবার কেউ সঠিক কাজ করেও মানুষের ভর্ৎসনার পাত্র হয়। (আর তা কেবল প্রবৃত্তির অনুসরণেরই ফল।)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

خلق الله العقل وقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فقال وعزتي وجلالي لا ركبتك الا في احب الخلق الي و خلق الحمق فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فقال وعزتي وجلالي لا ركبتك الا في ابغض الخلق الي...

"আল্লাহ্ তা'আলা আকল-বুদ্ধিকে সৃষ্টি করে বলেছেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হয়েছে। আবার বলেছেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরেছে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোর দ্বারা কেবল তাদেরকেই ধন্য করবো, যাদের আমি ভালবাসি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীকে সৃষ্টি করে বললেন, অগ্রসর হও। সে অগ্রসর হলো। আবার বললেন, পিছনে হট। সে পিছনে সরলো। এবার আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার ইয্যত ও পরাক্রমশীলতার কসম, আমি তোকে নিকৃষ্টতম লোকদের উপর সওয়ার করিয়ে দিবো।"

(তিরমিযী)

জনৈক আরবী কবির ভাষায় ঃ

وَقَدْ اَصَابَ رَأْيُهُ عَيْنَ الصَّوَابِ

مَنِ اسْتَشَارَ عَقْلَهُ فِي كُلِّ بَابِ

"যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে বিবেকের পরামর্শ নেয়, সে অবশ্যই লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে সক্ষম হয়।"

وَقَدْ رَاٰى اَنَّ الْهَوٰى مَهْمَا يُجِبْ

يَدْعُوْ اِلٰى سُوْءِ الْعَوَاقِبِ وَالْعِقَابِ

"জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির চোখে একথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে, যখনই কাম-প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়েছে, তখনই কোনো না কোনো অঘটন ঘটেছে এবং মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।"

اِذَا شِئْتَ اَنْ تَحْظٰى وَاَنْ تَبْلُغَ الْمُنٰى

فَلَا تُسْعِدِ النَّفْسَ الْمُطِيْعَةَ لِلْهَوٰى

"তুমি যদি সফল জীবন যাপন করে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছুতে চাও, তবে বল্গাহীন ও স্বেচ্ছাচারী এ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

وَخَالِفْ بِهَا عَنْ مُقْتَضٰى شَهَوَاتِهَا

وَاِيَّاكَ اَنْ تَحْفِلَ بِمَنْ ضَلَّ اَوْ غَوٰى

"বরং প্রবৃত্তির সাধ-অভিলাষ ও কামনা-বাসনার কঠোর বিরোধিতা কর এবং ভ্রষ্ট-উদ্‌ভ্রান্ত ও আত্মম্ভরী লোকদের সংশ্রব থেকে আত্মরক্ষা করে চল।"

وَدَعْهَا وَمَا تَدْعُوْ اِلَيْهِ فَاِنَّهَا

لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ مِنْ هَمٍّ اَوْ هُدٰى

"ছেড়ে দাও নফস এবং নফসের কাংখিত বিষয়। কেননা সে তো আগ্রহী অসাবধানদেরকে মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।"

لَعَلَّكَ اَنْ تَنْجُوْ مِنَ النَّارِ اِنَّهَا

لَقَاطِعَةُ الْاَمْعَاءِ نَزَّاعَةُ الشَّوٰى

"এসব সাধনার ফলশ্রুতিতে তুমি দোযখের অগ্নি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে দোযখাগ্নি এমন জ্বলন্ত হলকা যা নাড়িভুড়ি কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে এবং শরীরের চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।"

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, "কুপ্রবৃত্তি এমন একটি নিকৃষ্ট বাহন, যা তোমাকে ঘোর অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে, এমন চারণভূমি ও তাঁবু যা তোমাকে যন্ত্রণা ও ভোগান্তির আসনে বসাবে। অতএব, হুঁশিয়ার থাকতে হবে সে যেন তোমাকে নিকৃষ্ট ও মন্দ বাহনে আরোহন করিয়ে পাপ-পঙ্কিলতার আবাসে পৌছিয়ে না দেয়।"

জনৈক ব্যক্তিকে বলা হয়েছিল—তুমি যদি বিয়ে করে নিতে, তাহলে কতই না ভাল হতো! জবাবে সে বলেছে, আমি যদি আমার নফস ও প্রবৃত্তিকে তালাক দিতে সক্ষম হতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! অতঃপর সে এ পংক্তিটি পাঠ করলো ঃ

تَجَرَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَاِنَّكَ اِنَّمَا

سَقَطْتَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنْتَ مُجَرَّدٌ

"দুনিয়া থেকে পৃথক থাক। কেননা, দুনিয়াতে প্রথম যখন তুমি এসেছ, তখন একেবারে সবকিছু থেকেই শূন্য ছিলে।"

বস্তুতঃ দুনিয়া হচ্ছে নিদ্রা, আখেরাত হচ্ছে জাগ্রতবস্থা, এ দুইয়ের মাঝখানে মউত। আর আমরা মিথ্যা স্বপ্নের মাঝখানে বিভোর হয়ে পড়ে রয়েছি। যে ব্যক্তি কামাতুর দৃষ্টিতে দেখবে, সে ব্যাকুলতা অস্থিরতা ও বিব্রত বোধ করবে,

যে প্রবৃত্তির কাছে সমাধান চাইবে, সে নিজের উপর জুলুম করবে আর যে দীর্ঘ আশা পোষণ করবে সে চূড়ান্তে পৌঁছুতে পারবে না। বস্তুতঃ মানুষের দীর্ঘ আশার কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে আদেশ করছি প্রবৃত্তির সাথে তুমি জেহাদ কর। কেননা, প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজের উৎস ; সৎ কাজের শত্রু। বস্তুতঃ রিপুতাড়িত প্রতিটি কাজই তোমার শত্রু। অনেক পাপাচারকে তোমার সামনে সে নেকী এবং সৎকাজের রূপ দিয়ে ধরে তোলে। এসব থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে পূর্ণ সতর্কতার সাথে দৃষ্টি রাখতে হবে ; অবহেলা মোটেই করা যাবে না। সততা অবলম্বন কর। মিথ্যাচার পরিহার কর। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার কর। অস্বীকৃতি ত্যাগ কর। ধৈর্য ধর। অধৈর্য পরিহার কর। নিয়ত সহীহ্ কর। নিয়ত খারাপ করে নিজের আমল বরবাদ করোনা। আয় আল্লাহ্! আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে নফসের তাবেদারী হতে রক্ষা কর। দুনিয়ার মোহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত রেখে আমাদেরকে আখেরাত থেকে বিমুখ করো না। সব সময় তোমার যিকরে মগ্ন রাখ, তোমার শোকরগুযার বান্দা হওয়ার তওফীক দাও।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম দ্বীনদারী। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, নেক আমলের সর্দার হচ্ছে তাকওয়া।

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ

"তুমি মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে যাও (অর্থাৎ পাপকর্ম থেকে বেঁচে চল), তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদতগুযার বলে গণ্য হবে। অল্পে তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শোকর-গুযার বলে গণ্য হবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَرَعٌ يَصُدُّهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِذَا خَلَا لَمْ يَعْبَأِ

اللّٰهُ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ -

"আল্লাহ্‌র ভয় যাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত না রাখে, নির্জন একাকীত্বে সে আল্লাহ্‌র সর্বজ্ঞতা ছেফাতেরও পরওয়া করবে না।" (অর্থাৎ 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ-সর্বজ্ঞানী' এ কথার বিশ্বাস তাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরাবে না।)

হযরত ইবরাহীম আদহম (রহঃ) বলেন, 'যুহ্‌দ' অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাসে অনাসক্তির তিনটি পর্যায় রয়েছে ঃ এক—ফরয পর্যায় ; অর্থাৎ হারাম কাজসমূহ থেকে বেঁচে চলা। দুই—নিরাপদ পর্যায় ; অর্থাৎ সন্দেহজনক কার্যসমূহ পরিহার করে চলা। তিন—ফযীলতের পর্যায় ; অর্থাৎ হালাল ক্ষেত্রসমূহেও বেঁছে বেঁছে চলা। বস্তুতঃ এটা 'যুহ্‌দে'র চমৎকার ব্যাখ্যা।

হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন, 'যুহ্‌দ' মূলতঃ যুহ্‌দকে গোপন রাখারই নাম। যাহেদ (যুহ্‌দ অবলম্বনকারী ব্যক্তি) যখন লোকদের থেকে পলায়ন করে, তখন তোমরা তাকে তালাশ কর (এবং তার আদর্শ গ্রহণ কর) আর যদি সে লোকদেরকে তালাশ করে, তবে তোমরা তার থেকে দূরে পলায়ন কর।"

আরবী কবির ভাষায় ঃ

اِنِّيْ وَجَدْتُ فَلَا تَظُنُّنَّ غَيْرَهٗ

اِنَّ التَّوَرُّعَ عِنْدَ هٰذَا الدِّرْهَمِ

"আমি প্রকৃত তথ্য পেয়ে গেছি ; বাস্তব সত্য এছাড়া আর কোনটাই নয় যে, প্রকৃত যুহ্‌দ ও পরহেযগারী এই দেরহাম-দীনার ও টাকা-পয়সার মধ্যেই রয়েছে।

فَاِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهٗ

فَاعْلَمْ بِاَنَّ تُقَاكَ تَقْوَى الْمُسْلِمِ

"তোমার ক্ষমতা ও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি তা পরিত্যাগ করতে পার, তাহলে বুঝে নাও—একজন সত্যিকার মুসলিমের তাকওয়া-পরহেযগারী তোমার মধ্যে আছে।"

যাহেদ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি হতে পারে না, যার থেকে দুনিয়া মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; অতঃপর সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করে। বরং প্রকৃত যাহেদ সে-ই, যার কাছে দুনিয়া প্রাচুর্য সহকারে আসে, এতদসত্ত্বেও সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এ থেকে পলায়নপর হওয়াকেই সে প্রাধান্য দেয়। যেমন আবূ তাম্মাম বলেছেন ঃ

إِذِ الْمَرْءُ لَمْ يَزْهَدْ وَقَدْ صُبِغَتْ لَهُ
بِعُصْفُرِهَا الدُّنْيَا فَلَيْسَ بِزَاهِدٍ

"যুহ্দ অবলম্বনকারী ব্যক্তির মধ্যে যদি দুনিয়ার রঙ পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে সে প্রকৃত যাহেদ নয়।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, দুনিয়ার জীবনে আমরা যুহ্দ অবলম্বন কেন করবো না? যখন দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর আয়ুস্কাল, এর হিত-কল্যাণ এবং এর স্বচ্ছতা সবই ভেজালপূর্ণ ; এর নিরাপত্তাও ধোকাপূর্ণ। এ দুনিয়া যদি কারও লাভ হয়, তবে তাকে আহত করে, আর যদি কারও থেকে বিদায় নেয়, তবে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

আরবী কবি বলেছেন ঃ

تَبًّا لِطَالِبِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا
كَأَنَّمَا هِيَ فِي تَصْرِيفِهَا حُلُمٌ

"ধ্বংস দুনিয়া-প্রার্থীর জন্য। বস্তুতঃ দুনিয়ার কোনই স্থায়িত্ব নাই। এর আবর্তন-বিবর্তন সবই স্বপ্ন বৈ কিছু নয়।"

صَفَائُهَا كَدِرٌ سَرَاؤُهَا ضَرَرٌ

أَمَانُهَا غَرَرٌ أَنْوَارُهَا ظُلَمٌ

"এর স্বচ্ছতা ময়লাযুক্ত, এর আনন্দ দুঃখবহ, এর নিরাপত্তা ধোকাপূর্ণ, এর আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

شَبَابُهَا هَرَمٌ رَاحَاتُهَا سُقْمٌ
لَذَّاتُهَا نَدَمٌ وِجْدَانُهَا عَدَمٌ

"এর যৌবন বার্দ্ধক্য, এর আরাম ও সুস্থতা রোগ-পীড়া ও অশান্তি, এর স্বাদ অপমান এবং একে পাওয়া মানে বঞ্চিত হওয়া।"

فَخَلِّ عَنْهَا وَلَا تَرْكَنْ لِزَهْرَتِهَا
فَإِنَّهَا نِعَمٌ فِي طَيِّهَا نِقَمٌ

"অতএব, দুনিয়াকে পরিত্যাগ কর, এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কেননা এ নেয়ামত ও ধন-দৌলতের পরতে পরতে কঠোর শাস্তি লুক্কায়িত রয়েছে।"

وَاعْمَلْ لِدَارِ نَعِيمٍ لَا نَفَادَ لَهَا
وَلَا يُخَافُ بِهَا مَوْتٌ وَلَا هَرَمٌ

"প্রকৃত নেয়ামত ও দৌলতের স্থায়ী আবাস সেই আখেরাতের জন্যে কাজ করে যাও, যার কোন লয় নাই ক্ষয় নাই ; সেখানে মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যেরও কোন আশংকা নাই।

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌নে মু'আয (রহঃ)-এর উপদেশ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি তোমার দৃষ্টিপাত হবে শিক্ষা হাসিলের জন্য। স্বেচ্ছায় তুমি যতটুকু না হলে না হয়, ততটুকু উপার্জন কর এবং অতি দ্রুত আখেরাতের অন্বেষায় অগ্রসর হয়ে চলো।

অধ্যায় ঃ ৭২

জান্নাতের বিশদ বর্ণনা ও জান্নাতবাসীদের মান-মর্যাদা

ওহে আধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী সত্য পথের পথিক! এ কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, ইতিপূর্বে যে আবাসস্থল তথা জাহান্নামের ভীষণ আযাব ও সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে অপর একটি আবাসও (জান্নাত) রয়েছে। এ আবাসের অফুরন্ত সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও নাজ-নেয়ামতের প্রতিও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও। কেননা, যে ব্যক্তি উক্ত আবাসদ্বয়ের যে কোন একটি হতে দূর হবে, সে অবশ্যম্ভাবীভাবে অপরটির অধিবাসী হবে। কাজেই দোযখের ভয়াবহ ও মারাত্মক অবস্থাদি এবং ঘটনাবলীর উপর দীর্ঘ চিন্তা ও ধ্যান করে আপন অন্তঃকরণে এর ভীতি ও ত্রাস জাগরুক করে রাখ। পক্ষান্তরে, জান্নাতের প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী পুরস্কার ও নাজ-নেয়ামতের বিষয় দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে আপন হৃদয়-মনে এর প্রতি আকর্ষণ ও আশা সৃষ্টি করে রাখ। ভীতির চাবুক প্রয়োগ করে নিজকে সম্মুখপানে অগ্রসর করে চল। আশা-ভরসার সুনিয়ন্ত্রিত লাগাম ধরে সঠিক পথে বেগবান থাক। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তুমি এক বিশাল জগতের পুরস্কারে ভূষিত হবে ; সেই সাথে জাহান্নামের কঠিন ও মর্মন্তুদ শাস্তি থেকেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।

এতদপ্রসঙ্গে জান্নাতবাসীদের পরম সুখময় জীবনের উপরও একটু দৃষ্টিপাত করে নাও—উজ্জ্বল, সজীব ও দীপ্তিমান হবে তাদের মুখমণ্ডল। সিলমোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে তাদের। চকচকে শ্বেত বর্ণের মোতি নির্মিত তাঁবুর ভিতর রক্তিম হীরকের সিংহাসনে আসন দেওয়া হবে। এর ভিতর সবুজ বর্ণের কারুকার্য-খচিত শয্যা থাকবে। পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। তা' নহরের পার্শ্বে স্থাপন করা হবে। মধু ও শরাবে ভরপুর হবে নহর। গোলাম-বালক ও খাদেমগণ সদা উপস্থিত থাকবে। শোভা

ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা উত্তম স্বভাবসম্পন্না বেহেশতী হূর রূপসীগণ ; যেন তারা ইয়াকুত ও প্রবাল-রত্ন। তাদেরকে পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, আর না কোন জ্বিন। তারা জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে চলাচল করবে। বিলাসভরে যখন তারা চলে তখন তাদের প্রত্যেককে সত্তর হাজার ফেরেশতা স্কন্ধে আলিঙ্গন করে নেয়। তাদের দেহাবয়বে শ্বেত বর্ণের চকচকে রেশমের পোষাক থাকবে। যা দেখলে নয়ন ঝলসে যায়। তাদের মস্তকোপরি মুক্তা ও প্রবাল-রত্নখচিত মুকুট থাকবে। মনোলোভা অভিমান, সুন্দর স্বভাব ও অপরূপ লাবণ্যে সুশোভিত থাকবে। কাজল-মাখা চোখ, মন-মাতানো সুগন্ধময় দেহ। বার্দ্ধক্য ও অভাব কোনদিন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। ইয়াকূত নির্মিত প্রাসাদে সুদর্শন তাঁবুর ভিতর সুরক্ষিত অবস্থায় তারা বসবাস করবে। এ সকল প্রাসাদ জান্নাতের উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে। বেহেশতী হূরগণ হবে আনত দৃষ্টিসম্পন্না। তাদের ও জান্নাতবাসীগণের সম্মুখে আব-খোরা ও পান-পাত্র এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শুভ্র বর্ণের তরল শরাবে পরিপূর্ণ পেয়ালাসমূহ পরিবেশিত হবে। তাদের আশে-পাশে লুক্কায়িত-সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় বালকগণ ঘুরে বেড়াবে। এ হবে তাদের পুরস্কার আমলের বিনিময়ে ; যা দুনিয়াতে তারা করেছে। তারা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহের মধ্যে এক উত্তম স্থানে সর্বশক্তিমান বাদশাহের সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। এইখানেই তারা বিশ্বপ্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের মুখমণ্ডলে বেহেশতের সুখ চমকাতে থাকবে। কোনরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে স্পর্শ করবে না বরং তারা পরম সম্মানিত বান্দা। তারা আপন প্রভুর নিকট হতে নানাবিধ উপঢৌকন পেতে থাকবে। সর্বদা তারা যা-ই চাবে, তা-ই পাবে। তথায় তাদের থাকবে না কোন ভয় বা দুঃখ ক্লেশ। তারা থাকবে মৃত্যু থেকে নিরাপদ সুখ-সম্পদের ভিতর। তারা বেহেশতী খাদ্য আহার করবে আর পান করবে বেহেশতী নহর থেকে অপরিবর্তনীয় স্বাদসম্পন্ন দুধ, সুস্বাদু সুরা, পরিশোধিত মধু। বেহেশতের যমীন রৌপ্যের। সুরকী প্রবাল-রত্নের। মাটি মুশকের। উদ্ভিদ জাফরানের। সুগন্ধময় ফুলের রস মেঘমালা হতে তাদের উপর বর্ষিত হবে। বেহেশতের টিলা হবে কর্পূরের। ইয়াকূত ও প্রবাল-রত্নখচিত রৌপ্যনির্মিত পেয়ালা হবে। সিল-মোহরযুক্ত বন্ধমুখ পেয়ালায় সালসাবীল

মিশ্রিত সুমিষ্ট পানীয় থাকবে। এর স্বচ্ছতার দরুন চতুর্দিকে জ্যোতি চমকাতে থাকবে। সূক্ষ্মতা ও রক্তিম বর্ণের দরুন পশ্চাৎ ভাগ থেকে পানীয় দেখা যাবে। কোন মানুষ তা প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। এর নির্মাণকার্যে কোনরূপ ত্রুটি থাকবে না। তা এমন খাদেমের হাতে থাকবে যার মুখশ্রী সূর্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ; বরং তার লাবণ্য, শ্রী, ভ্রুকুটি ও কেশ কাঞ্চনের নিকট সূর্যরশ্মিরও তুলনা হয় না।

অতীব বিস্ময়কর বিষয় যে, যে ব্যক্তি এই অতুলনীয় বেহেশত-আগারের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে ; আরও বিশ্বাস রাখে যে, এর অধিবাসীদের মৃত্যু হবে না, চিরস্থায়ী বসবাস হবে এতে, তাদের কোন বিপদ-আপদ হবে না, কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কোন পরিবর্তন-বিবর্তন হবে না, সে কিরূপে (ক্ষণস্থায়ী জগতের) এই আবাসের প্রতি ভালবাসা স্থাপন করে, যা ধ্বংস হয়ে খান্‌খান্‌ হয়ে যাওয়ার হুকুম রয়েছে আল্লাহ্‌র। কি করে সে এহেন নিকৃষ্ট ও ধ্বংসশীল আবাসের বসবাসে সন্তুষ্ট থাকে! আল্লাহ্‌র কসম! বেহেশ্‌তে যদি শুধুমাত্র, শরীরের সুস্থতা আর মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতির নেয়ামতটুকুই থাকতো, তবুও এই বেহেশত লাভের বিনিময়ে সামান্যতম সাধ-অভিলাষের প্রাধান্য পাওয়া তো দূরের কথা গোটা দুনিয়াটাই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অথচ বেহেশতের অধিবাসীগণ রাজন্যবর্গের ন্যায় নানাবিধ সুখ-সম্ভোগের মধ্যে নিরাপদ থাকবে। তারা যা-ই চাবে, তা-ই পাবে। তারা প্রত্যহ আরশের নিকটবর্তী থাকবে, মহান আল্লাহ্‌র দীদারে মত্ত থাকবে। এই দীদারে তারা এমন সুখ উপভোগ করবে, যার তুলনায় বেহেশতের যাবতীয় সম্পদ অতি নগন্য। চিরস্থায়ীভাবে এই নেয়ামত তারা ভোগ করবে ; এখানে বসবাস করবে। এই সুখ ও আনন্দ লোপ পাওয়ার বা কেউ তা ছিনিয়ে নেওয়ার কোনই আশংকা থাকবে না।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

يُنَادِيْ مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا

اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا

فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَيْأَسُوْا اَبَدًا

"জান্নাতবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেদিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের কাংক্ষিত সেই মুহূর্ত এসে গেছে। এখন থেকে তোমরা কেবল সুস্থই থাকবে ; কোনদিন পীড়িত হবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; কোনদিন তোমাদের মৃত্যু হবে না। চিরকাল তোমাদের যৌবন থাকবে ; কোনদিন বৃদ্ধ হবে না ; চিরকাল বেহেশতের নাজ-নেয়ামত উপভোগ করবে ; কোনদিন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে না।"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক এ বিষয়টি এভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে—এই বেহেশত তোমাদেরকে দান করা হলো তোমাদের কৃতকার্যের বিনিময়ে।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

তুমি যখনই জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ও বিভিন্ন আবস্থা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা কর, তখন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন কর ; তাতেই তুমি জান্নাতের বিবরণ পেয়ে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার বয়ানের উপর আর কোন বয়ান হতে পারে না। 'সূরা রাহ্‌মান' (২৭ পারা)-এর আয়াত ৪৬ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, 'সূরা ওয়াকেয়াহ' পূর্ণ এ ছাড়া আরও অন্যান্য সূরায় বেহেশতের বর্ণনা রয়েছে ; সেগুলো তেলাওয়াত কর এবং মর্ম হৃদয়ঙ্গম কর।

আলোচ্য ক্ষেত্রে জান্নাতের বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিছু হাদীস পেশ করছি।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের আয়াত ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ۚ

("আর যে ব্যক্তি নিজের রব্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয়

করতে থাকে, তার জন্য (বেহেশতে) রয়েছে দু'টি উদ্যান।")

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্যের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণের। এতদুভয়ের পাত্রসমূহ এবং যাকিছু এর মধ্যে হবে সবই হবে স্বর্ণের। আদন জান্নাতের মধ্যে বেহেশতবাসী এবং প্রভু রব্বে তা'আলার মাঝখানে আল্লাহ্‌র বড়ত্বের চাদর ছাড়া আর কোন পর্দা হবে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র যিয়ারতে ধন্য হবে।

এরপর জান্নাতের দরজাগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর—ইবাদত-বন্দেগীর নানাবিধ প্রকারের ন্যায় জান্নাতের দরজাসমূহের সংখ্যা প্রচুর, যেমন বিভিন্ন রকমের গুনাহের অনুযায়ী দোযখের দরজাসমূহের সংখ্যাও অনেক।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ كُلِّهَا وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: وَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ ضَرُوْرَةٍ مِّنْ اَيِّهَا دُعِىَ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْهَا كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ۔

"যে ব্যক্তি আপন সম্পদের অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করবে, তাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হতে আহ্বান করা হবে। আর জান্নাতের দরজা হচ্ছে আটটি। আর যে ব্যক্তি (বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে) নামাযী হবে, তাকে

নামাযের দরজা হতে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে এবং দান-খয়রাত করবে, তাকে সদকা ও দান-খয়রাতের দরজা হতে ডাকা হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক দরজায় এমন লোক অবশ্যই হবে, যাকে সেই দরজা থেকে ডাকা হবে। কিন্তু এমন লোকও কি কেউ হবে, যাকে বেহেশতের সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে ; এবং আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে।"

হযরত আসেম ইব্‌নে যামরাহ (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবৃত সমস্ত কথা আমি স্মরণ রাখতে পারি নাই। এক পর্যায়ে তিনি জান্নাত সম্পর্কে এ আয়াতখানি তেলওয়াত করলেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ

"আর যারা তাদের রব্বকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" (যুমার ঃ ৭৩)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের নিকটবর্তী এক স্থানে পৌছে দেখবে, একটি বৃক্ষ ; তার মূলদেশ হতে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। খোদায়ী নির্দেশক্রমে তারা একটি প্রস্রবণের দিকে অগ্রসর হবে। এ থেকে তারা পান করবে। ফলে, তাদের উদরে যে বেদনা বা দুঃখ-কষ্ট থাকবে, তা বিদুরীত হয়ে যাবে। অতঃপর তারা অপর প্রস্রবণটির নিকট পৌছে পাকী-পবিত্রতা অর্জন করবে। ফলে, তাদের সজীবতা ও লাবণ্য ফুটে উঠবে। এরপর তাদের কেশের আর কোনদিন পরিবর্তন হবে না। মস্তকের কেশ আর কোনদিন অবিন্যস্ত থাকবে না ; বরং সর্বদা তৈলমর্দিত অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বেহেশতে পৌছানো হবে। বেহেশতের দারোগা বলবে ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

"তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের জন্য সুসংবাদ ; তোমরা চিরকাল বেহেশতে বসবাস কর।"

অতঃপর তাদের নিকট অজানা স্থান হতে শিশু-কিশোররা আসবে। এসে তাদের চতুর্পার্শ্বে আনন্দের আতিশয্যে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে—যেমন দুনিয়াতে তারা প্রিয়জনের (মাতা-পিতার) চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। তারা বলতে থাকবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই সম্মান ও পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই সন্তানদের মধ্য হতে একটি কিশোর কৃষ্ণ নয়নযুগলবিশিষ্টা হূরের নিকট গিয়ে বেহেশতী লোকের (দুনিয়াতে যে নামে ডাকা হতো সেই) নাম নিয়ে বলবে, অমুক ব্যক্তি এসেছে। হূর বলবে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলবে, আমি তাকে দেখেছি ; সে আমার পশ্চাতে আসছে। এ কথা শুনে সে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠবে এবং তার অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকবে। বেহেশতবাসী তার এই গৃহে প্রবেশ করে প্রাসাদের ভিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখবে যে, তা মোতি-মুক্তার উপর স্থাপন করা হয়েছে ; এর উপর রয়েছে লাল, সবুজ ও হলুদ বর্ণের মহামূল্য রত্ন-পাথর। আবার মস্তক উত্তোলন পূর্বক দেখতে পাবে প্রাসাদের ছাদ বিদ্যুতের ন্যায় (শুভ্র ও প্রচণ্ড চাকচিক্যময়)। যদি আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা না দিতেন, তাহলে চোখের দৃষ্টি বিনাশ হয়ে যেতো। অতঃপর সে তার দৃষ্টি নত করে দেখবে—তার স্ত্রীগণ উপবিষ্ট। উচু উচু আসনসমূহ, নিবেশিত পানপাত্রসমূহ আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে। তারপর সে হেলান দিয়ে বসে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌছিয়েছেন। আর আমরা (এখানে) কিছুতেই পৌছুতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে না পৌছাতেন।" (আ'রাফ ঃ ৪৩)

অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ

تَحْيَوْنَ فَلَا تَمُوْتُوْنَ اَبَدًا وَتُقِيْمُوْنَ فَلَا تَظْعَنُوْنَ اَبَدًا وَتَصِحُّوْنَ فَلَا تَمْرَضُوْنَ اَبَدًا۔

"তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে ; মৃত্যু কোনদিন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করবে ; কোনদিন বিদায় নিতে হবে না তোমাদের এ থেকে। তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে ; অসুস্থ হবে না কখনও।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি কেয়ামতের দিন জান্নাতের দরজার কাছে এসে তা খোলার জন্য বলবো, তখন বেহেশতের প্রহরী বলবে—আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ। সে বলবে, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কারও জন্যে যেন এই দরজা না খুলি।

এবার জান্নাতের বিভিন্ন কক্ষ এবং উচ্চতর মর্যাদাবলীর প্রতি লক্ষ্য কর—বস্তুতঃ আখেরাতের জীবনে যেসব মান-মর্যাদা ও পুরস্কার প্রদত্ত হবে, সেগুলোই আসল ও উচ্চতর মর্যাদা। পার্থিব মর্যাদার এগুলোর সাথে কোন তুলনাই হয় না। দুনিয়াতে যেরূপ ইবাদত-বন্দেগী ও উত্তম স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান রয়েছে, অনুরূপ আখেরাতে মান-মর্যাদা ও পুরস্কারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে তারতম্য ও ব্যবধান থাকবে। প্রকৃতই যদি তুমি পরকালীন জীবনে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হতে চাও, তবে প্রচুর মেহনত-পরিশ্রম ও সিদ্ধি-সাধনায় ব্যাপৃত হও ; সর্ববিধ ইবাদত-বন্দেগীতে এরূপ আত্মনিয়োগ কর, যেন প্রতিযোগিতায় কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বান্দাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের রব্বের ক্ষমার দিকে অগ্রে ধাবিত হও।"
(হাদীদ ঃ ২১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝

"আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।"

(মুতাফফিফীন ঃ ২৬)

আশ্চর্যের বিষয় যে, দুনিয়ার এই জীবনে তোমার বন্ধু-বান্ধব, সমকালীন লোকজন কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর কেউ যদি টাকা-পয়সায় বা দালান-কোঠায় তোমার চেয়ে আগে বেড়ে যায়, তবে এতে তোমার ভারি কষ্ট অনুভব হয় এবং তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে আসে। হিংসার দরুন তোমার জীবনধারণ দুর্বিসহ হয়ে উঠে। অথচ তোমার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো এই যে, জান্নাতের ভিতর তুমি তোমার স্থায়ী ঠিকানা করে নিবে, যেখানে তুমি ঐসব লোক থেকে নিরাপদ থাকবে এবং গোটা দুনিয়ার বিনিময়ে তারা তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন জান্নাতবাসীগণকে এরূপে দেখা যাবে, যেরূপে তোমরা দুনিয়াতে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে নক্ষত্র দেখে থাক। অন্যদের সাথে উচ্চ মর্যাদাশীল বেহেশতবাসীগণের এই তারতম্য হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো আম্বিয়ায়ে কেরামদের মর্যাদা ; এ পর্যন্ত তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ পৌছুতে পারবে না। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জীবন- এমনও লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিও ঈমান এনেছে (তাদের এ মর্যাদা লাভ হবে)।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন বেহেশতীগণকে নিম্নস্তরের বেহেশতীগণ এরূপ দেখবে, যেরূপ তোমরা আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখে থাক। তাদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)-ও হবেন ; এঁদের জন্য এ ছাড়া আরও বহু পুরস্কার রয়েছে।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

বেহেশতের ঘরের বিবরণ শুনাবো? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ- আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা কুরবান হউন। তিনি বললেন, জান্নাতে মহামূল্যবান রকমারি রত্ন ও জওহরাতে তৈরী বহু কক্ষ রয়েছে। (অনুপম স্বচ্ছতার কারণে) যেগুলোর বাইরে থেকে ভিতরটা এবং ভিতর থেকে বাইরেটা পরিস্কার দেখা যাবে। এগুলোর মধ্যে এমন সব নেয়ামত, স্বাদের বস্তু ও আনন্দের বিষয়াবলী রয়েছে, যা মানুষ চোখে কোনদিন দেখে নাই, কানে কোনদিন শুনে নাই এবং অন্তরে কোনদিন কল্পনাও করে নাই। আমি আরজ করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ঘর কার জন্য? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির জন্যে যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটায়, খানা খাওয়ায়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাত্রিকালে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়ে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো হিম্মত কার রয়েছে? তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যেই এ হিম্মত রয়েছে ; শোন বলছি—যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম দেয় সে সালাম ব্যাপক করলো, যে ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনকে এই পরিমাণ খাদ্য দেয় যে তারা তৃপ্ত হয়ে যায়, সে খানা খাওয়ানোর উপর আমল করলো, যে ব্যক্তি রমযান মাসে এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখে, সে সর্বদা রোযা রাখলো, আর যে ব্যক্তি ইশা এবং ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করে সে রাত্রিকালে মানুষ নিদ্রাভিভূত থাকা অবস্থায় নামায পড়লো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ

"আর উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করবেন, যা সর্বদা অবস্থানের উদ্যানসমূহে হবে।" (ছফ্ফ ঃ ১২)

তিনি বলেছেন, এগুলো হচ্ছে মুক্তা নির্মিত মহলসমূহ। প্রতিটি মহলে লাল ইয়াকূত পাথরে নির্মিত সত্তরটি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে সবুজ জমরদ (পান্না) পাথরের সত্তরটি কামরা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় একটি করে

পালংক রয়েছে। প্রতিটি পালংকে সর্বপ্রকার রংয়ের সত্তরটি বিছানা রয়েছে। প্রতি বিছানায় একজন করে পরমা সুন্দরী জান্নাতী হূর রয়েছে। প্রত্যেক কামরায় সত্তরটি দস্তরখান রয়েছে। প্রত্যেক দস্তরখানের উপর সত্তর প্রকার খানা রয়েছে। প্রতিটি কামরায় সত্তরজন খাদেম রয়েছে। প্রতিদিন সকালে একজন মুমিনকে এতটুকু শক্তি দেওয়া হবে যে, সে উপরোক্ত সবকিছু করতে পারবে।

অধ্যায় ঃ ৭৩

ছবর, আল্লাহ্‌র বিধান ও ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও অল্পে তুষ্টির বয়ান

আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা ও বিধানের উপর প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট থাকার নাম 'রেযা'। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এই 'রেযা'র ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।". (মায়েদাহ্ ঃ ১১৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"এহসানের প্রতিদান এহ্‌সান ব্যতীত আর কি হতে পারে? (আর কিছু নয়) (সূরা আর–রাহ্‌মান ঃ ৬০)

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দার প্রতি এহ্‌সানের শেষ পর্যায় হলো, তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র এ সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা ও বিধানের প্রতি বান্দার প্রসন্নতার সওয়াব ও পুরস্কার।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ

"আর ওয়াদা দিয়েছেন সেই উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে, আর আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত।" (তওবাহ ঃ ৭২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিকে 'জান্নাতে আদ্‌ন'-এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেমন অপর এক আয়াতে দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যিকিরকে নামাযের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

"নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে ; আর আল্লাহ্‌র যিকিরই শ্রেষ্ঠতর বস্তু।" (আন্‌কাবূত ঃ ৪৫)

সুতরাং নামাযের ভিতর যে পবিত্র সত্তার যিকির করা হচ্ছে, তাঁর মুশাহাদা ও প্রত্যক্ষকরণ যেমন নামাযের চেয়েও বড় ও শ্রেষ্ঠতর, তেমনি রব্বে-জান্নাতের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতাও জান্নাত অপেক্ষা বড় ও শ্রেষ্ঠতর। বরং এটাই জান্নাতবাসীদের চরম-পরম ও সর্বশেষ আশা-আকাংখা ও তৃপ্তি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্য (জান্নাতে দীদার দেওয়ার উদ্দেশ্যে) জ্যোতিষ্মান হবেন। তিনি বলবেন—হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা আমার কাছে চাও। তারা বলবে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা চাই ; সর্বদা আপনি আমাদের প্রতি রাজী-খুশী থাকুন।"

আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ হওয়ার পরও তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার জন্য আবেদন জানানো এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা বেহেশ্‌তের মধ্যে চরম ও পরম পর্যায়ের মহা নেয়ামত।

'আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও বিধানের প্রতি বান্দার সন্তুষ্টি'-এর প্রকৃত স্বরূপ কি? এ সম্পর্কে পরবর্তীতে শীঘ্র আলোচনা হবে। আলোচ্য-ক্ষেত্রে 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা'-এর হাকীকত ও স্বরূপের বিষয় অনেকটা 'বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসা'র স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এছাড়া প্রকৃত গভীরতায় যে-তত্ত্ব ও হাকীকত রয়েছে, তা সাধারণ সমক্ষে তুলে ধরা যথার্থ পর্যায়ের যোগ্য বোধ-উপলব্ধির অভাবের দরুন অসমীচীন। আর সেই উচ্চ পর্যায়ের যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে সামর্থবান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তাই উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মোটকথা, 'দীদারে-এলাহী' অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর কোন নেয়ামত নাই ; বেহেশ্‌তীগণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার আবেদনও সেই 'দীদারে-এলাহী'র চিরস্থায়িত্বের জন্যেই করবে। যেন চরম প্রাপ্তির পর পরম তৃপ্তির জন্যই তাঁদের এই আরজি। তা-ও খোদ নেয়ামতদাতার নির্দেশক্রমেই তাদের এ আবেদন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ○

"আর আমার নিকট আরও অধিক রয়েছে।" (ক্বাফ ঃ ৩৫)

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, 'আরও অধিক' হচ্ছে এই যে, জান্নাত-বাসীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন ঃ—

এক. এমন একটি নেয়ামত দান করবেন, যা খোদ জান্নাতেও নাই। বিষয়টি এরূপ যেরূপ, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"কারও জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে।" (সেজদাহ ঃ ১৭)

দুই. স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন তাদেরকে সালাম পেশ করবেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

"তাদেরকে সালাম বলা হবে দয়াময় রব্বের পক্ষ হতে।"

(ইয়াসীন ঃ ৫৮)

তিন. আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এই তোহ্‌ফা ও পুরস্কার 'সালামের' তোহ্‌ফা হতে শ্রেষ্ঠতর হবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ

"আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।" (তওবাহ ঃ ৭২)

অর্থাৎ বেহেশ্তের যাবতীয় নাজ-নেয়ামত, যা দিয়ে আজ তোমরা ধন্য, এসবই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রেযা ও সন্তুষ্টির ফল। আর আল্লাহ্র বিধান ও ফয়সালার প্রতি তোমাদের রেযা ও সন্তুষ্টির বিনিময়।

হাদীস শরীফে 'রেযা'র ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাআতকে জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ তোমরা কি? তাঁরা বল্লেন ঃ আমরা মুমিন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের ঈমানের চিহ্ন কি? তারা উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বিপদে ছবর করি, নেয়ামতে শোকর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে সন্তুষ্ট থাকি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রব্বে-কাবার কসম, বে-শক তোমরা মুমিন।" অন্য রেওয়ায়াতে শেষ অংশটুকু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—এই সম্প্রদায়ের লোক হাকীম ও আলেম। পূর্ণ জ্ঞানের কারণে এদের অবস্থা নবীদের অবস্থার নিকটবর্তী।

বর্ণিত আছে—সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে দ্বীন-ইসলামের প্রতি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে অতঃপর প্রয়োজন-পরিমাণ রিযিকের উপর সে সন্তুষ্ট রয়েছে।

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقَلِيْلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ۔

"যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি অল্প আমলে সন্তুষ্ট।"

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدًا اِبْتَلَاهُ فَاِنْ صَبَرَ اِجْتَبَاهُ فَاِنْ رَضِيَ اِصْطَفَاهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন তাকে দুঃখ-কষ্টে জড়িত করেন। এতে যদি সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেন, আর যদি সে এ দুঃখ-কষ্টের উপর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতা প্রকাশ করে তবে তাকে খাছভাবে নির্বাচন করে নেন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পাখীর ন্যায় পাখা ও পালক দান করবেন। এর উপর ভর করে তারা বেহেশ্তের মধ্যে উড়ে বেড়াবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনাদের পাপ-পুণ্যাদি ও আমলের হিসাব-নিকাশ হয়েছে কি? দাড়ি-পাল্লায় আপনাদের আমল ওজন করা হয়েছে কি? পুলসিরাত পার হয়ে এসেছেন কি? দোযখ দেখেছেন কি? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা এসব বিষয়ের কোন কিছুই দেখতে পাই নাই। তখন ফেরেশ্তাগণ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ আপনারা কোন্ নবীর উম্মত? তারা বলবে ঃ আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ আমরা আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি— বলুন ; দুনিয়াতে আপনারা কি কি নেক আমল করেছেন, যার ফলে আজকে এমন সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভ হয়েছে? তারা বলবেন ঃ আমাদের মধ্যে দু'টি অভ্যাস ছিল— এক. আল্লাহ্র ভয় ও লজ্জায় আমরা নির্জন স্থানেও কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতাম না। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা যৎসামান্য রিযিক যা কিছু আমাদেরকে দান করতেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতাম। একথা শুনে ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ অবশ্যই এই সৌভাগ্য ও মর্যাদা আপনাদেরই প্রাপ্য।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوْبِكُمْ تَظْفَرُوْا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَاِلَّا فَلَا ـ

"হে দরিদ্র ও অভাবী লোক সকল! তোমরা অন্তর থেকে আল্লাহ্র উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে যাও ; তাহলেই তোমরা এই দারিদ্র ও অভাবের বিনিময়ে নেকী পাবে। অন্যথায় বঞ্চিত থাকতে হবে।"

বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)–কে বলেছিল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ আমল করলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন? সেই আমলটি আমাদেরকে বলে দিলে আমরা তদনুযায়ী আমল করে আল্লাহ্র সন্তোষ ও প্রসন্নতা লাভ করতে পারি। মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন, ওহী আসলো ঃ তোমরা আমার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাক, আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবো।"

ছবর ঃ

ছবরের গুরুত্ব ও ফযীলত কুরআন মজীদে নব্বইয়েরও অধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। ছবরকারী বা ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তির জন্য উচ্চ মর্যাদা ও নেকীসমূহের ওয়াদা করা হয়েছে। এদের জন্য এমন এমন নেয়ামত ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, অন্য কারও জন্য এরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ

"তাদের উপর তাদের রব্বের পক্ষ হতে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ বর্ষিত হবে, এবং সেইসঙ্গে সাধারণ করুণাও হবে। আর তারাই এমন লোক যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।" (বাকারাহ ঃ ১৫৭)

এ আয়াতে তিনটি নেয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ এক. হেদায়াত, দুই. সাধারণ রহমত, তিন. বিশেষ রহমত। এ সম্পর্কিত কুরআনের সমস্ত

আয়াত পেশ করতে গেলে দীর্ঘসূত্রিতার অবতারণা হবে, তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ছবর ঈমানের অর্ধেক।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে 'ইয়াকীন' ও 'ছবর' অতি অল্প মাত্রায়ই দান করেছেন (অর্থাৎ অতি অল্পসংখ্যক লোককেই তা দিয়েছেন)। আর যাদেরকে এই অমূল্য দুইটি সম্পদ দান করেছেন, তাদের (নফল) রোযা, নামায যা অল্প মাত্রায় হয়েছে, সেজন্যে তাদের ভয় নাই। হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা আজ যে অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যদি ছবর করে এই অবস্থার উপর টিকে থাকতে পার, তবে তোমাদের এই অবস্থা আমার নিকট এতো প্রিয় ও ভাল বলে বিবেচিত হবে যে, উক্ত অবস্থা থেকে ফিরে তোমাদের প্রত্যেকে তোমাদের সমষ্টিগতভাবে সকলের ইবাদতের সমান ইবাদত করলেও তা আমার নিকট প্রিয় হবে না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার পরে তোমাদের সম্মুখে দুনিয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে, ফলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে এবং আসমানবাসীগণ তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। অতএব, যে ব্যক্তি ছবর করবে এবং সওয়াবের আশায় থাকবে সে ব্যক্তি পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥

"যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে যাকিছু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আছে তা অনন্তকাল স্থায়ী থাকবে। যারা ছবর করেছে, আমি তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কারে ভূষিত করবো।" (নাহ্ল ঃ ৯৬)

হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

তা কি? তিনি বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে, ছবর ও উদারতা।

তিনি আরও বলেছেন ঃ "ছবর বেহেশতের রত্নভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি রত্নভাণ্ডার।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ঈমান কি? তিনি বলেছেন ঃ "ঈমান হচ্ছে, ছবর করা।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসখানি এরূপ, যেরূপ তিনি হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "হজ্জ হচ্ছে, আরাফায় অবস্থান করা।" অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান করা হজ্জের একটি বড় রুক্ন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ.

"শ্রেষ্ঠতর আমল হচ্ছে, যা আঞ্জাম দিতে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী আসলো ঃ "হে দাঊদ! তুমি আমার (আল্লাহ্‌র) আখলাকের অনুকরণ কর ; আর আমার আখলাকের মধ্যে একটি হলো—আমি 'ছাবূর' অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

হযরত আতা (রহঃ) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আনসারী সাহাবায়ে কেরামের কয়েকজন লোককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

أَمُؤْمِنُونَ أَنْتُمْ؟

অর্থাৎ "তোমরা কি মুমিন।"

এ কথা শুনে তারা সকলেই নিশ্চুপ রইল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র রাসূল পুনরায় তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা যে মুমিন এর প্রমাণ কি? তদুত্তরে তাঁরা আরজ করলেন ঃ

نَشْكُرُ عَلَى الرَّخَاءِ وَنَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَنَرْضَى بِالْقَضَاءِ.

"আমরা আল্লাহ্-প্রদত্ত নেয়ামতের শোকরগুযারী করি, বিপদ-আপদে ছবর করি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ও ফয়সালার সন্তুষ্টি থাকি।"

এ কথা শুনে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

مُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

"কাবা শরীফের রব্বের কসম, তোমরা পাকা মুমিন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ

"মনের বিপরীত বিষয়ের উপর ধৈর্যধারণের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّكُمْ لَا تُدْرِكُونَ مَا تُحِبُّونَ إِلَّا بِصَبْرِكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ

"যেসব বিষয়ে ধৈর্যধারণ কষ্টকর, সেসব বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করতে না পারলে তোমাদের কাংক্ষিত ও সুখকর বিষয়েও তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "ছবরকে যদি মানুষের আকার দেওয়া হতো, তবে সে অতিশয় দয়ালু হতো। আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

ছবর ও ধৈর্য সম্পর্কিত আরও বহু হাদীস ও উক্তি রয়েছে, আলোচনা দীর্ঘায়নের আশংকায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

অল্পেতুষ্টি ঃ

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَزَّ مَنْ قَنَعَ وَ ذَلَّ مَنْ طَمَعَ

"অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি মানুষের সম্মান পায়, আর লোভী ব্যক্তি অপদস্ত হয়।"

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنٰى

'অল্পেতুষ্টি' আল্লাহ্‌র নেয়ামতের এমন ভাণ্ডার যার শেষ নাই।"

এ সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার করা হয়েছে।

অধ্যায় ঃ ৭৪

তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদা

[তাওয়াক্কুল ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর উপর) তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।" (আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারীর মর্যাদা অতি উচ্চ। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহব্বত করেন ; ভালবাসেন, তিনি খোদ তাঁর হেফাযতের জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জিম্মাদার, মহব্বতকারী, সর্বাবস্থায় হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য—তাঁকে শাস্তি দিবেন না, দূরে রাখবেন না, আড়াল করবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক একদিন আমাকে স্বীয় নিদর্শনসমূহের কতকাংশ দেখালেন। আমি দেখতে পেলাম—পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর, বন-জঙ্গল ও সমতল ভূমি আমার উম্মতে পরিপূর্ণ রয়েছে। উম্মতের সংখ্যাধিক্য দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি খুশী হলেন কি? আমি বললাম ঃ হাঁ, খুশী হয়েছি। আমাকে পুনরায় বলা হলোঃ আপনার উম্মতমণ্ডলীর মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ আরজ করলেন ঃ যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তারা কারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন ঃ যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও শুভাশুভ লগ্নের এবং দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে না এবং যারা আল্লাহ্ ছাড়া

অন্য কোন কিছুরই উপর ভরসা করে না। এ কথা শুনে হযরত উক্কাশাহ্ (রাযিঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকেও সেই সত্তর হাজার লোকের দলভুক্ত করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই দো'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! উক্কাশাহ্‌কে উক্ত সত্তর হাজার লোকের মধ্যে স্থান দান করুন। এ দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যেও এরূপ দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

"উক্কাশাহ্ এ ব্যাপারে তোমার উপর অগ্রাধিকার নিয়ে গেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا۔

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর সত্যিকার অর্থে ভরসা কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে পাখীদের ন্যায় (অজানিত স্থান থেকে) রিযিক দিবেন। পাখীরা প্রাতে খালি উদরে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ঘরে ফিরে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنِ انْقَطَعَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ مَؤُوْنَةٍ وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ اِلَى الدُّنْيَا وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَيْهَا۔

"যে ব্যক্তি সবকিছু থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তার সমস্ত কার্য নির্বাহ করে দেন এবং সর্ববিষয়ে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন, আর এমন স্থান হতে তার রিযিক সরবরাহ করেন যা কোন

সময় তার কল্পনায়ও আসে নাই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার বা দুনিয়ার কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়ারই সোপর্দ করে দেন।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِيْ يَدَيْهِ۔

"যে ব্যক্তি সকল মানুষের অপেক্ষা অধিক স্বয়ংসম্পন্ন হতে চায়, সে যেন নিজ আয়ত্ত্বে যা আছে, তা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে সেগুলোর উপর বেশী নির্ভর করে।"

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যখন তাঁর ঘরে উপবাস দেখা দিতো, তখন তিনি পরিবার-পরিজনকে বলতেন ঃ তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম করেছেন ঃ

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا۔

"আর আপনার সংশ্লিষ্টদেরকে নামাযের আদেশ করতে থাকুন এবং নিজেও এর পাবন্দ থাকুন ; আমি আপনার আপনার রিযিক চাই না।" (তোয়াহা ঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে আছে, "যারা মন্ত্র-তন্ত্রের ও দেহ চিহ্নিতকরণের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে, তারা তাওয়াক্কুলকারীদের দলভুক্ত নয়।"

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মিন্‌জানীকের (নিক্ষেপণ-যন্ত্র) সাহায্যে যখন অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিক্ষিপ্ত করা হলো, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজির হয়ে তাঁকে বললেন ঃ আমি আপনাকে সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করেন কি? তিনি উত্তর করলেন ঃ আপনার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি পূর্বে 'হাসবিয়াল্লাহু ওয়া-নি'মাল-ওয়াকীল' বলে আল্লাহ্‌র উপর যে ভরসা করেছিলেন, সে কথার সত্যতা রক্ষার জন্যই তিনি এই উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম

(আঃ)-এর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

وَ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ٥

"আর ইবরাহীম যিনি স্বীয় কথার সত্যতা রক্ষা করেছিলেন।"

(নাজম ঃ ৩৭)

হযরত দাঊদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে বলেছেনঃ "হে দাঊদ! পৃথিবীর সকল আশ্রয় ত্যাগ করে যে বান্দা আমার আশ্রয় গ্রহণ করবে, আমি তার সমস্ত আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট অবশ্যই লাঘব করবো—যদিও আসমান-যমীন প্রবঞ্চনা সহকারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।"

হযরত সাঈদ ইব্নে জুবাইর (রাযিঃ) বলেন, একদা একটি বৃশ্চিক (বিচ্ছু) আমাকে দংশন করার পর আমার মাতা আমাকে কসম দিয়ে বললেন ঃ তুমি দষ্ট হাতটিতে ঐ ব্যক্তির (ওঝা) দ্বারা মন্ত্র পড়িয়ে নাও। আমি আমার সুস্থ হাতখানি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। (কারণ ঐরূপ করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ)

হযরত খাওয়াস (রহঃ) একদা কুরআন পাকের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ -

"সেই চিরঞ্জীব মহান সত্তার উপর ভরসা কর, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।" (ফুরকান ঃ ৫৮)

অতঃপর তিনি বললেন ঃ এই আয়াতের পর বান্দার কিছুতেই সাজে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া সে অন্য কারও উপর কোনদিন ভরসা করবে। জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নযোগে বলা হয়েছে ঃ "মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছে, মূলতঃ সে নিজকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করেছে।"

এক বুযুর্গের নসীহত হচ্ছে, রিযিকের জামানত গ্রহণ করে এই দায়িত্ব যখন তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাজেই এর পিছনে ব্যাপৃত হয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত আসল ও অপরিহার্য দায়িত্বাবলী পালনের ব্যাপারে মোটেও গাফেল হয়ো না। অন্যথায় তোমার পরকাল তুমি নিজেই ধ্বংস করলে—

وَّلَا تَنَالُ وَ لَا تَنَالُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ -

আর এই জাগতিক বিষয়-সম্পত্তির মধ্য হতে তুমি কেবল ততটুকু অংশই পাবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

হযরত ইয়াহ্য়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন ঃ "এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তলব ও অন্বেষা ব্যতিরেকেই বান্দা রিযিকপ্রাপ্ত হয় ; এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রিযিকের উপর হুকুম রয়েছে যে, সে যেন স্বয়ং বান্দাকে তালাশ করে।"

হযরত ইবরাহীম ইবেন আদহাম (রহঃ) কোন একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনার রিযিক কোথা থেকে আসে? তিনি বলেছেন ঃ আমি জানি না ; আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করুন—তিনি কোথা থেকে আমার রিযিক প্রেরণ করেন।

হযরত হরম ইব্নে হাইয়্যান (রহঃ) একদিন হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কোন দেশে বসবাস করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি শাম দেশে বসবাস কর। হযরত হরম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেখানে আমার রিযিকের কি ব্যবস্থা হবে? হযরত উয়াইস ক্বরনী (রহঃ) বললেন ঃ

اُفٍّ لِهٰذِهِ الْقُلُوْبِ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَ لَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ -

"ঐসব হৃদয়ের প্রতি আক্ষেপ, যেসবে সংশয়-সন্দেহ বাসা বেঁধে নিয়েছে ; ফলে এখন আর নসীহত কোন কাজ করে না।"

এক বুযুর্গ বলেন ঃ "আমি আল্লাহ্র উপর রাজী হয়ে গেছি ; তিনিই আমার সবকিছুর নিয়ন্তা ; সবই তিনি সম্পাদনকারী— আমি সর্ববিধ কল্যাণের দিশা পেয়ে গেছি।" আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন।

অধ্যায় ঃ ৭৫

মসজিদের ফযীলত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"আল্লাহ্র মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।" (তওবাহ্ ঃ ১৮)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, তা যদি ছোট পাখীর বাসার ন্যায়ও হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ্ পাক তাকে ভালবাসেন।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বে দু' রাকআত নামায পড়ে নেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "মসজিদের প্রতিবেশীর (অর্থাৎ মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তির) নামায মসজিদ ছাড়া অন্যত্র হয় না।" (অর্থাৎ বিনা উযরে মসজিদে না যাওয়া কঠিন গুনাহ্)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযের স্থানে বসে, তখন ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দো'আ করতে থাকে-

"হে আল্লাহ্, তার উপর তোমার বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, দয়া কর, তুমি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দাও।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি উযূ অবস্থায় থাকে বা মুসাল্লায় (নামাযের স্থানে) অবস্থান করে ফেরেশতার দো'আ অব্যাহত থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, "আখেরী যমানায় কিছু লোক এমন হবে, যারা বৃত্তাকারে মসজিদে বসে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে এবং দুনিয়ার প্রতি তারা আকৃষ্ট থাকবে, খবরদার! তোমরা তাদের নিকট বসো না ; তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোনরূপ সম্পর্ক নাই।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ভূপৃষ্ঠে মসজিদসমূহ আমার ঘর, যারা এগুলো আবাদ করে রাখে তারা আমার যিয়ারতকারী। সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য যারা নিজ গৃহে উযূ করে আমার গৃহে (মসজিদে) প্রবেশ করে এবং আমার যিয়ারত লাভ করে। আর যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য, যিয়ারতকারীর সম্মান করা অর্থাৎ তার প্রতি দয়া করা এবং দো'আ কবূল করা)।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "তোমরা যখন দেখ কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হয় এবং এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তখন তার ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করতে পার।"

হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ মসজিদে অবস্থানরত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত ; সুতরাং সে যেন অসুন্দর কোন কথা না বলে।

বর্ণিত আছে,"মসজিদ দুনিয়াবী কথাবার্তা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু (চারণভূমির) ঘাস শেষ করে দেয়।"

হযরত ইমাম নাখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের অভিমত ছিল, রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করা এমন একটি আমল, যা গমনকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী করে দেয়।"

হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাযিঃ) বলেন, "মসজিদে যে ব্যক্তি বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করে, তার জন্য ফেরেশতাগণ এবং আল্লাহ্র আরশ

বহনকারীগণ দো'আ করতে থাকে ; যতদিন সেই বাতির আলো বিদ্যমান থাকে, ততদিন এই দো'আ চলতে থাকে।"

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, কোন নেক বান্দার যখন মৃত্যু হয়, তখন পৃথিবীর যে যে স্থানে সে নামায পড়েছিল এবং আসমানের যে যে স্থান দিয়ে তার নেক আমল উপরে উত্থিত হতো, সেই স্থানসমূহ তার জন্য ক্রন্দন করে। অতঃপর হযরত আলী এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ

"তাদের জন্য না আসমান ও যমীনের কান্না আসল, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।" (দুখান ঃ ২৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পুণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যুর পর যমীন তার জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকে।"

হযরত আতা খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের যে কোন খণ্ডে কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র জন্য একটি সেজদাও করে থাকে তবে সেই ভূখণ্ড তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তার মৃত্যুর দিন সে ক্রন্দন করে থাকে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, "যমীনের যে অংশের উপর নামায আদায় করা হয়, সে অংশটি তার আশেপাশের অন্যান্য ভূখণ্ডের উপর গর্ব করে এবং আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতের কারণে সে পুলক বোধ করে, এমনকি এই পুলক যমীনের সাত তবক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য যমীন সজ্জিত হয়।"

বর্ণিত আছে, কোন দল যখন কোন এলাকায় অবতরণ করে, তখন সেই এলাকার ভূখণ্ড তাদের নামায ও যিক্র-আযকারের দরুন আল্লাহ্র কাছে তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দো'আ করে, পক্ষান্তরে যদি (ইবাদত-বন্দেগীতে) অবহেলা করা হয়,তবে তাদেরকে অভিশাপ দেয়।"

অধ্যায় ঃ ৭৬

রিয়াযত-মুজাহাদা ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বুযুর্গদের মর্যাদা

স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার ভালাই ও মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে স্বীয় দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি রাখার তওফীক দান করেন। যার দৃষ্টি প্রকৃতই গভীর, সে কখনও নিজের অন্যায়-অপরাধ ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে অচেতন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ স্বীয় নফস ও প্রবৃত্তির এলাজ-প্রতিকার তখনই সম্ভব, যখন সংশ্লিষ্ট রোগ-ব্যাধি সম্পর্কেও সচেতন থাকা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ লোকই নিজের আয়ের ও দোষ-ত্রুটির বিষয়ে এমন গাফেল যে, অন্যের চোখের সামান্য একটি কণাও দৃষ্টিগোচর হয় ; কিন্তু নিজের চোখের শাতীর বা বৃক্ষকাণ্ডটিও দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি নিজের রোগ-দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগ্রহ রাখে, তার উচিত নিম্নোক্ত চার পদ্ধতির অনুশীলন করা ঃ

এক—কুরআন ও হাদীসের অনুসারী, নফসের রোগ-দোষ ও এতদ-সম্পর্কিত যাবতীয় ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞ-পরিপক্ক খাঁটী বুযুর্গের সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। তিনি নফসের দোষ ও রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতঃ এর যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। সে ব্যক্তির কর্তব্য হবে—পূর্ণ আনুগত্য ও ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক মুরুব্বীর নির্দেশিত পথে রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনায় ব্রতী হওয়া। শায়খ ও মুরীদ এবং উস্তায ও শাগরেদের মধ্যে এরূপ সম্পর্কই হওয়া উচিত যে, শায়খ ও উস্তায নফ্সের রোগ ও দোষসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার বিধান করবেন আর মুরীদ ও শাগরেদ মনোযোগ সহকারে সিদ্ধি-সাধনায় ব্যাপৃত হবে। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব বিষয়ের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য।

দুই—নফসের রোগ নির্ণয় করতে হলে কোন মঙ্গলকামী খাঁটী সত্যবাদী অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করে নিবে। তাকে নিজের সর্ববিধ অবস্থার উপর কড়া দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যপেক্ষক বানিয়ে নিবে। সে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় দোষত্রুটি সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করবে। জ্ঞানী-গুণী বুযুর্গানে দ্বীনের এটাই ছিল এ সম্পর্কীয় পদ্ধতি।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে আমার দোষ-ক্রুটি আমাকে বলে দেয়। তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ আপনার দৃষ্টিতে আমার মধ্যে কি কি দোষ রয়েছে? তিনি বলতেন ঃ কে আপনাকে এরূপ বিষয় বলার সাহস করবে? হযরত উমর বারবার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি—আপনার দস্তরখানে দুই পদের তরকারী হয়, আপনার দুই জোড়া পোষাক রয়েছে ; এক জোড়া দিবসের আরেক জোড়া রাতের। তিনি পুনরায় অনুরোধ করলেন—আমার আরও কোন দোষ বলুন। হযরত সালমান বললেন ঃ আর জানা নাই। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ যে দু'টি বলেছেন সে দু'টিও আমার যথেষ্ট অপরাধ।

তিনি হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে সময় সময় জিজ্ঞাসা করতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট মুনাফেকদের সম্পর্কে গোপন তথ্য বলতেন ; আমার মধ্যে কি আপনি নেফাকের কোন আলামত লক্ষ্য করুন? এতো প্রতাপশালী ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কি পর্যায়ে ছিল যে, নিজের নফসের বিষয়ে মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বস্তুতঃ জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেনতা যার পরিপূর্ণতা লাভ করে তার মধ্যে কখনও অহংকার ও আত্মম্ভরিতা স্থান পেতে পারে না ; প্রতি মুহূর্তে সে নফসের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে। কিন্তু আজকের যুগে এরূপ লোকের অস্তিত্ব একেবারেই নগণ্য। সেইসঙ্গে এরূপ দোস্ত-আহবাব ও বন্ধু-বান্ধবেরও অভাব যারা দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ খাতির ও শৈথিল্য না করে প্রকৃত হিতাকাংখী হয়ে তোমার দোষ-ক্রুটি তোমাকে ব্যক্ত করবে কিংবা অন্ততঃপক্ষে বিদ্বেষমুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে স্বীয় ওয়াজিব দায়িত্বটুকু আদায় করবে। বরং বাস্তবে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে—অধিকাংশই আজকাল হিংসা-বিদ্বেষের শিকার

হয়ে রয়েছে। অথবা স্বার্থের মোহান্ধতায় এমন লিপ্ত রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে যা দোষ নয়, সেটাকে দোষ বলে ব্যক্ত করছে, কিংবা এমন শিথিলতা অবলম্বন করছে যে, যা প্রকৃতই দোষ, সেটাকে দোষ বলে অভিহিত করছে না। এ জন্যেই হযরত দাউদ তাঈ (রহঃ) লোকজন থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন। একদা কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আপনি জনমনুষ্যের সংশ্রবে থাকেন না কেন? তিনি বলেছেন ঃ

وَمَاذَا اَصْنَعُ بِاَقْوَامٍ يُخْفُوْنَ عَنِّىْ عُيُوْبِىْ

"যারা আমার দোষ-ক্রুটি গোপন করে রাখে ; সংশোধনের নিমিত্ত আমার নিকট ব্যক্ত করে না তাদের সংশ্রব দিয়ে আমার কি লাভ?"

বুঝা গেল, আল্লাহ্র ওলীগণ মনে-প্রাণে চাইতেন, তাঁদের দোষ-ক্রুটি ব্যক্ত করে তাদেরকে যেন সতর্ক করা হয়। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো এই যে, যে ব্যক্তি আমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করে ; আমাদের দোষ-ক্রুটি ধরিয়ে দেয়, তাকে আমরা শত্রু মনে করি ; সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করি। চিন্তার বিষয়—আমাদের এহেন দুরবস্থা ঈমানের নিম্নতম পর্যায়কেও অতিক্রম করে একেবারে ধ্বংসন্মুখ না করে। কেননা, মন্দ স্বভাব মূলতঃ ধ্বংসাত্মক সর্প ও বৃশ্চিকের ন্যায় ; যদি কেউ বলে, তোমার পোষাকের ভিতর একটি বৃশ্চিক বা সর্প রয়েছে, তবে এই সতর্কীকরণের জন্য আমরা তার শোকরগুযার হই এবং তৎক্ষণাৎ তা দূর করতে উঠে-পড়ে সচেষ্ট হই ; সেটাকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলি না। পরিশেষে আনন্দ বোধ করি যে, সর্প বা বিচ্ছু থেকে বেঁচে গেছি। অথচ এই সর্প বা বিচ্ছুর ক্ষতি আমাদের ইহজাগতিক দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ; এক-দু'দিন পর তা নিরাময়ও হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, মন্দ স্বভাব ও দুশ্চরিত্রাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া মানুষের অন্তঃকরণকেও ধ্বংস করে দেয় এবং প্রবল আশংকা থাকে যে, মৃত্যুর পর তা চিরকাল থেকে যাবে। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের দোষ-ক্রুটি ও দুশ্চরিত্রাবলীর সর্প-বিচ্ছু সম্পর্কে সতর্ককারীদের শোকরগুযার হইনা ; এসব মন্দ স্বভাব দূরীকরণে সচেষ্ট হই না। উপরন্তু হিতাকাংখী উপদেশ দাতার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করে বলি, আপনিও তো অমুক অপরাধ ও অন্যায় কাজ করে থাকেন। এহেন আচরণের অনিবার্য

পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এরূপ ব্যক্তি পাপাচারে আরও অধিক মাত্রায় বল্গাহীন হয়ে উঠে। বস্তুতঃ এর মূল কারণই হচ্ছে ঈমানের মারাত্মক দুর্বলতা। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে সরল-সোজা পথে কায়েম রাখ, সত্যিকার সঠিক বোধ ও জ্ঞানশক্তি দান কর, নেকী ও পুণ্যের কাজে মশগুল রাখ এবং যারা আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয় তাদের শোকরগুযার হয়ে সে অনুযায়ী আমলে তৎপর হওয়ার তওফীক দান কর।

তিন—শত্রুর মুখে তুমি তোমার দোষ-ত্রুটি জেনে নাও। কেননা, অসন্তুষ্টি ও অপছন্দনীয়তার কারণে শত্রুর মুখ থেকে তোমার যে সমালোচনা হবে, তা সেই বন্ধুর তুলনায় বেশী উপকারী হবে যে বন্ধু নির্লিপ্ততা ও দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্যের কারণে তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে। কিন্তু আফসূস যে, মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে দুশমনকে অবিশ্বাস করা ; ফলে নিজের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও তাকে অবিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, হিংসার বশবর্তী হয়েই সে আমার সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করছে। অথচ প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি শত্রুর বক্তব্য থেকে আত্মসংশোধনের উপকরণ গ্রহণ করে থাকে।

চার—সাধারণ লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকবে। তাদের যেসব কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার তোমার অপছন্দ হয়, সেগুলো দিয়েই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিচার করবে। কারণ, মুমিন মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। কাজেই যেসব দোষ-ত্রুটি তোমার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে ধরা পড়েছে, সেগুলো তোমার মধ্যেও আছে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবে মানুষের পরস্পর সামঞ্জস্য রয়েছে এবং তারা একে অপরের কাছাকাছি। সুতরাং সমকালীন লোকদের কারও মধ্যে কোন দোষ থাকলে অপর জনের মধ্যে সেটির মূল উপাদান, কিংবা অধিক পরিমাণ অথবা কিছু না কিছু থাকবে। অতএব, এ দর্পণ-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতঃ নিজের নফ্সের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং দোষ-ত্রুটি হতে নিজকে সংশোধন ও পবিত্র করার চেষ্টা করবে। বস্তুতই যদি চরিত্র সংশোধন ও সজ্জিত করার জন্য এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে দীক্ষাদাতা ছাড়াই শিষ্টাচার শিক্ষা করা যায়।

জেনে রাখ ; অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নাও যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াবলীর গভীরে তুমি যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিন্তা

কর, তাহলে তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে এবং ইল্‌ম ও এক্বীনের নূর দ্বারা তোমার অন্তর উদ্ভাসিত হবে। ফলে, নফ্সের রোগ-দোষ ও চিকিৎসা-প্রতিকারের সকল পথ ও পন্থা সম্পর্কে তুমি সুস্থ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করবে। আর যদি তুমি উক্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম না হও, তবে অন্ততঃপক্ষে যোগ্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তির আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে ঈমান ও এক্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখ। কারণ, পূর্বোক্ত ইল্‌মের স্থান হচ্ছে, ঈমান ও এক্বীনের পর এবং তা পরেই অর্জিত হওয়ার বস্তু। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করবেন যাদেরকে ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে।" (মুজাদালাহ ঃ ১১)

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে নিলো তথা এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করলো যে, নফ্স ও প্রবৃত্তির বিরোধিতাই খোদাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ, এ বিশ্বাসের পর সে উপরোক্ত তথ্যাবলীর (বিস্তৃত) ইল্‌ম অর্জনে অপারগ রইল, সে ঈমানদারগণের মধ্যেই পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হলো, সে (ঈমানাদর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) ইল্‌মপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা এতদুভয়ের জন্যেই মঙ্গলের ওয়াদা করেছেন।

ঈমানের তাকীদে মুমিনের উপর যেসব করণীয় ও বর্জনীয় কার্যসমূহ অর্পিত হয়, সেইসবের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে, বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তিসমূহও রয়েছে এ ব্যাপারে প্রচুর।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

"যারা আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে, নিশ্চয় বেহেশতই তাদের বাসস্থান।" (নাযি'আত ঃ ৪০, ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

"তারা সেইসমস্ত লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া'র জন্য বিশুদ্ধ করেছেন।" (হুজুরাত ঃ ৩)

এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তর থেকে পার্থিব সাধ-অভিলাষ ও লোভ-লালসার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করে দেওয়া হয়েছে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি পঞ্চবিধ কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে ঃ এক. অন্যান্য মুমিন তার প্রতি ঈর্ষা করে। দুই. মুনাফিক তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তিন. কাফের তার সাথে যুদ্ধ করে। চার. শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। পাঁচ. নফ্‌স তার সাথে ঝগড়া ও মোকাবেলা করে।" নফ্‌স ও প্রবৃত্তি যে বস্তুতই মুমিনের শত্রু, তা এ হাদীস থেকে পরিস্কার বোঝা গেল। কারণ, এই নফ্‌স তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সবসময়ই ঝগড়া, মোকাবেলা ও চেষ্টা করতে থাকে। কাজেই নফ্‌সের বিরুদ্ধে জেহাদ করা এক অপরিহার্য কর্তব্য।

বর্ণিত আছে, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠিয়েছেন ঃ হে দাঊদ! নফ্‌স ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজে আত্মরক্ষা কর এবং তোমার সহচরবৃন্দকেও তা থেকে সতর্ক কর। কারণ, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পার্থিব সাধ-অভিলাষে মত্ত, তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, ফলে তারা আমার মা'রেফাত ও পরিচয় থেকে বঞ্চিত থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, "সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা অদৃশ্য-গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র ওয়াদাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষিত পার্থিব সাধ-অভিলাষ ত্যাগ করেছে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করে প্রত্যাবর্তনকারী

একটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ "তোমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের দিকে আসলে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বড় জিহাদ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ বড় জিহাদ হচ্ছে, নিজের নফ্‌সের সঙ্গে জিহাদ করা।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও হুকুম পালনে স্বীয় নফ্‌সের বিরোধিতা করতে পারে।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ "নফসের বিরোধিতার চাইতে কঠিন কিছু আমি অনুভব করি নাই ; কখনও সে আমার উপর বিজয়ী হয়ে যায়, আর কখনও আমি।"

হযরত আবুল আব্বাস মাওসেলী (রহঃ) স্বীয় নফসকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "তুই রাজপুতদের সাথে মিশে দুনিয়া উপার্জনেও মনোযোগী হস্ না কিংবা নেক বান্দাদের সাথে মিশে আখেরাতের কাজেও মনোযোগী হস না ; আমি তোকে নিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ঝুলছি; তোর শরম আসা উচিত।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "নফ্‌সের চেয়ে মারাত্মক অবাধ্য জানোয়ার আমি আর দেখি নাই ; এটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্ত লাগামের প্রয়োজন।"

হযরত ইয়াহয়া ইব্‌নে মুআয রাযী (রহঃ) বলেন ঃ কৃচ্ছ-সাধনার তরবারী দ্বারা নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাও। এ সাধনা চার রকমে হতে পারে ঃ এক. খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দাও। দুই. নিদ্রা কমিয়ে দাও। তিন. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলো না। চার. মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য কর। খাদ্য কমিয়ে দিলে লোভ-লালসা ও অভিলাষ-রিপুর মৃত্যু ঘটে। নিদ্রা কমিয়ে দিলে চিন্তা-চেতনা স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। কথা-বার্তা কম করলে বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদে থাকা যায়.। মানুষের দুর্ব্যবহার ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করলে নিজের অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করা বস্তুতই বড় সাধনা।

মানব-প্রবৃত্তি একদিকে যদি স্বেচ্ছাচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়, তাহলে অপর দিকে খাদ্যের কমতি তাকে রক্ষা করার জন্য তাহাজ্জুদ নামায অপেক্ষা অধিকতর ধারালো তরবারীর কাজ করে। নিদ্রার

স্বল্পতা ও নিয়ন্ত্রণ মানুষকে নির্জনতা অবলম্বনে অভ্যস্ত করে তোলে। কথা-বার্তা কমিয়ে দিলে মানুষ উৎপীড়ন ও প্রতিশোধ থেকে নিস্কৃতি পায়। ফলে নফস ও প্রবৃত্তির ক্ষতি সাধন থেকেও তুমি বেঁচে থাকবে। পাপাচারের ঘোর অন্ধকারও তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। এভাবে নফ্সের ধ্বংসাত্মকতা থেকে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে। এর শুভ পরিণাম এই হবে যে, তোমার এই নফ্স জ্যোতির্ময়, স্বচ্ছ ও আধ্যাত্মিকতায় প্রভাবিত হবে, নেক আমল ও ইবাদতের পথে চলমান হবে ; যেমন তীব্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া ময়দানে দৌড়ায় এবং বাদশাহ বাগানে ভ্রমণ করে।"

ইয়াহ্য়া ইব্নে মুআয রাযী (রহঃ) আরও বলেছেন ঃ "মানুষের শত্রু তিনটি ঃ দুনিয়া, শয়তান ও নফ্স। ঘৃণা ও অনাসক্তির মাধ্যমে দুনিয়া থেকে, বিরোধিতা করে শয়তান থেকে এবং ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাস পরিহার করে নফ্স থেকে আত্মরক্ষা কর।"

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানীর উক্তি হচ্ছে, "প্রবৃত্তি যার উপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোভ-লালসা ও সীমাতিরিক্ত কামনা-বাসনার শিকার হয়ে যায়। তার নিজের নিয়ন্ত্রণে তখন আর কিছুই থাকে না ; ভীত অপদস্ত হয়ে সে প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয় ; লাগাম ধরে প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরায়। সর্বতোভাবে তার অন্তর নেককার্যসমূহ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।"

হযরত জাফর ইব্নে হুমাইদ (রহঃ) বলেন ঃ সকল জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এ ব্যাপারে একমত যে, নেয়ামত পাওয়া যাবে নেয়ামত বর্জনে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ করলেই আখেরাতের নায-নেয়ামত হাসিল হবে।

হযরত আবূ ইয়াহ্য়া ওয়ার্রাক (রহঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুকূলে অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদির খাহেশ মিটিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজ অন্তরে লজ্জা ও অপমানের বৃক্ষ রোপণ করেছে।"

হযরত ওহাইব ইব্নে ওয়ারদ (রহঃ) বলেন ঃ "রুটির অতিরিক্ত আর সবই প্রবৃত্তিপরায়ণতা।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ "যারা পার্থিব লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে গেছে তারা যেন যিল্লত ও অপমানের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন খাদ্য-সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োজিত হয়ে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বার হাজার সর্দারকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন, তখন মিসরীয় আযীযের (বাদশাহ) স্ত্রী বলেছিলেন ঃ "পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি পাপাচারের কারণে বাদশাহদেরকে গোলামে পরিণত করেছেন আর ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মোজাহাদার ফলশ্রুতিতে গোলামদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছেন। বস্তুতঃই লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতাই বাদশাহদেরকে গোলামী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে আর সীমালংঘনকারীদের এটাই সাজা। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও খোদাভীতি গোলামদেরকে বাদশাহী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে এবং ছবর অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন নেক্কার লোকদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।" (ইউসুফ ঃ ৯০)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেছেন ঃ "এক রাতে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম—যিকির-আযকারে মশগুল হলাম ; কিন্তু এতে আমি সেই স্বাদ ও স্বস্তি অনুভব করি নাই যা অন্য সময় হতো। নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করে শয্যা গ্রহণ করলাম। কিন্তু তা-ও সম্ভব হলো না। অতঃপর উঠে বসে পড়লাম ; কিন্তু তখন আমার বসার শক্তিও ছিল না। অবশেষে ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম—এক ব্যক্তি গায়ের উপর চুগা (পোষাক বিশেষ) জড়িয়ে পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে। সে আমার আগমন অনুভব করে বললো ঃ হে আবুল কাসেম (হযরত জুনাইদের উপনাম) ! তুমি জলদি এদিকে আস। আমি বললাম, হে আমার সর্দার! আপনি কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই এসে গেলেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করেছিলাম, আমার জন্য তোমার অন্তরকে যেন উদ্বেলিত করেন। আমি বললাম, ঠিক তাই হয়েছে ; এখন বলুন, আপনার প্রয়োজন কি? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ নফ্সের রোগের চিকিৎসা হয় কখন? আমি বললাম ঃ "যখন নফ্স তার সাধ-অভিলাষ ও বাসনার বিপরীত চলে।" একথা শুনে তিনি

স্বীয় নফ্‌সকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে নফ্‌স! শুনে রাখ ; এই একই জওয়াব আমি তোকে সাত বার দিয়েছি ; কিন্তু তুই হযরত জুনাইদ ব্যতীত অন্য কারও জওয়াব শুনতে রাজী নস, এখন তো তুই তার কাছেও সেই জওয়াবই পেলি। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন ; আমি তাকে চিনতে পেলাম না।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন ঃ

اِلَيْكُمْ عَنِّى الْمَاءَ الْبَارِدَ فِى الدُّنْيَا لَعَلِّى لَا اُحْرَمُهُ فِى الْاٰخِرَةِ

"তোমরা দুনিয়াতে ঠাণ্ডা পানি আমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যাতে আখেরাতে আমি এ থেকে বঞ্চিত না হই।"

এক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কথা বলার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন, যখন তোমার চুপ থাকতে মনে (প্রবৃত্তি) চায়। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো ; চুপ থাকার সময় কোন্‌টি? তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার কথা বলতে মনে চায়।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন দুনিয়াতে প্রবৃত্তির লোভ-লালসা ও আশা-আকাংক্ষা বর্জন করে চলে।"

অধ্যায় ঃ ৭৭

ঈমান ও নেফাকের বর্ণনা

[নেফাক ঃ ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফ্‌র]

পরিপূর্ণ ঈমান হচ্ছে— খাঁটী দেলে আল্লাহ্ তা'আলা, তওহীদ ও একত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনয়ন করা দ্বীনের উপর একীন ও তদনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

"পূর্ণ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর তাতে কোন সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্ পথে (দ্বীনের জন্য) শ্রম স্বীকার করেছে ; তাঁরাই সত্যবাদী।" (হুজুরাত ঃ ১৫)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج

"বরং পুণ্য তো এই যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

উক্ত আয়াতে ঈমানের জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে—যেমন ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করা, কষ্ট-ক্লেশে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি—এভাবে

মোট কুড়িটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

"তাঁরাই প্রকৃত সত্যবাদী।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাদেরও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে।" (মুজাদালাহ্ ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط الاية

"যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহ্‌র পথে), ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, তাঁরা সমান নয় ; বরং তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে।" (হাদীদ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ

"এ সমস্ত লোক মর্যাদায় আল্লাহ্‌র নিকট বিভিন্ন স্তরের হবে।" (আলি-ইমরান ঃ ১৬৩)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "ঈমান একটি বিবস্ত্র দেহ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তাক্ওয়ার (আল্লাহ্-ভীতি) বস্ত্র পরিধান করানো হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাখা হচ্ছে পথের কাঁটা দূর করা।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে জানা যায় যে, আমলের সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর 'নেফাক' ও 'শির্কে খফী' অর্থাৎ গোপন শিরক (যেমন রিয়া) হতে পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে সত্যিকার ঈমান আছে বলে গণ্য হবে না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি দোষ যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, সে খাঁটী মুনাফিক ; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দাবী করে যে, সে মুমিন। এক. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. যখন ওয়াদা করে, তা খেলাফ (বিপরীত) করে। তিন. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, খিয়ানত করে। চার. যখন ঝগড়া করে, অশ্লীল বকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "এ উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিকদের অস্তিত্ব ক্বারীদের (ক্বেরাআত পাঠকারী) মধ্যে রয়েছে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে শিরক পাথরের উপর পিপিলিকার পদচারণা অপেক্ষা নিঃশব্দে এবং অধিক সন্তর্পণে বিদ্যমান থাকবে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেউ এমন কোন কথা বলে বসতো যে কারণে সে মুনাফিক হয়ে যেতো এবং এরই উপর তার মৃত্যু হতো। আর আজকের যুগে সে ধরণের কথা আমি তোমাদের মুখে দশ দশ বার উচ্চারিত হতে শুনি।" (অথচ তোমাদের কোন পরোয়াই নাই।)

এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজকে মুনাফেকী থেকে মুক্ত-পবিত্র মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুনাফেকীর অতি নিকটবর্তী হয়ে রয়েছে।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ অপেক্ষা আজকের যুগে মুনাফিকদের সংখ্যা অনেক বেশী। সে যুগে তারা নিজেদের নেফাক গোপন করে রাখতো ; কিন্তু আজকে তারা দিবালোকে প্রকাশ করে বেড়ায়। এ নেফাক সত্যিকারের ঈমানের বিপরীত এবং খুবই সূক্ষ্ম বস্তু। যারা নিজেদের মধ্যে নেফাকের আশংকা বোধ করে, তারা এ থেকে দূরে রয়েছে, পক্ষান্তরে যারা নেফাক-মুক্ততার দাবী করে, তারাই আসলে এতে লিপ্ত।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল যে, এ যুগে নেফাকের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেছিলেন ঃ "ওহে! মুনাফিকদের যদি দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার রীতি থাকতো, তবে তোমরা আতঙ্কের কারণে ঘর থেকে বের হতে পারতে না।"

হযরত হাসান বসরী অথবা অন্য কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ "মুনাফিকদের যদি (চিহ্নস্বরূপ) লেজ গজানোর নিয়ম থাকতো, তবে আমরা রাস্তায় পা ফেলতে পারতাম না।"

একদা এক ব্যক্তি হাজ্জাজের বিরূপ সমালোচনা করছিল। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) তা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন ঃ দেখ, যদি হাজ্জাজ তোমার এসব মন্তব্য শুনতে থাকতো, তাহলে কি তুমি তা করতে পারতে? লোকটি বললো ঃ না। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটাকে মুনাফেকী মনে করতাম।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (শাস্তিস্বরূপ) দুই জিহ্বাবিশিষ্ট করে উঠাবেন।"

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে, যে দ্বিমুখী আচরণ করে—একজনের সাথে সে এক রকম বলে, অপরজনের সাথে সে-কথাটিই অন্য রকম বলে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট বলা হয়েছিল যে, এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করে যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ মুনাফেকী নাই। তিনি বলেছেন ঃ "আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, আমার মধ্যে নেফাক অর্থাৎ মুনাফেকী নাই, তবে এটা সোনায় ভরপুর সারা জাহান অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) আরও বলেন ঃ মন-মুখ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এবং ভিতর-বাইর এক না হওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ।"

হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার আশংকা হয় যে, আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কিনা। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি নিজ সম্পর্কে মুনাফেকীর আশংকা বোধ না করতে, তাহলে সত্যিই তুমি মুনাফিক হতে।

হযরত ইব্‌নে আবী মুলাইকাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত ত্রিশ জন কিংবা (অপর বর্ণনায়) একশত পঞ্চাশ জন সাহাবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে নেফাকের আশংকা করতেন। (এ ছিল তাঁদের খোদা-ভীতি ও অতি উচ্চ পর্যায়ের ঈমানী চেতনা।)

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মজলিসে বসা ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আলোচনা প্রসঙ্গে একজন লোকের খুবই প্রশংসা করলেন। একটু পরেই সে লোকটিও মজলিসে এসে উপস্থিত হয় ; মাত্রই উযূ করে আসার কারণে তাঁর চেহারা থেকে উযূর পানি গড়িয়ে পড়ছিল, তাঁর হাতে ছিল পাদুকাদ্বয়, দুই চোখের মধ্যমর্তী স্থানে সিজদার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইনিই সেই লোক, যার আমরা প্রশংসা করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো এর মুখমণ্ডলে শয়তানের ছাপ লক্ষ্য করছি। লোকটি সালাম দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মজলিসে বসে গেল। হুযূর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ "আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সত্য করে বল—তুমি যখন এখানে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো, তখন তোমার মনে কি একথা আসে নাই যে, এদের মধ্যে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ

লোক আর কেউ নাই? লোকটি বললো, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমি তাই মনে করেছি। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দো'আয় বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সবকিছু থেকে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও ভয় ও আশংকা বোধ করেন? তিনি বললেন ঃ "সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকি—এছাড়া কোন উপায় নাই। কেননা, মানুষের মন সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ; তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা তাতে পরিবর্তন করে দেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

"আর আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যার ধারণাও তাদের ছিল না।" (যুমার ঃ ৪৭)

হযরত সির্‌রী সাক্‌তী (রহঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফুল-বাগিচায় প্রবেশ করার পর বিভিন্ন রকমের সুন্দর পাখী যদি এক স্বরে তাকে বলতে থাকে—হে আল্লাহ্র ওলী! আপনাকে সালাম, আপনাকে সালাম, এতে যদি সে আত্মপ্রসাদ ও আনন্দ উপভোগ করে, তাহলে বুঝতে হবে—লোকটি তার প্রবৃত্তির হাতে বন্দী।

উপরোক্ত রেওয়ায়াত ও বর্ণনাসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নেফাক বা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফর কত সূক্ষ্ম এবং গোপনভাবে থাকতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

হযরত উমর (রাযিঃ) অনেক সময় হযরত হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতেন—মুনাফিকদের মধ্যে আমাকে তো উল্লেখ করা হয় নাই? অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে তিনি নেফ্‌াকের আশংকা করতেন এবং উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত হুযাইফাহ্ থেকে জানতে চাইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম মুনাফিকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন কিনা।

হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ জনৈক শাসকের মুখে একদা আমি একটি আপত্তিকর উক্তি শুনে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি আশংকা করেছি যে, সে আমাকে হত্যা করার হুকুম দিবে। মৃত্যুর ভয় আমার ছিল না এবং এ জন্যেও আমি প্রতিবাদ

থেকে বিরত থাকি নাই। বরং আমি আশংকা বোধ করেছিলাম যে, হত্যাকালে আমার প্রাণ নির্গত হওয়ার সময় মানুষের নিকট আমার সুনামের দরুণ হয়ত আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করবো ; এ জন্যেই আমি প্রতিবাদ থেকে বিরত রয়ে গেলাম। বস্তুতঃ এটা নেফাকের সেই প্রকার যা মূল ঈমানের বিপরীত নয় ; বরং ঈমানের হাকীকত, সততা, পূর্ণতা ও স্বচ্ছতার পরিপন্থী। তাই নেফাক দুই ভাগে বিভক্ত ঃ এক. যে নেফাকের দরুণ মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়, কাফের বলে গণ্য হয় এবং পরিণামে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়। দুই. যে নেফাকের দরুণ দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয় কিংবা বহুলাংশে মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং সিদ্দীকীন থেকে মর্যাদা বহু নিম্নতর হয়ে যায়।

অধ্যায় ঃ ৭৮

গীবত ও চুগলখোরীর বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে গীবত ও পরনিন্দার জঘন্যতা বর্ণনা করেছেন এবং গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন ঃ

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর।" (হুজুরাত ঃ ১২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমানের সবকিছু অপর মুসলমানের উপর হারাম ; অর্থাৎ রক্ত, সম্পদ, ইয্যত।" আর গীবত মানুষের ইয্যত নষ্ট করে, তাকে অপমান করে ; তাই হারাম।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا

"তোমরা কারও প্রতি কেউ হিংসা করো না, পরস্পর শক্রতা ও বিদ্বেষ পোষণ করো না, কারও দোষ-ত্রুটি খুঁজার পিছনে পড়ো না এবং পরস্পর বিচ্ছেদমূলক আচরণ করো না।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে—

"তোমরা গীবত করা থেকে বাঁচ। কেননা গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।" এই জঘন্যতার কারণ হচ্ছে—ব্যভিচারী আল্লাহ্র কাছে সনিষ্ঠ তওবা করলে তিনি তা কবুল করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন ; কিন্তু গীবতকৃত বান্দা যে পর্যন্ত গীবতকারীকে ক্ষমা না করবে, আল্লাহ্ তাআলাও তাকে ক্ষমা করবেন না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى أَقْوَامٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظَافِيرِهِمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ـ

"মিরাজ-রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, যারা বিরাটকায় ধারালো নখের দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল মারাত্মক ভাবে কাটতে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হে জিব্রাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা দুনিয়াতে মানুষের গীবত ও নিন্দাবাদ করতো আর মানুষের ইয্যত-সম্মান নষ্ট করার জন্য পিছনে লেগে থাকতো।"

হযরত সুলাইমান ইব্নে জাবের (রাযিঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু নেক আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বল্লেন ঃ

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَصُبَّ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي وَأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ وَإِنْ أَدْبَرَ فَلَا تَغْتَبْهُ ـ

"নেক আমল ছোট হোক আর বড়—কোনটাকেই তুমি তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তোমার বালতি থেকে অপরের বালতিতে পানি ভরে দিবে কিংবা প্রসন্ন চেহারায় তোমার কোন ভাইকে সাক্ষাৎ দিবে ; সে বিদায়

নেওয়ার পর তার কোন নিন্দাবাদ করবে না (—এসব আমল প্রকৃতপক্ষে তুচ্ছ নয়)।

হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা (বয়ান) দিলেন। এমনকি গৃহে অবস্থানরতা মহিলাদেরকেও তা শুনালেন ঃ "ওহে! তোমরা যারা মুখে মুসলমান হয়েছো অথচ অন্তরে বিশ্বাস কর নাই, তারা মুসলমানদের নিন্দাবাদ করো না, তাদের দোষ খুঁজো না। কারণ যে তার ভাইয়ের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজবেন। আর যার দোষ খুঁজবেন তিনি তাকে অপমানিত করবেন—যদিও সে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, "গীবত এমন এক জঘন্য অভ্যাস, যদি কেউ এ থেকে তওবা করেও মারা যায়, তবুও সে সকলের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি গীবতের গুনাহে লিপ্ত থেকে মারা যায় তা'হলে সে জাহান্নামে সর্বপ্রথম প্রবেশকারীরে মধ্যে হবে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা রাখতে বললেন এবং আরও বললেন যে, আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ রোযা ভঙ্গ করো না। লোকেরা সকলেই রোযা রাখলো। সন্ধ্যার সময় এক একজন এসে বলতে লাগলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রোযা রেখেছি ; আপনি অনুমতি দিলে ইফ্তার করে নেই। তিনি অনুমতি দিতেন—এভাবে লোকেরা ইফতার করে নেয়। এদের মধ্যে একজন লোক এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঘরে দুইজন স্ত্রীলোক রোযা রেখেছে ; তারা আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে লজ্জা পায় ; তাদের রোযা ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করলে তারা ইফতার করে নিতো। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় কথাটি আরজ করলো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার আরজ করলো। তখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

তারা রোযা রাখে নাই ; যারা দিনভর মানুষের গোশ্ত খেয়েছে তাদের রোযা কেমন করে হয়? তাদেরকে গিয়ে বলো—যদি রোযাদার হয়ে থাকে

তাহলে যেন তারা বমন করে। লোকটি গিয়ে তাদেরকে জানালে পর তারা বমন করলো। এতে তাদের ভিতর থেকে জমাট রক্ত বের হলো। লোকটি পুনরায় এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবস্থা জানালো। তিনি বললেন ঃ কসম সেই পবিত্র সত্তার, যার হাতে আমার জান, এসব পদার্থ যদি তাদের পেটের ভিতর থেকে যেতো, তবে আগুন তাদের খেতো। অন্য বর্ণনায় ঘটনাটির শেষাংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্মুখ দিক থেকে এসে লোকটি বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীলোক দু'জন মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উপস্থিত করতে বললেন। উপস্থিত করা হলে দু'জনের একজনকে একটি পাত্রে বমন করতে বললেন। সে বমন করলো। ফলে, পাত্রটি রক্ত এবং পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর অপর স্ত্রীলোকটিকে বমন করতে বললেন। সে বমন করলো। এতেও একটি পাত্র রক্ত ও পূঁজে ভরে গেল। অতঃপর হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এরা রোযা রেখে আল্লাহ্ তাআলার হালাল খাদ্য আহার করা থেকে বিরত রয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু (মৃত) ভক্ষণ করেছে। অর্থাৎ তারা একত্র বসে পরস্পর গীবত ও পরনিন্দায় লিপ্ত হয়ে মৃতদের গোশত্ খেয়েছি।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে সূদ ও সূদের জঘন্যতা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, সূদের একটি মাত্র দিরহামও ছত্রিশ বার যেনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ ; আর সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক সূদ হচ্ছে, কোন মুসলমানকে হেয় করা।

চুগলখোরী

চুগলখোরী করা অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় দোষ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ۝

"অপবাদ কারী ও চুগলখোর ব্যক্তি।" (ক্বলম ঃ ১১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝

"রুক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত (ও) হয়।" (ক্বলম ঃ ১৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

"যানীম' ঃ অবৈধজাত এবং যে কথা গোপন রাখে না।" হযরত ইব্‌নে মুবারক (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত থেকে মর্ম আহরণ করে ইঙ্গিত আকারে এ কথা প্রমাণিত করছেন যে, যে কোন ব্যক্তি যদি কথা গোপন রাখতে না জানে এবং চুগলখোরী করে বেড়ায়—এ অভ্যাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবৈধজাত হওয়া বুঝায়। কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

"মহা দুর্ভোগ রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য ঃ যে কারও নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।" (হুমাযাহ্‌ ঃ ১)

এক ব্যাখা অনুযায়ী 'হুমাযাহ্‌' দ্বারা চুগলখোর ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আবূ লাহাবের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

"সে কাষ্ঠ বহন করে আনে" (লাহাব ঃ ৪)

বর্ণিত আছে স্ত্রীলোকটি ছিল চুগলখোর ; একের কথা বহন করে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে) অপরের কাছে পৌছিয়ে দিতো।

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

"তারা উভয়েই সেই বান্দাদ্বয়ের খিয়ানত (হক নষ্ট) করেছে, সুতরাং সে দু'জন সৎ বান্দা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তাদের কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে নাই।" (তাহ্‌রীম ঃ ১০)

বস্তুতঃ সে দুজন মহিলার মধ্যে হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর অভ্যাস

ছিল, লোকদেরকে নবীর মেহ্‌মানদের আগমন-সংবাদ জানিয়ে দিতো (অতঃপর তারা এসে এদের সাথে জঘন্য দুর্ব্যবহার করতো। আর হযরত নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী লোকদের কাছে তাঁকে পাগল বলে বেড়াতো।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "চুগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

"অন্য এক হাদীসে আছে ঃ কাত্তাত জান্নাতে যাবে না।" আর কাত্তাত' অর্থ হচ্ছে, চুগলখোর।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয় তারা, যাদের আখলাক-চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।—যারা বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, সহানুভূতিশীল ও লোকদের সাথে ভালবাসা ও সদাচরণে অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় তারা যারা চুগলখোরী করে ভাইদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। এবং সৎ ও নির্দোষ লোকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলবো—সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বল্‌লেন ঃ যারা চুগলখোরী করে এবং ভাল মানুষের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে।"

হযরত আবূ যর গেফারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَشَاعَ عَلٰى مُسْلِمٍ كَلِمَةً لِيَشِيْنَهُ بِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ شَانَهُ اللّٰهُ بِهَا فِى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বদনাম করার জন্য কোন কথা প্রচার করে, ক্বিয়ামতের দিন সে কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَيُّمَا رَجُلٍ اَشَاعَ عَلٰى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ بَرِئٌ لِيَشِيْنَهُ بِهَا فِى الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَشِيْنَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى النَّارِ ـ

"যদি কেউ অন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুনিয়াতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন অপপ্রচার করে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই দোযখে নিক্ষেপ করে হেয় করবেন।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ عَلٰى مُسْلِمٍ بِشَهَادَةٍ لَيْسَ لَهَا بِاَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি (স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে) সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য না হয়ে কোন মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।"

কথিত আছে যে, কবরের এক তৃতীয়াংশ আযাব চুগলখোরীর কারণে হয়ে থাকে।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে তাকে হুকুম করেছেন ঃ ওহে! কথা বল্। তখন সে বলেছে ঃ "সৌভাগ্যবান ঐসব লোক যারা আমাতে প্রবেশ লাভ করবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আট শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ঃ ১. মদ্যপানে অভস্ত। ২. যেনা-ব্যভিচারে অভ্যস্ত। ৩. চুগলখোর। ৪. দায়ূস (অর্থাৎ যার স্ত্রী, মা, বোন যেনাকারীতে লিপ্ত ; কিন্তু সে তাদেরকে বিরত রাখে না)। ৫. অত্যাচারী প্রহরী-পুলিশ। ৬. নপুংসক (অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোকের ভাব-ভঙ্গি অবলম্বন করে ও গান-বাজনায় মত্ত হয়)।

৭. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদনকারী। ৮. যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে এ কথা বলে যে, আমি যদি অমুক কাজটি না করি তাহলে আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকবো ; অতঃপর সে কাজটি সম্পাদন করলো না।

হযরত কাব আহবার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—একদা বনী ইস্রাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হযরত মূসা (আঃ) বারবার বৃষ্টির জন্য দো'আ করা সত্ত্বেও বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ্ পাক ওহী পাঠালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কোন চুগলখোর ব্যক্তি শরীক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারও দো'আ কবূল করা হবে না। হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনি বলে দিন—আমাদের মধ্যে চুগলখোর ব্যক্তি কে? আমরা তাকে আমাদের থেকে পৃথক করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হে মূসা! আমি নিজেই চুগলখোরী হারাম করেছি ; আবার তা বলে দিয়ে আমি তাতে লিপ্ত হবো? অতঃপর তারা সকলেই আল্লাহ্র দরবারে তওবা করলো। পরে বৃষ্টিও হলো।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সাতটি কথা জানার জন্য সাতশত ফর্সখ (প্রায় তিন মাইলে এক ফরসখ হয়) সফর করে এক হাকীম-তত্ত্বজ্ঞানী খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। সে আরজ করলো—আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা থেকে কিছু আহরণ করার জন্য আমি এসেছি। আপনি বলুন—১. আসমানের ওজন কি পরিমাণ এবং আসমানের চেয়ে বেশী ওজনী কোন্ জিনিসটি? ২. জমীনের ওজন কি এবং এর চেয়ে ভারী কোন্ বস্তুটি? ৩. পাথর সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও শক্ত ও কঠিন বস্তু কোন্টি? ৪. আগুন সম্পর্কে বলুন যে, এর চেয়েও উত্তপ্ত কোন্ জিনিসটি? ৫. যাম্হারীর (সীমাহীন ঠাণ্ডা, দোযখেরও একটি নাম) সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে অধিক ঠাণ্ডা কোন্টি? ৬. সাগর সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে বেশী প্রশস্ত কি? ৭. এতীম সম্পর্কে বলুন যে, এরচেয়ে হেয়-লাঞ্ছিত কে?

জ্ঞানী লোকটি জবাব দিল ঃ ১. নিষ্পাপ-নির্দোষ লোকের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা আসমান অপেক্ষা-ভারী গুনাহ। ২. হক কথা যমীনের চেয়েও বেশী ওজনী। ৩. কাফেরের মন পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত ও কঠিন। ৪. লোভ ও হিংসা আগুণের চেয়েও বেশী উত্তপ্ত। ৫. নিকটজন ও আত্মীয়ের কাছে কোন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করার পর তা পূরণ

না হওয়া যাম্হারীর অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা। ৬. অল্পেতুষ্ট ব্যক্তির অন্তর সাগর অপেক্ষাও বেশী প্রশস্ত। ৭. চুগলখোরের অপকর্ম যখন প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন সে এতীম-অনাথের চেয়েও বেশী হেয়-অপদস্থ।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি চমৎকার নসীহত করেছেন ঃ "লোকদের মধ্যে চুগলখোরীতে যে ব্যক্তি অভ্যস্ত তার এ দুশ্চরিত্রের বৃশ্চিক ও সর্প থেকে তার বন্ধুরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। যেমন রাতের অন্ধকারের বন্যাস্রোত; কেউ বলতে পারে না কোনদিক থেকে এসে কোনদিকে গেল।"

অপর একজন নসীহত করেছেন ঃ "অপরের বিরুদ্ধে যে তোমার কাছে চুগলখোরী করে, সে তোমার বিরুদ্ধেও অপরের কাছে নির্দ্বিধায় চুগলখোরী করবে। কাজেই তুমি এহেন লোকদের সংশ্রব থেকে পূর্ণ সতর্ক থেকো।"

অধ্যায় ঃ ৭৯

শয়তানের শত্রুতা

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের অন্তরে দুই প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনার উদ্রেক হয় ঃ এক. ফেরেশ্তার পক্ষ থেকে। এ খেয়াল মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ এবং হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করে। যাদের অন্তরে এরূপ খেয়াল ও ধ্যান-কল্পনা উদিত হয়, তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ। সুতরাং এ জন্য তার আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর ও প্রশংসা আদায় করা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনার উদ্রেক ঘটে শয়তানের পক্ষ থেকে। এতে মানুষের মন অসৎ ও অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, হক ও সত্যকে অস্বীকার করে এবং সৎ ও কল্যাণকর কার্যসমূহ পরিহার করে চলে। যে ব্যক্তি তার অন্তরে এহেন অবস্থা অনুভব করবে সে যেন 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

"শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় এবং অসৎ কাজের পরামর্শ দেয়।" (বাক্বারাহ ঃ ২৬৮)

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "দ্বিবিধ চিন্তা-কল্পনা মানুষের অন্তরে আনাগুনা করে। এক. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর দ্বিতীয়টি শত্রুর (শয়তান) পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই বান্দার প্রতি যে উভয়বিধ চিন্তা ও খেয়াল মাত্রই হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত খেয়াল ও চিন্তা-কল্পনা অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য ও হুকুম-আহ্কাম পালনে ব্যাপৃত হয়ে যায়। আর শত্রুর পক্ষ থেকে আগত কল্পনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা ও

সাধনায় রত হয়ে যায়।

জাবের ইব্‌নে উবাইদাহ্ আদাভী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী ইব্‌নে যিয়াদ (রাহঃ)-এর নিকট আরজ করেছি যে, আমার অন্তরে কখনও ওয়াস্‌ওয়াসহ বা কুমন্ত্রনা আসে না। তিনি বল্‌লেন ঃ "অন্তর হচ্ছে গৃহের ন্যায় ; এতে চোর প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে ; যদি ঘরে কিছু থাকে তাহলে চোর চুরি করতে পারে কিংবা ডাকাত হামলা করতে পারে। কিন্তু চোর বা ডাকাতের জন্য যদি ঘরে কিছুই না থাকে, তাহালে তাদের হামলার প্রশ্ন থাকে না। অর্থাৎ অন্তর যদি কাম-প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকে, তবে, শয়তান তাতে প্রবেশ করে না।" এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

"বাস্তবিক আমার বান্দাদের উপর তোমার কিছুমাত্র ক্ষমতা চলবে না।" (হিজর ঃ ৪২) কাজেই যে ব্যক্তি নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো, সে প্রকৃতপক্ষ নফ্‌সেরই গোলাম ও দাস হলো ; আল্লাহ্‌র গোলাম সে নয়। এজন্যেই এহেন প্রবৃত্তিপূজারীদের উপর শয়তানকে নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

"আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মাবূদ সাব্যস্ত করেছে?" (জাসিয়াহ্ ঃ ২৩)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রবৃত্তিই তার খোদা ও মাবূদ, অতত্রব সে প্রবৃত্তির বান্দা হলো ; আল্লাহ্‌র বান্দা নয়।

হযরত আমর ইব্‌নে আস (রাযিঃ) একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার নামায ও ক্বিরাআতে বাধা সৃষ্টি করে।" হুযূর বল্‌লেন ঃ এ শয়তনের নাম 'খুন্‌যুব'। যখনই তুমি এটা অনুভব কর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর (অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম পড়) এবং বাম দিকে তিন বার থুথু কর। হযরত অমর ইব্‌নে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূরের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তা সম্পূর্ণ

দূর করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, উযূর সময় একটি শয়তান হামলা করে থাকে এটার নাম 'ওয়ালাহান'। তোমরা এটা থেকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। সর্বোপরি অন্তর থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণই দূর করতে পারে। কেননা, আল্লাহর্ যিকির ও স্মরণ থাকলে অন্তর যেহেতু এটাতে ব্যাপৃত থাকবে, সুতরাং কোন শূন্যতা না থাকার কারণে অন্য কোন ধ্যান-খেয়াল ও কুমন্ত্রণা অন্তরে স্থান পাবে না। এ ছাড়া শয়তানের গমনাগমন ও উপস্থিতির জায়গা হচ্ছে অশ্লীল-অহেতুক ও বেহুদা গল্প-গোজারির স্থানসমূহ ; আল্লাহ্‌র যিকিরের স্থানসমূহ শয়তানের উপস্থিতি-স্থল নয়। সুতরাং যে অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও যিকির রয়েছে, তাতে শয়তানী কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয় না। এছাড়া আরও কারণ হচ্ছে, যে কোন ব্যাধির চিকিৎসা হয় রোগের বিপরীত প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। আর সর্ববিধ শয়তানী কুমন্ত্রণার বিপরীত হলো 'আল্লাহ্‌র যিকির' 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্'। তাই এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে এটা এমন সব পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের কাজ যাদের জীবনে আল্লাহ্‌র যিকির প্রকৃতই প্রাধান্য পেয়েছে। আর শয়তানও ঠিক এমন লোকদের প্ররোচিত করার সুযোগের সন্ধানে থাকে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا
فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝

"নিশচয় যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয়, তখন তারা আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আ'রাফ ঃ ২০১)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ "পবিত্র কুরআনের আয়াত রয়েছেঃ

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

"কুমন্ত্রনা প্রদানকারী পশ্চাদাপসরণকারীর (অর্থাৎ শয়তানের) অপকারিতা হতে।" (নাস ঃ ৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, শয়তান সর্বদা মানবের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ; যখন দেখে অন্তর আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন, তখন সে মূর্ছে পড়ে, আর যখন দেখে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে সে গাফেল–অন্যমনস্ক তখন শয়তান অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানী কুমন্ত্রণার মধ্যখানে আবর্তিত হওয়ার এ অবস্থাকে আলো এবং অন্ধকার কিংবা দিবস ও রাতের মাঝে আবর্তিত হওয়ার সাথে তুলনা করা চলে। আল্লাহ্‌র যিকির ও শয়তানের কুমন্ত্রণার পরস্পর বৈপরিত্যের বিষয় পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط

"শয়তান তাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে।" (মুজাদালাহ্‌ ঃ ১৯)

হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خُرْطُوْمَهٗ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِنْ هُوَ ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى خَنَسَ وَاِنْ نَسِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلْتَقَمَ قَلْبَهٗ

"শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে শুঁড় লাগিয়ে বসে আছে; যদি সে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকে, তবে সে পিছু হটে যায়। আর যদি আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল হয়, তবে তাঁকে লুকমা বানিয়ে (গলধঃকরণ করে)নেয়।"

ইব্‌নে ওয়াযযাহ্‌ (রহঃ) তৎবর্ণিত এক হাদীসে বলেছেন ঃ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি তওবা না করে, তাহলে শয়তান তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে বলে যে, এটা ঐ চেহারা যেটা আখেরাতে নাজাত পাবে না। আর খাহেশ ও কাম–প্রবৃত্তি যেমন মানুষেড় রক্ত–মাংসে সংমিশ্রিত থাকে, অনুরূপভাবে শয়তানের আধিপত্যও মানুষের রক্ত–মাংসে প্রবিষ্ট এবং সর্বদিক থেকে তার অন্তরে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এজন্যেই হুযূর

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের চলাচলের ন্যায় বিরাজ করে। অতত্রব তোমরা অল্পাহার ও ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য–সাধনার দ্বারা শয়তানের প্রবেশদ্বার বন্ধ কর।" বস্তুতঃ এরই মাধ্যমে খাহেশ ও কাম–প্রবৃত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ ও স্তিমিত হয়ে আসবে, ফলে শয়তানের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইবলীস শয়তানের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط

"আমি তাদের (ক্ষতির) জন্য আপনার সরল পথে বসবো, অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাবো তাদের সম্মুখ দিক হতেও এবং তাদের পশ্চাদ্দিক হতেও এবং তাদের ডান দিক হতেও এবং তাদের বাম দিক হতেও।" (আ'রাফ ঃ ১৬, ১৭)

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ শয়তান আদম–সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য বিভিন্ন পথে আস্তানা গেড়েছে। ইসলামের পথে বসে সে বনী আদমকে বলে, কিহে! তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছো? অথচ তোমার বাপ–দাদার ধর্ম তা ছিল না। কিন্তু মানুষ ইবলীসের অবাধ্যতা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর সে তার হিজরতের পথে বসে বলে, কিহে! তুমি হিজরতের ইচ্ছা করেছো? আপন মাতৃভূমি আপন পরিবেশ ছেড়ে যাচ্ছ? কিন্তু সে তার–অবাধ্যতা করে হিজরত করেছে। অতঃপর সে তার জিহাদের পথে বসে বলে, কিহে! জিহাদের ইচ্ছা করছো? অথচ এতে তোমার জান মাল সম্পদ ধ্বংস হবে, তুমি নিজে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসবে, তোমার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভাগ–বাটোয়ারা হয়ে যাবে। এরপরেও আদমের সন্তান ইবলীসের বিরোধিতা করে জিহাদ করেছে। (হুযূর বলেন ঃ) এসব কিছুর পর সে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কর্তব্য হয়ে যায়।"

অধ্যায় ঃ ৮০

আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত ও নফ্সের হিসাব-নিকাশ

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন ঃ "মহব্বত বস্তুতঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণের নাম।" অপর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ "সর্বদা যিকিরে মত্ত থাকার নাম মহব্বত" আরেক বুযুর্গ বলেন ঃ "প্রিয়কে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নাম মহাব্বত।" এক বুযুর্গ বলেন ঃ "দুনিয়ায় অবস্থান করাকে অপছন্দ করার নাম মহব্বত।" বস্তুতঃ এ সবকিছু মহব্বতের অনিবার্য ফলশ্রুতির বিবরণ মাত্র ; মহব্বতের প্রকৃত স্বরূপ কেউ বর্ণনা করেন নাই।

এক বুযুর্গের উক্তি মতে—"মহব্বত আসলে স্বীয় প্রিয়পাত্রের প্রতি এমন এক আকর্ষণ, যা বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর উপলব্ধি করে থাকে ; কিন্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে সে অক্ষম।"

হযরত জুনাইদ বাগাদাদী (রহঃ) বলেন ঃ "পার্থিব মোহে পতিত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। কোন প্রাপ্তি বা বিনিময়ের লক্ষে উৎসারিত মহব্বতের অবস্থা হচ্ছে, যখনই সেই বিনিময় বা স্বার্থ অনুপস্থিত হয়, তখনই সেই মহব্বতও খতম হয়ে যায়।"

হযরত যুন্নূন (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্র মহব্বতের দাবীদার ব্যক্তিকে বল—আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও সম্মুখে নত হওয়া থেকে বাঁচ।"

হযরত শিব্লী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্কে মহব্বতকারী—এ দুয়ের পরিচয় কি? তিনি বলেছেন ঃ "আরেফ অর্থাৎ আল্লাহ্র পরিচয়প্রাপ্ত যদি কথা বলে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়, আর মহব্বতকারী যদি নিশ্চুপ থাকে, তবে ধ্বংসে পতিত হয়।

হযরত শিবলী (রহঃ) নিম্নের এই পংক্তিগুলো পাঠ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَرِيْمُ   حُبُّكَ بَيْنَ الْحَشَا مُقِيْمُ

"হে মহান দয়ালু মনিব! আপনার মহব্বত আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

يَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفُوْنِىْ   اَنْتَ بِمَا مَرَّ بِىْ عَلِيْمُ

"হে আমার নয়নযুগল থেকে নিদ্রা হরণকারী! আমি যে কিরূপ ব্যাকুল ও অস্থির অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছি, তা আপনি অতি উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন।"

হযরত রাবেয়া আদাভিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ আমার প্রিয়তমের খোঁজ আমাকে কে দিবে? তাঁর খাদেমা জবাব দিয়েছে, আমাদের প্রিয়তম আমাদের সাথেই রয়েছে, কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে তার থেকে পৃথক করে রেখেছে।

ইব্নে জালা' (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, আমি যখন আমার বান্দার অভ্যন্তর দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত ও আকষর্ণশূন্য পাই, তখন তার অন্তরকে আমার ভালবাসা ও মহব্বত দিয়ে ভরপূর করে দেই এবং তাকে আমার খাস হেফাযতে নিয়ে নেই।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত সাম্নূন (রহঃ) একদা মহব্বত ও ভালবাসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এমন সময় একটি পাখী উড়ে এসে সামনে পড়ে গেল এবং আপন ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁদতে (এবং কি যেন তালাশ করতে) লাগলো। এমনকি এ অবস্থায়ই সে মারা গেল।

হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) বলেছেন ঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনি জানেন—আপনি আমাকে মহব্বত-ভালবাসা দান করেছেন, আপনার স্মরণ ও যিকিরের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করেছেন, আপনার কুদরত মহিমা ও মহানত্বের চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এসব নেয়ামতের তুলনায় জান্নাত আমার কাছে মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও রাখে না।"

হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্কে যে ভালবাসে ; তার

মহব্বত যার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে-ই প্রকৃত জীবন পেয়েছে, আর যে দুনিয়ার মোহে পতিত হয়েছে, সে বঞ্চিত হয়েছে। নির্বোধ লোক সকাল-সন্ধা কেবল কিছুই নাই; অভাবের আর্তনাদ ও প্রাচুর্যের অন্বেষায় লেগে থাকে আর বুদ্ধিমান নিজের দোষ-ক্রটির অন্বেষা ও সংশোধনে ব্যাপৃত থাকে।"

নফ্সের মোহাসাবা বা হিসাব-নিকাশ

স্বীয় প্রবৃত্তি ও নফসের মোহাসাবার বিষয়ে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে নিদেশ দিয়েছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ; এবং প্রত্যেকের উচিত—আগামী (ক্বিয়ামত) দিবসে সে কি (আমল) প্রেরণ করছে, (বা এর জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছে,) সে বিষয়ে চিন্তা করা।" (হাশর ঃ ১৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক অতীত আমলসমূহের মোহাসাবাহ্ অর্থাৎ স্বীয় সর্ববিধ কার্যকলাপের হিসাব-নিকাশের হুকুম করেছেন। এজন্যেই হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا

"(ক্বয়ামতের দিন) তোমাদের হিসাব-নিকাশ লওয়ার পূর্বেই (দুনিয়াতে) নিজেদের হিসাব নিজেরা করে নাও এবং তোমাদের (আমল) ওজন হওয়ার পূর্বেই নিজেরা ওজন করে লও।"

বর্ণিত আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, তুমি কি প্রকৃতই নসীহত কামনা কর? লোকটি বল্লো, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর বললেন ঃ তাহলে, শুনো-যে কোন কাজ করবে শেষ পরিণতি চিন্তা করে নিবে ; যদি সঠিক ও কল্যাণকর হয় তবে করবে। আর যদি ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট কাজ হয় তবে তা থেকে বিরত থাক।"

আরও বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান লোকের উচিত যে, সে যেন তার সময়কে চার ভাগে ভাগ করে এবং তন্মধ্যে একটি সময় নফ্সের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের জন্য নিধারিত করে নেয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা কৃতকার্য হতে পার।" (নূর ঃ ৩১)

প্রকৃত তওবা হচ্ছে, মানুষ তার ভ্রান্ত ও অন্যায় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি দিনভর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একশত বার তওবা ও এস্তেগ্ফার করি।"

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

"যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যখন তাদের প্রতি শয়তানের পক্ষ হতে কোন আশংকা দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, ফলে অমনি তাদের চক্ষু খুলে যায়।" (আরাফ ঃ ২০১)

হযরত উমর (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন রাত হতো, তখন তিনি নিজ পায়ের উপর বেত্রাঘাত করতেন আর বলতেন—কিহে! আজকের দিন তুই কি কাজ করেছিস?

হযরত মায়মূন ইব্নে মেহ্রান (রহঃ) বলেন, "বান্দা প্রকৃত মুত্তাকী তখনই হতে পারে, যখন সে যৌথ ব্যবসায় আপন অংশীদারের চেয়ে নিজ আমল-আখলাকের হিসাব ও খোঁজ-খবর নেয় বেশী।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় আমার নিকট বলেছেন, আমার কাছে হযরত

উমরের চেয়ে বেশী মাহ্‌বূব' (প্রিয়) কেউ নাই। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কি বলেছি? আমি পুনরাবৃত্তি করলে তিনি শব্দ পরিবর্তন করে বল্‌লেন, আমার কাছে হযরত উমরের চেয়ে বেশী 'আযীয' (মাহ্‌বূব শব্দের কাছাকাছি অর্থবহ) কেউ নাই।" এখানে লক্ষনীয় যে, শব্দটি মুখে উচ্চারণ করার পরেও পুনর্বার তাতে চিন্তা করে সেটিকে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করলেন। বস্তুতঃ এ ছিল তাঁর মোহাসাবা এবং পূর্ণ সতর্ক হিসাব-নিকাশ।

হযরত আবূ তাল্‌হা (রাযিঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন, এমন সময় একটি পাখী তাঁর বাগানে উড়ে এসে বসলো।পাখীটি তাঁর বাগানের প্রচুর ও ঘন বৃক্ষ-লতা ও পত্র-পল্লবের কারণে সেখান থেকে বের হতে পারছিল না। এ দেখে হযরত আবূ তাল্‌হা নামাযের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তার এই অম্যমনস্কতার কারণ যেহেতু এ বাগানটিই হয়েছে, তাই তিনি গোটা বাগানটিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন এবং এ অন্যমনস্কতার ক্ষতিপূরণের আশা করলেন। এ-ই ছিল তাঁদের মোহাসাবা ও হিসাব-নিকাশের সামান্যতম নমুনা।

হযরত ইব্‌নে সালাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, লাক্‌ড়ির একটি বোঝা তিনি নিজ মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবূ ইউসুফ (তাঁর উপনাম)! আপনার গোলাম-খাদেম থাকা সত্ত্বেও আপনি নিজে এ কষ্ট করছেন কেন? তিনি বললেন ঃ ওহে! আমি চেয়েছি—আমার নফ্‌স ও প্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, নাকি সে এ বোঝা বহন করতে অস্বীকার করে?

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিন আপন প্রবৃত্তির প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে এবং যাবতীয় কর্ম-কীর্তির বিষয়ে সর্বদা হিসাব গ্রহণ করে। বস্তুতঃ যারা দুনিয়াতেই প্রত্যেকটি কাজ চিন্তা-ভাবনা ও চুলচেরা হিসাবের সাথে আঞ্জাম দিয়েছে, আখেরাতে তাদের হিসাব সহজ হয়ে যাবে।" অতঃপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ " উদাহরণতঃ মুমিনের সম্মুখে এমন কোন বস্তু এসে গেল, যা তার কাছে খুবই পছন্দনীয়

এবং তার বিশেষ প্রয়োজনেরও বটে ; কিন্তু এর পরেও সে এটাকে শুধু এজন্যে পরিত্যাগ করে যে, তা আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ। আমলের পূর্বে নফ্‌সের মোহাসাবা এরই নাম। আর যদি কখনও মুমিনের পক্ষ থেকে কার্যতঃ কোন ত্রুটি বা স্খলন হয়ে যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ শোধ্‌রে যায় এবং নফ্‌সকে সম্বোধন করে বলে যে, এ কাজে তুই মোটেই অপারগ নস্‌ ; পুনরায় এ কাজ আর করবো না ইন্‌শাআল্লাহ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। মদীনার অদূরে তিনি পরিদর্শনে ঘুরা-ফেরা করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাগানে প্রবেশ করলাম। আমাদের মাঝখানে শুধু একটি দেওয়াল ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) তখন বলছিলেন, বাহ্‌ বাহ্‌ হে উমর আমীরুল মুমেনীন, দম্ভ-অহমিকার শিকার হয়ো না ; আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই তোমাকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে একদিন জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতে হবে, সে দিনকে ভয় কর, সাবধান হও। তা না হলে কঠিন শাস্তি ভোগতে হবে।"

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"আর এমন আত্মার কসম করছি, যে নিজকে তিরস্কার করে।"
(কিয়ামাহ ঃ ২)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন ঃ সত্যিকার মুমিন ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আত্ম-সমালোচনা করে নিজের চুলচেরা হিসাব নিতে থাকে—অমুক কথাটি বলেছো ; কি উদ্দেশ্যে বলেছো? এই যে খাদ্য খেলে কেন খেলে, কি ফায়দা তোমার সম্মুখে রয়েছে? এই যে পানীয় পান করলে ; এতে তোমার কি মাক্‌সাদ? এভাবে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে হুঁশিয়ারী অবলম্বন করে থাকে। পক্ষান্তরে, গাফেল ও খোদাবিমুখ যারা, তারা অবলীলায় দুনিয়ার যিন্দেগী অতিবাহিত করে ; কোনই চিন্তা-ফিকির বা হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন তাদের জীবনে নাই।

হযরত মালেক ইব্‌নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে নিজকে সম্বোধন করে বলে যে, ওহে! তুই

কি অমুক অন্যায় কাজ করিস্ নাই? তুই কি অমুক অপরাধ করিস্ নাই? এভাবে সে নিজকে অহরহ তিরস্কার করতে থাকে। অতঃপর সে স্বীয় নফ্সকে লাগামবদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী করে গড়ে তোলে এবং একমাত্র আল্লাহ্র কিতাবকেই সে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নেয়। এ হচ্ছে নফ্সের প্রতি তিরস্কার ও সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপের তরীকা।"

হযরত মায়মূন ইব্নে মেহ্রান (রহঃ) বলেন ঃ "প্রকৃত খোদাভীরু ও মুত্তাকী যারা, তারা নফ্সের চুলচেরা হিসাব অত্যাচারী বাদশাহ্ এবং কৃপণ অংশীদার ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশী নিয়ে থাকে।"

হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন ঃ "আমি আমাকে ধ্যান ও কল্পনাজগতে ফেলে দেখেছি—জান্নাতে প্রবেশ করেছি, সেখানে বেহেশ্তী খাদ্য ও ফলমূল আহার করছি, জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ থেকে বিভিন্ন পানীয় পান করছি, বেহেশ্তী হূরদের সাথে গলাগলি করছি। তারপরেই ধ্যান করেছি— আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভয়ানক কাঁটাযুক্ত যাক্কুমবৃক্ষ আমাকে খাওয়ানো হচ্ছে, পচা দুর্গন্ধময় পূঁজ আমাকে পান করানো হচ্ছে, জাহান্নামের বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে আমাকে বাঁধা হয়েছে। সেখানেই আমি আমার নফ্সকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওহে! এখন বল, তুমি কি চাও। সে বললো, আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক ; আমি সৎভাবে চলবো। আমি বললাম ঃ নাও, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে ; তুমি দুনিয়াতেই আছ, খবরদার! খুব সতর্ক হয়ে চলবে।"

হযরত মালেক ইব্নে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাজ্জাজকে খুতবা দিতে শুনেছি, সে বলছিল ঃ "আল্লাহ্ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে অন্যের খোঁজ-খবর ও হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজের খবর নেয় ; অন্যের জন্যে মাথা ঘামানোর আগে নিজের হিসাব চুকায়। আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে নিজের নফ্সকে লাগাম দিয়ে আবদ্ধ করে নিয়েছে, অতঃপর সে যাচাই করে যে, তার সর্ববিধ কাজে নিয়ত ও উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ পাক রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে এ কথার চিন্তা করে যে, আমার আমলনামার ওজন ও পরিমাপ কতটুকু হয়েছে। এ ধরনের আরও বহু কথা সে তাঁর বক্তব্যে একাধারে বলে যাচ্ছিল ; অবশেষে সে ভীষণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জ্বলন্ত প্রদীপে আগুনের অতি সন্নিকটে নিজের অঙ্গুলি রাখতেন। যখন আগুনের উত্তাপ অনুভব করতেন, তখন নফ্সকে সম্বোধন করে বলতেন, ওহে মুসলিম দাবীদার! আজকে তুই অমুক অন্যায় কাজটি কেন করেছিস? অমুক দিন অমুক অপরাধটি কেন করেছিলে?

অধ্যায় ঃ ৮১

সৎকাজ ও পাপকার্যের সংমিশ্রন

হযরত মা'কিল ইব্‌নে ইয়াসার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মানুষের উপর এমন সময় আসবে, যখন পবিত্র কুরআন তাদের অন্তরে পুরাতন বলে অনুভূত হবে—যেরূপ শরীরে কাপড় পুরাতন অনুভূত হয়। সে সময়ের লোকদের প্রত্যেকটি কাজ লোভ ও স্বার্থের সাথে জড়িত হবে ; আল্লাহর ভয় কিছুমাত্রও থাকবে না। তাদের মধ্যে যদি কেউ নেক আমল করে, তবে সে নিজেই বলে যে, আল্লাহ্ কবূল করে নিবেন। আর কোন গুনাহের কাজ করলে বলে যে, আল্লাহ্ মাফ করবেন।"

বস্তুতঃ কুরআনুল করীমের ভীতিপ্রদ ও সতর্ককারী আয়াতসমূহ সম্পর্কে এসব লোকের কোনই জ্ঞান নাই, এজন্যেই তারা ভয় ও শাস্তির চিন্তা না করে লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে নাসারাদের সম্পর্কে অনুরূপ খবর দেওয়া হয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ

"তাদের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা তাদের নিকট থেকে (কিন্তু তারা কিতাবের বিনিময়ে) এই তুচ্ছ দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে যে, "নিশ্চয়ই আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবো।" (আ'রাফ ঃ ১৬৯)

অর্থাৎ উত্তরাধিকারে তারা কিতাবী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার মায়া-মোহে তারা লিপ্ত হয়ে রয়েছে; হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার না করে প্রবৃত্তির অনুসরণে দুনিয়া-উপার্জনে লিপ্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

"যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয় ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।" (রাহ্‌মান ঃ ৪৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝

"এ তাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।" (ইব্‌রাহীম ঃ ১৪)

কুরআনুল-করীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই সতর্কীকরণ ও ভয়-প্রদর্শন। যে কেউ মনোযোগ ও চিন্তা সহকারে কুরআনে করীম অধ্যয়ন করবে, অবশ্যই তার জীবনে এর প্রভাব পড়বে এবং আখেরাতের ফিকির ও আল্লাহ্‌র ভয় তার অন্তরে জাগরুক হবে ; যদি সে মুমিন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা এই যে, মানুষ কেবল কুরআনের বাহ্যিক উচ্চারণ ও শব্দাবলীর পেছনেই পড়ে রয়েছে ; এমনকি এসব বাহ্যিকতার জন্য পরস্পর বিতর্ক ও বাহাস-মোনাযারায় পর্যন্ত মগ্ন হচ্ছে, আর তিলাওয়াতের প্রশ্নে যে ভাব ও সুর অবলম্বন করা হয়, তাতে মনে হয় যেন আরবী কবিতা ও পংক্তি আবৃত্তি করা হচ্ছে। মোটকথা, তাদের কুরআনের আসল অর্থ, উদ্দেশ্য এবং সে অনুযায়ী বাস্তব আমলের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। আফ্‌সূস ! এর চেয়ে বড় বঞ্চনা ও ধোকাগ্রস্ততা দুনিয়াতে আর কি আছে? এর কাছাকাছি আফ্‌সূসজনক অবস্থা হচ্ছে তাদের যাদের আমল মিশ্রিত; কিছু ভাল আর কিছু মন্দ, কিন্তু মন্দের পরিমাণই বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা (তওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে ; তারা এই ধারণায় মত্ত রয়েছে যে, তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে। বস্তুতঃ এরাও পূর্বোক্তদের ন্যায় ধোকা ও প্রতারণার শিকার হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় জাহালত ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ধোকা ও প্রতারণার শিকার এ উভয়বিধ লোকদেরকে তুমি দেখবে—একদিকে তারা হালাল-হারামে মিশ্রিত যৎসামান্য সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদ্‌কা করে, কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের প্রচুর পরিমাণ মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করছে এবং অন্যান্য হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জনে মত্ত রয়েছে। আর এহেন হারাম থেকেই সদকা-খয়রাত করে মুক্তি ও নেকীর

আশা করে রয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, হারাম উপায়ে অর্জিত কিংবা হালাল উপায়েই হোক, তা থেকে দশ দিরহাম সদ্‌কা করে দিলে হারামের হাজার দিরহাম তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। ধিক্ তাদের মানসিকতার উপর। বস্তুতঃ এটা এমন হলো যে, দাঁড়ির এক পাল্লায় দশ দিরহাম অপর পাল্লায় হাজার দিরহাম রেখে দশের পাল্লার ওজন হাজারের পাল্লা অপেক্ষা ভারী হওয়ার প্রত্যাশা করলো। আফ্‌সূস! অজ্ঞতারও তো কোন অবধি থাকা চাই।

আবার এদের মধ্যে অনেকেই এমন এয়েছে, যারা ধারণা করে যে, তাদের নেক আমলের পরিমাণ মন্দ আমল অপেক্ষা বেশী। কাজেই নফ্‌স ও প্রবৃত্তির হিসাব-মোহাসাবা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি মোটেই আগ্রহী হয় না এবং মন্দ ও গুনাহের কার্যাবলী মিটাতে এতটুকু চেষ্টারত হয় না। বরং সামান্য কিছু ইবাদত ও নেক আমল করে ফেললে সেটা হিসাব কষে স্মরণশক্তির মণিকোঠায় সংরক্ষিত করে রাখে। যেমন কেবল মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' উচ্চারণ করে কিংবা দিনে একশত বার 'সুব্‌হানাল্লাহ্' পড়ে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সময় মুসলমানদের কুৎসাবাদ, নিন্দা-গীবত, ইয্‌যত-সম্মান বিনষ্টকরণ ও আল্লাহ্‌র মর্জীর খেলাফ অজস্র-অগণিত অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত রইল আর মনে মনে প্রত্যাশা করলো যে, 'সুব্‌হানাল্লাহ্' 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্' পড়ে রেখেছি ; এর বিনিময়ে নেকী লাভ করবো। অথচ সারাদিনব্যাপী যেসব অন্যায় ও অহেতুক কথায় লিপ্ত রয়েছে তাতে যে পরিমাণ গুনাহ্ হলো, তা পূর্বোক্ত একশত বার তসবীহ্ বরং হাজার বার অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী এবং ফেরেশ্‌তাগণ তা লিপিবদ্ধও করে নিয়েছেন—সেদিকে মোটেও খেয়াল করলো না। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের প্রতিটি কথার হিসাব-নিকাশের বিষয় পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করে রেখেছেন, ইরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

"সে (মানুষ) যে কোন কথা মুখ হতে বের করা মাত্র তার নিকটেই একজন নেগাহ্‌গান (ফেরেশ্‌তা) প্রস্তুত রয়েছে (সে লিপিবদ্ধ করে নেয়)" (ক্বাফ ঃ ১৮)

অথচ এসব লোক সব সময়ই কেবল তাদের তসবীহ্, তাহ্‌লীল ও

সওয়াব গণনার মধ্যেই থেকে যায় ; ওদিকে গীবত, মিথ্যা, চুগলখোরী ও মুনাফেকী প্রভৃতি পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য যে কি মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে, সেদিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করে না। বস্তুতঃ এ সবকিছু ধোকা ও প্রতারণার শিকার হওয়ার জঘন্যতম পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। অবস্থা এই যে, তাদের 'সুব্‌হানাল্লাহ্' পাঠে যতটুকু নেকী হয়েছিল, অন্যায় ও বেহুদা কথার একাংশ দ্বারাই তা শেষ হয়ে গেছে ; এর অতিরিক্ত অন্যায় ও বেহুদা কথা লিপিবদ্ধ করার বিনিময়ে ফেরেশ্‌তাগণ যদি তাদের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করে তবে অবশ্যই তারা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত করে নিবে এবং অন্যায় বা বেহুদা কথা বলা থেকে অবশ্যই বিরত হবে ; এমনকি জরুরী ও আবশ্যকীয় কথা বলাও বন্ধ করে দিবে। আর কড়া হিসাব করে রাখবে, যাতে তসবীহের সংখ্যা অপেক্ষা বেহুদা বাক্যালাপের সংখ্যা বেড়ে না যায় ; যার ফলে পারিশ্রমিক প্রদানের অর্থদণ্ডে পতিত হতে না হয়।

অতীব আক্ষেপ ও পরিতাপের সাথে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় এদের অবস্থা দৃষ্টে যে, দুনিয়ার সামান্যতম সম্পদের জন্য কড়া অংক কষে হিসাব-নিকাশে কোন ত্রুটি করে না, বরং সর্বদা শংকিত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে, যাতে পার্থিব সামান্যতম অংশও বরবাদ না হয়। অথচ অতি উচ্চতর মর্যাদার স্থান জান্নাতুল-ফেরদাউস ও তন্মধ্যস্থ নেয়ামতরাজির বর্‌বাদি ও বঞ্চনার জন্য তাদের মোটেও কোন চিন্তা ও সতর্কতা নাই। এহেন দুরবস্থা বস্তুতই দুঃখজনক ও বড়ই মারাত্মক। এ সবের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে আমরা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, এসব তথ্যের বিষয়ে যদি মনে সন্দেহ পোষণ করি, তবে সত্যকে অস্বীকারকারী কাফেরে পরিণত হই, আর যদি বিশ্বাস করি, তবে ধোকাগ্রস্ত বোকা ও আহমকে পরিগণিত হই। চিন্তা করলে বাস্তবিকই এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, আমাদের আমল-আখলাক সেরূপ নয়, যেরূপ কুরআন মজীদের অনুসারীদের হওয়া উচিত ছিল— আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কুফ্‌রীর দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতি মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন। এতোসব বর্ণনার পরও যদি কেউ গাফলত ও উদাসীনতার দরুন সতর্ক-সাবধান হওয়া এবং একীন ও ঈমানী বিশ্বাসে দীপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, তবে সেটা তারই কসূর; তারই অপরাধ।

অধ্যায় ঃ ৮২

জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

"জামা'আতে নামায আদায় করা একা নামায পড়া অপেক্ষা সাতাইশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে জামা'আতে উপস্থিত পান নাই। তখন তিনি বলেছেন ঃ "আমি ইচ্ছা করেছি কাউকে (আমার স্থলে) ইমামতি করার হুকুম দিয়ে যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই তাদের বাড়ী যাবো ; অতঃপর তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিবো। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, যারা জামা'আতে হাজির হয় নাই, তাদের নিকট যাবো এবং কিছু লাকড়ি একত্র করা হবে অতঃপর এতে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলা হবে। অথচ তাদের কেউ যদি একটা গোশত মিশ্রিত হাড়ের অথবা দু'টি ভালো ক্ষুরের খবর পেতো, তবে নিশ্চয় এই জামা'আতে অর্থাৎ ইশার জামা'আতে হাজির হতো।"

হযরত উসমান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَاَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামাযে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাযও জামা'আতে

আদায় করলো, সে যেন সারা রাত্র নামাযে অতিবাহিত করলো।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে নামায আদায় করলো, সে যেন এক সাগর পরিমাণ ইবাদত করলো।"

হযরত সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন ঃ "বিশ বৎসর যাবৎ আমার অভ্যাস এই যে, মুআয্যিন যখন আযান দেয়, তখন আমি (পূর্ব থেকেই) মসজিদে উপস্থিত থাকি।"

হযরত মুহাম্মদ ইব্নে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, "দুনিয়াতে কেবল এই তিনটা জিনিসের আমার বড়ই সাধ— এক. আমার হিতাকাংখী এমন একজন ভাই, যিনি আমার ভুল সংশোধন করবেন এবং বক্র পথে চলা থেকে বারণ করবেন। দুই. অল্প খোরাক, যেটির বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে না হয়। তিন. আলস্যমুক্ত বা-জামা'আত নামায, যার সওয়াব আমার আমলনামায় লিখিত হবে।"

বর্ণিত আছে, হযরত আবূ উবাইদাহ্ ইব্নে জার্রাহ্ (রাযিঃ) একদা কিছু লোকের ইমামতি করেছিলেন, অতঃপর তিনি বলেছিলেন, শয়তান পূর্ব থেকেই আমার পিছনে লেগে রয়েছে—এর প্রতারণার ফলে অন্যের উপর আমার গুরুত্বের অনুভব হচ্ছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আমি আর কখনও ইমামতি করবো না।"

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি উলামায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হয় না, এমন ব্যক্তির ইমামতিতে তোমরা নামায পড়ো না।"

ইমাম নখ্য়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া নামাযে ইমামতি করে, তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সমুদ্রের পানির পরিমাপ করতে লাগলো; অথচ এর কম-বেশী হওয়া সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।"

হযরত হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন, "আমার নামাযের জামা'আত ছুটে গেছে সংবাদ পেয়ে একমাত্র আবূ ইসহাক বুখারীই আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন ; অথচ আমার পুত্র মারা গেলে দশ হাজারের অধিক লোক আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হাজির হতো— আফ্সুস! মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী মুসীবতের চেয়ে দ্বীনি মুসীবত অধিক সহজ (সহনীয়) হয়ে গেছে।"

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও

তা' কবূল করলো না (অর্থাৎ নামাযের জন্য মসজিদে হাজির হলো না), মূলতঃ সে নিজেই নিজের মঙ্গল কামনা করে না সুতরাং অন্য কেউ তার মঙ্গল কামনা করতে পারে না।"

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ "আদম সন্তানের কান যদি গলিত সিসা দ্বারা ভরে দেওয়া হয়, তবুও সেটা আযান শুনে মসজিদে না আসার চেয়ে কম মারাত্মক।"

একদা হযরত মাইমূন ইব্‌নে মিহ্‌রান (রহঃ) জামা'আতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিত হলেন, কেউ তাঁকে জানালো, জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, লোকেরা সব চলে গেছে, তখন তিনি বললেন ঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন—জামা'আতের সাথে নামায পড়া আমার নিকট (তদানীন্তন) ইরাকের 'বাদশাহীর' চেয়েও অধিক মূল্যবান।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি তকবীরে উলা সহকারে চল্লিশ দিন জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দুই বিষয়ে মুক্তির সনদ লিখে দিবেন ঃ এক. মুনাফেকী থেকে। দুই. জাহান্নাম থেকে।"

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন এমন কিছু লোক হবেন, যাদের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকবে। ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে আপনারা কি আমল করতেন? উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ আমরা আযান শুনার সাথে সাথে অন্য সমস্ত কাজ ত্যাগান্তে উযূ করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতাম। অতঃপর আরও একদল লোক আসবেন, যাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা বলবেন ঃ 'আমরা ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই উযূ করে নিতাম। অতঃপর আরও একদল আসবেন, যাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় চমকাতে থাকবে, তাঁরা বলবেন ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম।"

বর্ণিত আছে, বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকা ছিল, যদি কোনসময় তাদের তকবীরে উলা ফউত হয়ে যেতো, তবে তারা তিন দিন পর্যন্ত আফ্‌সূস করতেন আর যদি জামা'আত ফউত হয়ে যেতো, তবে সাত দিন পর্যন্ত আফ্‌সূস করতেন।

অধ্যায় ঃ ৮৩

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

"আপনার রব্ব অবগত আছেন যে, আপনি ও আপনার সঙ্গীগণের মধ্যে কতিপয় লোক কখনও রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এবং অর্ধেক রাত্রি আবার রাত্রির এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)

আরও বলেন ঃ

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

"নিঃসন্দেহে রাত্রিকালে উঠা অন্তর ও শব্দের সংযমের পক্ষে বিশেষ ক্রিয়াশীল এবং শব্দ খুব ঠিক ঠিক উচ্চারিত হয়।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ৬)

আরও ইরশাদ করেন ঃ

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

"তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে।" (সিজদাহ্ ঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে

থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে" (যুমার ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝

"আর যারা রাত্রিকালে নিজ রব্বের সম্মুখে সেজদা ও কিয়াম অবস্থায় (নামাযে) মশগুল থাকে।" (ফুরকান ঃ ৬৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য লও।" (বাক্বারা ঃ ৪৫)

এক অভিমত অনুযায়ী এক্ষেত্রে উল্লিখিত নামাযের দ্বারা গভীর রাতের তাহাজ্জুদের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা ইবাদত ও সাধনার জন্য সাহায্য লাভ কর।

হাদীস শরীফে আছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পিছন দিকে তিনটা গিরা লাগিয়ে দেয়, প্রতিটি গিরা লাগানোর সময় সে বলে থাকে ঃ "রাত্রি অনেক লম্বা ; এখনও প্রচুর সময় বাকি আছে, তুমি ঘুমিয়ে থাক।" জাগ্রত হওয়ার পর যদি সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ (যিক্‌র) করে, তবে তার একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর যদি উযূ করে, তবে আরেকটি গিরা খুলে যায়। তার পর যদি নামায পড়ে, তবে তৃতীয় গিরাটিও খুলে যায়। এভাবে সে স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে সকাল করে। অন্যথায় তার সকাল হয় ক্লেদ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে।"

এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো—সে সারা রাত্র সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ; "সে এমন ব্যক্তি, যার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।"

বর্ণিত আছে শয়তানের নিকট নস্য, চাটনি এবং এক প্রকার ছিটিয়ে দেওয়ার মত পদার্থ আছে। যে ব্যক্তি শয়তানের নস্য ব্যবহার করে সে

দুশ্চরিত্র হয়ে যায়, যে তার চাটনি আস্বাদন করে তার যবানে অকথ্য ভাষার প্রয়োগ তীব্র রূপ ধারণ করে এবং যে ব্যক্তির উপর শয়তান তার 'ছিটিয়ে দেওয়ার পদার্থ' প্রয়োগ করে সে সারা রাত্র ঘুমাতে থাকে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا الْعَبْدُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ

"বান্দার রাত্রির মধ্যভাগের দুই রাকআত নামায সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম। আমার উম্মতের জন্য কষ্ট হবে যদি মনে না করতাম তবে আমি এই নামায তাদের উপর ফরয করে দিতাম।"

হযরত জাবের (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে—"রাত্রিতে এমন একটি সময় আছে, কোন বান্দা সে সময়টিতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন নেক দো'আ করে তিনি তা কবূল করেন।" অন্য এক সূত্রে জানা যায় সে বিশেষ সময়টি সারা রাত্র বিদ্যমান থাকে।

হযরত মুগীরা ইব্‌নে শু'বাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে এতো দীর্ঘ সময় কিয়াম করতেন যে, তাঁর দুই পা মুবারক ফেঁটে যেতো। একদা আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ; তবুও আপনি কেন এতো কষ্ট করেন? তিনি জওয়াব দিয়েছেন, "তবে কি আমি আল্লাহ্‌র শোকর গুযার বান্দা হবো না?" অর্থাৎ এভাবে কষ্ট-সাধনার মাধ্যমে আমি আমার প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকি"—ফলে, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে অধিক দান করবো।" (ইব্‌রাহীম ঃ ৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি যদি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ তোমার সমগ্র জীবনে, মৃত্যুর মুহূর্তে, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরের ময়দানে পেতে চাও—এ আকাংখা যদি তোমার অন্তরে থাকে, তবে তুমি গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড় ; এতে তোমার উদ্দেশ্য থাকা চাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি তোমার গৃহাভ্যন্তরে কোণে কোণে নামায আদায় কর, তাহলে তোমার ঘর আসমানবাসীদের দৃষ্টিতে এমনভাবে চমৎকৃত হবে যেমন দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র চমকাতে থাকে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "তাহাজ্জুদ নামায পড়া তোমরা জরূরী করে নাও ; কেননা এ ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের অভ্যাস।" এ নামাযের ওসীলায় আল্লাহ্‌র পরম নৈকট্য লাভ হয়, গুনাহ্ মাফ হয়, যাবতীয় দৈহিক রোগ নিরাময় হয়, পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রাত্রের নামাযে অভ্যস্ত হয়, কোন সময় ঘুমের প্রাবল্যে যদি সে নামায পড়তে না পারে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় তার সওয়াব লিখে দেন ; আর ঘুম হয় তার জন্য সদকাস্বরূপ।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গিফারী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ তুমি যখন কোন সফরের পরিকল্পনা কর, তখন অবশ্যই কোন পাথেয়ের ব্যবস্থা করে থাক ; তাহলে আখিরাতের সফরের জন্য তুমি কি সম্বল করেছ, আমি কি তোমার পরপারের সেই সম্বলের কথা বলে দিবো? হযরত আবূ যর আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন অবশ্যই আপনি তা আমাকে বলে দিন। ইরশাদ করলেন ঃ কঠিন গ্রীষ্মের দিনে রোযা রাখ হাশরের ময়দানে নিরাপদ থাকবে। রাতের অন্ধকারে (তাহাজ্জুদ) নামায পড় কবরের বিভীষিকা দূর হবে। আর বড় বড় বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজ্জ কর। আর গরীব-মিসকীনকে সাহায্য কর—তাদের পক্ষে কোন হক কথা বলে অথবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে বিরত থেকে হলেও।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সাহাবীর অভ্যাস ছিল রাত্রিকালে লোকেরা যখন শুয়ে যেতো এবং গভীর ঘুমে বিভোর থাকতো, তখন তিনি নামাযে মগ্ন হয়ে যেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দো'আ করতেন ঃ "হে রব্ব! আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।" হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিষয় জানতে পেরে বললেন, যে সময় সে দো'আ করতে থাকে, তখন তোমরা আমাকে জানিও। এভাবে একদা তিনি তাঁর দো'আ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওহে! তুমি আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত চাওনা কেন?" তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই উপযুক্ত নই, আমার আমল সেই মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম নয়।" এর কিছুক্ষণ পর হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে হুযূরকে জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাঁকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য দোযখ হারাম করে দিয়েছেন এবং তাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করে নিয়েছেন (অর্থাৎ ফয়সালা হয়ে গেছে)।"

বর্ণিত আছে, একদা হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) কতই না ভালো লোক যদি তিনি রাতে নামায পড়েন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ কথা জানানোর পর তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।"

হযরত নাফে' (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে থাকতেন ; তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে নাফে'! সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেছে? আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, না, তখন পুনরায় তিনি নামায আরম্ভ করতেন। অনুরূপভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে আমি (পূর্বাকাশ দেখে) বলতাম, হাঁ সুব্‌হে সাদিক হয়ে গেছে, তখন তিনি বসে এস্তেগফারে রত হয়ে যেতেন, এভাবে ফজর পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করতে থাকতেন।

হযরত আলী ইব্‌নে আবী তালিব (রাযিঃ) বলেন ঃ এক রাত্রিতে হযরত ইয়াহ্‌য়া আলাইহিস সালাম তৃপ্ত হয়ে যবের রুটি আহার করেছিলেন। ফলে, সেই রাত্রিতে তিনি যিকর-আযকার না করেই শুয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবে সকাল হয়ে যায়। পরদিন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠালেন ঃ হে ইয়াহ্‌য়া!

তুমি কি আমার বেহেশ্‌তের চেয়েও উত্তম কোন আবাসস্থল পেয়ে গেছ? আমার সান্নিধ্যের চেয়েও উত্তম কোন সাহচর্য তুমি পেয়েছ? কেন তোমার এই অবসাদ? আমার ইয্‌যত ও প্রতাপের কসম, তুমি যদি আমার তৈরী বেহেশ্‌তের প্রতি একবার নজর কর, তবে অবশ্যই আশা–আকাংখা ও আগ্রহের আতিশয্যে তোমার চর্বি বিগলিত হয়ে যাবে এবং তোমার প্রাণ নির্গত হয়ে যাবে। আর দোযখের প্রতি যদি এক পলক তাকাও, তবে ভয়ের আধিক্যে তোমার চর্বি গলে যাবে, পূঁজের অশ্রুধারায় ক্রন্দন করবে এবং নরম পোষাক পরিহার করে চামড়ার পোষাক পরিধান করবে।"

একদা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলো, জনৈক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে কিন্তু ভোরে ঘুম থেকে উঠে চুরি করে। তিনি বললেন, শীঘ্রই নামায তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন সেই ব্যক্তির উপর, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় আর যদি স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে তবে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মহিলার উপর রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায় আর স্বামী উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে দু'রাকাত (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম অধিক যিকরকারী ও যিকরকারিনীদের মধ্যে লিখে নেওয়া হয়।"

তিনি আরও ইরশাদ করেন ঃ "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।"

হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওযীফা বা রাতের কোন আমল (নামায ইত্যাদি) না করে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য এমন সওয়াব লিখিত

হয় যেন সে রাতেই তা আমল করেছে।"

বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নের এ দু'টি পংক্তির নমুনা ছিলেন ঃ

اِغْتَنِمْ فِي الْفَرَاغِ فَضْلَ رُكُوعٍ
فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَةً

"অবসর পেলেই কিছু (দু' রাকআত) নফল নামায পড়ে নাও—এ তোমার জন্য মহাসম্পদ। অসম্ভব কিছু নয়—অকস্মাৎ তোমার মৃত্যু এসে যেতে পারে।"

كَمْ صَحِيحٍ رَأَيْتَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ
خَرَجَتْ نَفْسُهُ الصَّحِيحَةُ فَلْتَةً

"বহুবার তুমি দেখে থাকবে দিব্যি সুস্থ লোক যার কোন রোগ নাই, হঠাৎ তার মৃত্যু হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ঃ ৮৪

উলামায়ে ছূ বা অসৎ আলেম

দুনিয়াদার ও অসৎ আলেম যারা, তারাই উলামায়ে ছূ। ইল্‌ম হাসিলের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে, কেবল দুনিয়াবী নেয়ামত ও জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার জমা করা এবং উচ্চপদস্থ বড় বড় লোকদের কাছে মান-সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব হবে সেই আলেমের যে নিজের ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হয় নাই।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتّٰى يَكُوْنَ بِعِلْمِهٖ عَامِلًا ـ

"যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলেম হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করবে।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ ইল্‌ম দুই প্রকার ঃ এক প্রকার ইল্‌ম যা শুধু মুখের কথা ও ভাষায় ব্যক্ত করা পর্যন্ত সীমিত থাকে ; বস্তুতঃ এ ইল্‌ম অর্জনকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাক্ষ্য ও প্রমাণস্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার ইল্‌ম হচ্ছে, অন্তর ও অভ্যন্তরের ইল্‌ম। বস্তুতঃ এটাই প্রকৃত ইল্‌ম ; এবং অর্জনকারীর জন্য এ ইল্‌মই নাফে' ও উপকারী।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا تَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَ
لِتَصْرِفُوا بِهٖ وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ

"তোমরা এ উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করো না যে, সমকালীন আলেমদের সাথে গর্ব করবে ; তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, নির্বোধ লোকদের সাথে বাক-বিতণ্ডা ও ঝগড়া করবে এবং মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি এহেন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তিকে তার জানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে যদি সে তা গোপন করে তবে কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।"

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ "আমি তোমাদের ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তিকে দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর মনে করি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন ঃ ভ্রষ্ট পথে পরিচালনাকারী সমাজ ও জাতির নেতারা।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি কেবল অধিক বিদ্যাই অর্জন করে গেল ; অথচ হেদায়াতের পথে আসলো না—এরূপ বিদ্যার্জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বেরই কারণ হয়।"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ "ওহে ! আর কতদিন অন্ধকার রাতের পথচারীদের জন্য পথ পরিস্কার করবে আর দিশাহারা লক্ষ্যচ্যুত লোকদের সহবাস গ্রহণ করে থাকবে!"

উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতসমূহ এবং আরও অন্যান্য রেওয়ায়াতে ইল্‌মের অপরিসীম গুরুত্ব বুঝা যায় এবং সেই সঙ্গে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইল্‌ম হাসিল করার পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন না করা খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক অপরাধ। তাই, আলেম ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে যেমন চির সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে, অপরদিকে এর বিপরীত করে সে চির ধ্বংসও হতে পারে। সুতরাং সে যদি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইল্‌মের হক ও দায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ এই উম্মতের মধ্যে আমি ইল্‌মধারী

মুনাফিকের বিষয়টিকে বড় ভয়ঙ্কর ও আশংকাজনক বোধ করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! আলেম মুনাফেক হয় কি করে? তিনি বললেন ঃ মুখের ভাষায় ও কথনে সে বড় বিদ্বান ও আলেম, কিন্তু অন্তর এবং আমল এ উভয় দিক থেকেই সে জাহেল-মূর্খ।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "খবরদার! তুমি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা বড় বড় বিদ্বান লোকের বিদ্যা এবং বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানীদের প্রজ্ঞা একত্রিত করে নিয়েছে ; কিন্তু আমলের প্রশ্নে একেবারে শূন্য ; নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের পথ ধরেছে।"

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ)-এর নিকট আরজ করলোঃ আমার ইল্ম হাসিল করতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু আশংকা বোধ করি যে, হয়তঃ আমি ইল্মের হক আদায় করতে পারবো না ; বরং আরো বরবাদ করবো। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ বললেন ঃ "ইল্ম হাসিল না করাও মূলতঃ ইল্মকে বরবাদ করার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্রাহীম ইব্নে উয়াইনাহ্ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয় কে? তিনি বলেছেন ঃ দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হয়, যে অকৃতজ্ঞ লোকের প্রতি এহ্সান ও অনুগ্রহ করে। আর আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত হবে অসৎ আলেম।"

হযরত খলীল ইব্নে আহ্মদ (রহঃ) বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَرَجُلٌ يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ يَدْرِىْ فَذٰلِكَ نَائِمٌ فَاَيْقِظُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَيَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ مُسْتَرْشِدٌ فَاَرْشِدُوْهُ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِىْ وَلَا يَدْرِىْ اَنَّهٗ لَا يَدْرِىْ فَذٰلِكَ جَاهِلٌ فَارْفُضُوْهُ

"লোকেরা সাধারণতঃ চার প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

এক. যে জানে (অর্থাৎ ইল্ম শিক্ষা করেছে) এবং এ কথাও জানে (অর্থাৎ অনুভূতি রাখে) যে, সে জানে (অর্থাৎ নিজের ইল্মের দায়িত্বজ্ঞান আছে), এরূপ ব্যক্তি সত্যিকার আলেম ; তোমরা তার অনুসরণ কর।

দুই. যে জানে এবং একথা জানে না যে, সে জানে—এরূপ লোক ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে ; তাকে তোমরা জাগ্রত কর।

তিন. যে জানে না (অর্থাৎ নিরক্ষর) এবং এ কথা জানে (অর্থাৎ অনুভূতি আছে) যে, সে জানে না— এরূপ ব্যক্তি সত্যপথের অনুসন্ধানী ; তাকে তোমরা সত্য ও হেদায়াতের পথ দেখিয়ে দাও।

চার. যে জানে না (অর্থাৎ অজ্ঞ-মূর্খ) এবং এ কথাও জানে না যে, সে জানে না— এ ব্যক্তি জাহেল, দাম্ভিক ; তাকে তোমরা পরিহার কর এবং এ থেকে বেঁচে চল।"

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ

يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَاِنْ اَجَابَهٗ وَاِلَّا ارْتَحَلَ.

"ইল্ম চিৎকার করে আমলের দাবী জানায়, যদি তার দাবী ও আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ আলেম ব্যক্তি তার ইল্ম অনুযায়ী আমল করে, তবে সেই ইল্ম তার কাছে থাকে, অন্যথায় সে বিদায় নিয়ে নেয়।"

হযরত ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَاِذَا ظَنَّ اَنَّهٗ قَدْ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ.

"একজন লোক সত্যিকার আলেম বা জ্ঞানী হতে হলে সর্বদা (নিজকে মুখাপেক্ষী জ্ঞান করে) জ্ঞান-অন্বেষায় মগ্ন থাকতে হবে। আর যদি সে নিজকে আলেম বা জ্ঞানী ভেবে নেয়, তাহলে সে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী নয় ; জাহেল মূর্খ।"

হযরত ফুযাইল ইব্নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের উপর আমার বড় করুণা আসে ঃ এক. সমাজের শীর্ষস্থানীয় মান-গণ্য ব্যক্তি

যদি অপমানিত হয়। দুই. সমাজের বিত্তশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি দরিদ্র ও অভাবী হয়ে যায়। তিন. যে আলেম মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান হারিয়ে ফেলেছে ; লোকেরা যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে হেয় দৃষ্টিতে দেখে।"

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ

عُقُوْبَةُ الْعُلَمَاءِ مَوْتُ الْقَلْبِ وَمَوْتُ الْقَلْبِ طَلَبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ ـ

"আলেমের শাস্তি হচ্ছে, তার অন্তর মরে যাওয়া, আর অন্তর মরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, দ্বীন ও আখেরাতের কাজ করে দুনিয়া তলব করা।"

এ প্রসঙ্গে জনৈক আরবী কবি কতই না চমৎকার বলেছেন ঃ

عَجِبْتُ لِمُبْتَاعِ الضَّلَالَةِ بِالْهُدٰى
وَمَنْ يَشْتَرِىْ دُنْيَاهُ بِالدِّيْنِ اَعْجَبُ

"আমি বিস্মিত হই সে ব্যক্তির উপর, যে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে, আর যে ব্যক্তি দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া খরিদ করে তার অবস্থা আরও অধিক বিস্ময়কর।"

وَاَعْجَبُ مِنْ هٰذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِيْنَهُ
بِدُنْيَا سِوَاءٍ فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ اَعْجَبُ

"এ দুয়ের মধ্যে অধিকতর বিস্ময়কর হলো তার অবস্থা যে সমান দামে দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া নিয়ে নেয়।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "(অসৎ) আলেমকে এমন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে যে, দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে যাবে।"

হযরত উসামাহ্ ইব্‌নে যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন (অসৎ) আলেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ; তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে আসবে এবং এমনভাবে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা চাকীর চতুর্পার্শ্বে ঘুরতে থাকে। দোযখীরা তার আশে-পাশে জমা হয়ে জিজ্ঞাসা করবে—তোমার এ শাস্তি কি জন্যে হচ্ছে? সে বলবে, আমি মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু নিজে সে অনুযায়ী আমল করি নাই, লোকদেরকে আমি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নসীহত করেছি ; কিন্তু নিজে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকি নাই।" আলেমের শাস্তি এতো অধিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে জেনেশুনে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে হবে।" (নিসা ঃ ১৪৫)

মুনাফিকদের শাস্তির কঠোরতার কারণ— তারা সত্য বিষয় জানার পরেও অস্বীকার করেছে।

এমনিভাবে, নাসরাদের তুলনায় ইহুদীদেরকে অধিকতর অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে ; অথচ এরা নাসারাদের মত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্রের কথা এবং ত্রিত্ববাদের কথা বলে নাই ; এর কারণ হচ্ছে, এই ইহুদীরা জেনে-বুঝে এবং ভালভাবে পরিচয়লাভের পরও অস্বীকার করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ ط

"তারা তাঁকে এরূপ চিনে, যেরূপ তারা আপন পুত্রকে চিনে থাকে" (বাকারাহ্ ঃ ১৪৬)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

"অতঃপর যখন তাদের নিকট আসলো সেই পরিচিত কিতাব, তখন

তারা একে অস্বীকার করে বসলো ; সুতরাং আল্লাহ্‌র লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।" (বাকারাহ্ ঃ ৮৯)

অনুরূপ, বাল্‌আম বাউরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○

"আর তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার আয়াতগুলো প্রদান করেছিলাম, অতঃপর সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে পড়লো, অতএব শয়তান তার পিছনে লেগে গেল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (আ'রাফ ঃ ১৭৫)

উক্ত প্রসঙ্গের শেষ পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

"ফলতঃ তার অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল— তুমি যদি এটাকে আক্রমণ কর তবুও হাঁপাতে থাকে, অথবা যদি এটাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে।"

অনুরূপ, অসৎ আলেমেরও ঠিক একই পরিণাম। কেননা, বাল্‌আম বাউরকেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবের ইল্‌ম দান করেছিলেন ; কিন্তু সে কাম-প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, সে জ্ঞান-বিদ্যার কোনই পরোয়া করে নাই; ইল্‌ম আছে বা নাই—এ প্রশ্নই তার থাকে নাই; খাহেশাত ও কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থকরণে সে নিমজ্জিত হয়ে গেছে

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ "অসৎ আলেমের উদাহরণ সেই পাথরের ন্যায়, যেটি প্রবাহিত ঝর্ণার বহির্মুখে পতিত হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়; সে নিজেও পানি পান করে না এবং শস্যক্ষেত্রেও পানি যেতে দেয় না।"

অধ্যায় ঃ ৮৫

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ○

"নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের উচ্চতম স্তরে আছেন।" (কলম ঃ ৪)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ

خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

"আল-কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক-চরিত্র।"

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুন্দর ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। জওয়াবে তিনি এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ○

"আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ-জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।"

অতঃপর তিনি বল্‌লেন ঃ

هُوَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

"সুন্দর চরিত্র হচ্ছে, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার

সাথে মিশ এবং সম্পর্ক স্থায়ী রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর, আর যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি সুমহান নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী জিনিস যা মীযান-পাল্লায় রাখা হবে তা হবে—আল্লাহ্‌র ভয় এবং সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র।"

এক ব্যক্তি হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি ডান দিক থেকে এসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বল্‌লেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি পুনরায় বাম দিক থেকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দ্বীন কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দর চরিত্র। লোকটি আবার পশ্চাদ্দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলো ; ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বীন কি? তিনি লোকটির প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তুমি কি বুঝ না দ্বীন কি? দ্বীন হচ্ছে—তুমি কখনও ক্রোধান্বিত হবে না।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দূর্ভাগ্য ও অকল্যাণ কিসে? তিনি বললেন ঃ অসৎ চরিত্রে।"

একদা এক ব্যক্তি হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌কে ভয় কর। সে বললো ঃ আরও উপদেশ দিন। হুযূর বললেন ঃ কোন অন্যায় বা পাপকাজ হয়ে গেলে, পরক্ষণেই কোন নেক আমল করে নাও ; এ নেক আমল তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে।" লোকটি বললো ঃ আরও নসীহত করুন। হুযূর বললেন ঃ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও উন্নত চরিত্রের আচরণ কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমল কোন্‌টি? তিনি জাওয়াবে বলেছেন ঃ সদ্ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্র।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যার আকৃতি ও (প্রকৃতি অর্থাৎ) নৈতিক চরিত্র সুন্দর করেছেন, তাকে আগুন স্পর্শ করবে না।"

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করা হয়েছিল ঃ অমুক স্ত্রীলোক দিনে রোযা রাখে রাত জেগে নামায পড়ে ; কিন্তু লোকদের সঙ্গে তার ব্যবহার খারাব; কথায় ও আচরণে মানুষকে সে কষ্ট দেয়। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন ঃ "এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে ভালাই ও কল্যাণের কোন অংশ নাই ; সে দোযখীদের একজন।"

হযরত আবূ দার্‌দা (রাযিঃ) রেওয়ায়াত করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—"মীযান-পাল্লায় সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রকে রাখা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ঈমানকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সদ্ব্যবহার ও মহৎ চরিত্রের দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে সৃষ্টি করলেন, তখন সে বলেছে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শক্তিশালী করে দিন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কৃপণতা ও অসদ্ব্যবহার দ্বারা শক্তিশালী করে দিলেন।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র এ দ্বীন (ইসলাম)-কেই পছন্দ করেছেন ; এ দ্বীনের জন্য মহান চরিত্র ও সদ্ব্যবহারই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ; কাজেই তোমরা তোমাদের দ্বীনকে এ দু'য়ের দ্বারা সুন্দর-সজ্জিত কর।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেনঃ "সুন্দর চরিত্র আল্লাহ্ তা'আলার মহানতার গুণ।"